পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 161 Tuesday, 13 May, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ১৬১ সংখ্যা ✻ ২৯ বৈশাখ ১৪৩২, মঙ্গলবার, ১৩ মে ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

পাকিস্তানকে বাঁচতে হলে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে

পরমাণু-হুমকিও সহ্য করব না প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ যুদ্ধ বিরোধী ঘোষণা হয়েছে ঠিকই তবে সন্ত্রাসবাদীদের চোখরাঙানি ভারত যে সহ্য করবে না, তা স্পষ্ট করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার রাত আটটায় দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে কথা হলে এবার সন্ত্রাস এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই কথা হবে। হুঁশিয়ারির সুরে মোদী এও বললেন, পাকিস্তানকে যদি বাঁচতে হয় তাহলে সবার আগে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে। গত ২২ এপ্রিল কাশ্মীরের পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ মানুষকে জঙ্গিরা হত্যা করার পরই পাকিস্তানিদের ভিসা বাতিল, সিন্ধু জলচুক্তি খারিজ সহ একাধিক পদক্ষেপ করে ভারত। সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত হওয়ায় পাকিস্তানের কার্যত ভাতে মরার দশা। যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হওয়ায় অনেকেরই কৌতূহল ছিল, সিন্ধু জলচুক্তি নিয়ে ভারত কী সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন মোদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন, ''সন্ত্রাস ও আলোচনা একসঙ্গে চলতে পারে না। সন্ত্রাস ও বাণিজ্যও একসঙ্গে চলতে পারে না। জল আর রক্তও এক সঙ্গে বইতে পারে না।'' অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের প্রশ্নে ভারত জিরো টলারেন্সের পথ থেকে সরবে না। পাকিস্তানকে

বাঁচতে হলে এখনই নিজেদের সন্ত্রাসের পথ থেকে সরে আসতে হবে। প্রসঙ্গত, পহেলগাঁও হামলা নিয়ে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ''জঙ্গি হামলার জবাব দিতে সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। অপারেশন সিঁদুর শুধু নাম নয়। এটা প্রতিজ্ঞা। আমাদের মায়েদের সিঁদুর মোছার পরিণাম সারা বিশ্ব দেখেছে। তিন দিনেই পাকিস্তানকে শেষ করেছে ভারত। শেষ করেছে তাদের জঙ্গি ঘাঁটি। জঙ্গি তৈরির কারখানাকেও।'' পহেলগামে জঙ্গি হানার জবাবে গত ৭ মে ভারতীয় সেনা বাহিনী অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ৯টি জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয়। এরপরই পাল্টা হামলা চালায় পাকিস্তান। তবে ভারতের হামলার কাছে পাকিস্তান কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ে। তারই জেরে যে যুদ্ধ বিরতি এদিন তাও স্পষ্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, ''অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে আমরা ওদের জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিই। জবাবে ওরা আমাদেরের স্কুল-কলেজ, সাধারণ নাগরিকের বাড়িঘর, মন্দিরকে নিশানা করে একের পর এক ড্রোন, মিসাইল ছুড়েছিল। কিন্তু আমাদের সেনারা সে সব সীমান্তের আগেই আকাশে ধূলিসাৎ করেছিল। গুঁড়িয়ে দেওয়া সন্ত্রাসবাদীদের একাধিক ঘাঁটি। বাধ্য হয়ে ওরা আমাদের ডিজিএমও-দের দ্বারস্থ হন।'' মোদি এও জানিয়ে দেন, ''ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আবার জবাব দেওয়া হবে। কোনও 'নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল' ভারত সহ্য করবে না।'' এ ব্যাপারে ভারতের সেনাবাহিনী যে আকাশ, জল থেকে মাটি- সর্বত্র প্রস্তুত রয়েছে তাও এদিন আরও একবার স্পষ্ট করে দেন মোদি।

'ভারতের লড়াই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, পাক সেনা তাতে হস্তক্ষেপ করেছে'

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ ভারতের লড়াই ছিল শুধু সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, কিন্তু পাকিস্তান সেনা তাদের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে এমনটাই মন্তব্য করলেন এয়ার মার্শাল একে ভারতী। তিনি আরও বলেন, ''এটা দুঃখজনক যে পাকিস্তান সেনা সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেছে, যার ফলে আমরা পাল্টা জবাব দিতে বাধ্য হয়েছি।'' অপারেশন 'সিঁদুর' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিলের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার প্রতিশোধ হিসেবে ৭ মে পাকিস্তান ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ৯টি জঙ্গি শিবিরে হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় ভারত। এয়ার মার্শাল ভারতী আরও বলেন, ''আমরা জানি, আমাদের আক্রমণ পাকিস্তানি সেনার বিরুদ্ধে নয়, বরং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ছিল। পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ভারতের সেনাবাহিনী সফলভাবে প্রতিহত করেছে। পাকিস্তান সেনা জঙ্গিদের পক্ষে যুদ্ধ শুরু করেছিল, তবে আমরা তাদের জবাব দিয়েছি।'' তিনি আরও জানান, ''আমাদের সেনাঘাঁটিতে কোনও ক্ষতি হয়নি।'' অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ভারতের যুদ্ধ-পরীক্ষিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরীক্ষায় সফল হয়েছে এবং আমাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পারফরম্যান্স ছিল

অসাধারণ। আমাদের দেশীয় আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, 'আকাশ সিস্টেম', দারুণভাবে কাজ করেছে। ভারত সরকার গত দশ বছরে বাজেট এবং নীতিগত সহায়তা প্রদান না করলে এটি সম্ভব হতো না।'' পাকিস্তান কর্তৃক চালানো ড্রোন এবং অপরিহার্য উন্মুক্ত যুদ্ধ বিমানগুলো প্রতিরোধে ভারতের দেশীয় সফট এবং হার্ড কিল কাউন্টার-ইউএএস সিস্টেম সফলভাবে কাজ করেছে, উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া, ভারতীয় বায়ুসেনার প্রশিক্ষিত সেনারা এই সিস্টেম ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এয়ার মার্শাল একে ভারতী আরও বলেন, ''আমাদের সমস্ত সামরিক ঘাঁটি এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছে এবং যদি প্রয়োজন পড়ে, আগামী যেকোনো মিশনে তা কার্যকর করা যাবে।''

মৌলালিতে যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে কালি ছেটানোর অভিযোগে উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ আমেরিকার মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও সীমান্তে উত্তেজনার পারদ এখনও বিদ্যমান। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার বিকেলে একটি গণ সংগঠনের তরফে কলকাতা শহরে 'যুদ্ধ উন্মাদনা বিরোধী' গণ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, মিছিল শুরুর কিছু পরেই সেখানে উপস্থিত হয়ে কালি ছেটায় বিজেপির কিছু কর্মী, সমর্থক। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন বিকেলে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতার মৌলালি এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ দু'পক্ষকেই আটক করেছে। মিছিলকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিল। ফলে গোলমাল বড় আকারের ধারণ করার আগেই প্রথমে বিজেপি নেতা, কর্মীদের আটক করে পুলিশ। পরে উত্তেজনার কারণে মিছিলের লোকজনকেও আটক করা হয়।

পাকিস্তানের ৫১টি জায়গায় নতুন করে হামলা বালোচ বিদ্রোহীদের, ভারতকেও বড় আশ্বাসবার্তা

বালুচিস্তান, ১২মেঃ ভারতের প্রত্যাঘাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে পাকিস্তান। সে দেশ এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের একাধিক জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছে ভারতীয় সেনা। ১০০-র বেশি জঙ্গি নিকেশ হয়েছে বলেও দাবি। পাকিস্তান এর বদলা নিতে পাল্টা ড্রোন হামলাও চালায়। কিন্তু কোনও লাভ করতে পারেনি। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তানে আরও বড় হামলার ছক করেছে বালোচ বিদ্রোহীরা। ইতিমধ্যে পরপর আক্রমণ করাও হয়েছে। গত ৭ মে থেকে ভারত-পাক যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। শনিবার থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। এই অবস্থায় বালোচ বিদ্রোহীরা আলাদা করে হামলা করেছে পাকিস্তানের একাধিক জায়গায়। তাঁদের তরফে বিবৃতি পেশ করা হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে, পাক সেনার দখলে থাকা অন্তত ৫১টি জায়গায় তারা নতুন করে হামলা চালিয়েছে। শুধু তাই নয়, ভারতের উদ্দেশে বড় বার্তাও দিয়েছে বালোচ বিদ্রোহীরা। সন্ত্রাসবাদ দমনে তাঁরা যে ভারতের পাশে রয়েছে, সেই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। বালোচ লিবারেশন আর্মি বা বিএলএ-র সাফ কথা, ভারত যদি জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার অভিপ্রায় নেয় তাহলে বালোচ আর্মি তাঁদের পাশে থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানি সীমান্তেও তাঁরা হামলা করতে প্রস্তুত। ভারতের সিদ্ধান্ত শুধু তাঁরা মানবে না, অস্ত্র এবং সেনা দিয়েও ভারতকে সাহায্য করতে তৈরি বিএলএ। জানান হয়েছে এমনটাই। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানকে শেষ করার এটাই মোক্ষম সময় বলে দাবি করেছে বিএলএ। তাঁদের কথায়, এখনও যদি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা না ভাবা হয়, তাহলেও বালুচিস্তান তাদের বিদ্রোহ একাই চালিয়ে যাবে এবং ততদিন চালিয়ে যাবে যতদিন না স্বাধীনতা মেলে। বিএলএ-র এও বক্তব্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে যত দেরি হবে, ততই বেশি রক্তপাত হবে। বালুচিস্তানে জোড়া বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল পাকিস্তানের সেনা কনভয়ে। সেই ভিডিও ইতিমধ্যে প্রকাশ্য এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি রাস্তায় পাক সেনার গাড়ি চলতে চলতেই বিস্ফোরণে উড়ে গেল। বোলানের শোরকান্ডে সেনা কনভয়ে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। তাতে ১২ জন পাক জওয়ান প্রাণ হারান। পরবর্তী সময়ে কেছের কুলাগ তিগরানেও বিস্ফোরণ হয়। তাতে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। বালোচ লিবারেশন আর্মির তরফে জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের সেনা তাঁদের জমি দখলের চেষ্টা করছে। তাই আগামী দিনে এমন হামলার সংখ্যা বাড়বে। তাঁরা ছেড়ে কথা বলবে না।

কালো বাজারি যেন না হয়! কলকাতা থেকে জেলায় সোমবারও চলল তল্লাশি অভিযান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ যুদ্ধ বিরতির ঘোষণা হলেও সীমান্তে উত্তেজনা পুরোপুরি কমেনি। চোরা গোপ্তা গোলাগুলির খবর মিলছে। আর এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম উর্ধ্বমুখীর আশঙ্কাও রয়েছে। তা ঠেকাতে গত বৃহস্পতিবারই নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়েছিলেন, 'কেউ কালোবাজারি করলে সংশ্লিষ্ট দোকানদারের সমস্ত মাল বাজেয়াপ্ত করা হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশ শুক্রবার থেকেই কলকাতা থেকে জেলা, বিভিন্ন বাজারে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের। সোমবারও তার অন্যথা হল না। এদিন উল্টোডাঙার খুচরো এবং পাইকারি মার্কেট ঘুরে দেখলেন এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা। মাছ থেকে শাক, সবজি, বাজার ঘুরে তাঁরা জিনিস পত্রের দাম খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন ক্রেতাদের সঙ্গেও। এদিন উল্টোডাঙার বাজারে সবজি দর যথাক্রমে আলু কেজি প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা, পিঁয়াজ ২৫-৩০ টাকা, রসুন ১০০ টাকা, আদা ১০০ টাকা, টমেটো ৩০ টাকা, পটল ২০ টাকা, বেগুন ৮০ টাকা, উচ্ছে ৬০ টাকা, ঢেড়স ৫০ টাকা, রুই মাছ ১৫০ টাকা, কাতলা মাছ ২০০ টাকা, ইলিশ মাছ ৮০০ থেকে ১২০০ টাকা, গলদা চিংড়ি ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা। মুরগির ডিম ৬ টাকা, হাঁসের ডিম ১২ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের আধিকারিক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ''পাইকারি বাজারে জিনিস পত্রের দাম ঠিকই আছে। ক্রেতারাও কেউ কোনও অভিযোগ জানাননি।'' তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে এখন থেকে কলকাতা ও জেলার প্রতিটি বাজারে প্রতিদিনই টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা নজরদারি চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই, এই যুদ্ধ যুদ্ধ আবহে কোনও অসাধু চক্র যেন মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে। মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম যেন না নিতে পারে সেটা নজর রাখা।'' টাস্ক ফোর্সের এমন ভূমিকায় খুশি ক্রেতারাও। তাঁরা বলছেন, প্রশাসনিকভাবে প্রতিটি বাজারে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেই দাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তা না হলে যুদ্ধের ধোওয়া দিয়ে দাম কিছুটা হলেও বেড়ে যেত!

এবার শিক্ষা দফতর ঘেরাওয়ের ডাক শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মেঃ নিয়োগের দাবিতে গত ৭ মে থেকে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান চলছে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের। তাঁদের দাবি, তাঁরা যোগ্য কিন্তু নিয়োগ থেকে বঞ্চিত। এছাড়াও একাধিক দাবিতে তাঁরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। এবার শিক্ষা দফতর ঘেরাওর ডাক দিল যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। আগামী ১৫ তারিখ, বৃহস্পতিবার শিক্ষা দফতর ঘেরাওর ডাক দেওয়া হয়েছে এই মঞ্চের পক্ষ থেকে। তাঁদের বক্তব্য, অবস্থান-বিক্ষোভ শুরু করার পর থেকে তাঁরা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। যাবতীয় দাবিদাওয়া তাঁকে জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু

প্রতিশ্রুতি মিললেও শিক্ষামন্ত্রীর সাক্ষা তাঁরা এতদিনেও পাননি। তাই এবার শিক্ষা দফতর ঘেরাও করা ছাড়া আর কোনও উপায় দেখছেন না তাঁরা। মঞ্চের পক্ষ থেকে যে একাধিক দাবির কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকারদের সসম্মানে স্কুলে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর এর দায় নিতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি আদালতের অর্ডার অনুযায়ী নোটিফিকেশন প্রকাশের সিদ্ধান্ত হলে তা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সবথেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, এই মঞ্চের দাবি একই চাকরির জন্য বারবার যোগ্যতার পরীক্ষা দেবেন না। গোটা বিষয় নিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে আলোচনা করতে চায় যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চ। কিন্তু সেই সুযোগ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না বলেই অভিযোগ। সেই প্রেক্ষিতেই তাঁদের বক্তব্য ছিল, আগামী দিনে আরও বড় আন্দোলনের কথা ভাববে তাঁরা। শিক্ষা দফতর ঘেরাও অভিযান হয়তো সেই বড় আন্দোলনের প্রথম ধাপ।

আন্তর্জাতিক স্তরে কাশ্মীর ইস্যু ওঠায় উদ্বেগ প্রকাশ ওমরের

বললেন 'এক লহমায় সব কেমন বদলে গেল'

শ্রীনগর, ১২ মেঃ কাশ্মীরের পহেলগামে ২৬ জন নিরীহ পর্যটকের ওপর নারকীয় জঙ্গি হামলার পর পরিস্থিতি এক লহমায় বদলে যায়। অর্থনীতি, কূটনীতি-সবকিছুই যে পথে এগোচ্ছিল, তা আচমকা থমকে গেল বলে জানালেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। এক সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''এই হামলা কয়েক বছরের পরিশ্রম এক মুহূর্তে নষ্ট করে দিয়েছে। পর্যটন আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল, আমরা ভেবেছিলাম সুখের সময় আসছে। কিন্তু পাকিস্তান আবারও সুযোগ পেয়ে আন্তর্জাতিক মহলে কাশ্মীর ইস্যু তুলে ধরল।'' কোভিডের পর থেকে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল কাশ্মীর। ভয় কাটিয়ে ভূস্বর্গে যেতে শুরু করেছিলেন পর্যটকরা। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে প্রচার বাড়ছিল, লোকজন যাচ্ছিল। সকলের মুখেই ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে শুরু করে। কিন্তু সে হাসিই কাল হল কাশ্মীর বাসীর। বলা ভাল, গোটা দেশের। এর প্রেক্ষিতেই ওমর আবদুল্লাহর কথায়, বর্তমানে কাশ্মীর যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, সেখানে আসার কথাই ছিল না। রক্তপাত, দুঃখ-কষ্ট, বিশৃঙ্খলা-ফিরে এল আবার। সবকিছু এক ঝটকায় বদলে গেল। কিন্তু ভেবে দেখলে কিছুই তো বদলে গেল না। কাশ্মীরে সারা বছর পর্যটকরা যাচ্ছিলেন কিন্তু এই সময়টা অর্থাৎ মে-জুলাই, কাশ্মীরে গরম থাকে। শীতের আমেজ থাকে ফলে মনোরম আবহাওয়া। সঙ্গে এটা টিউলিপ ফোটার সময়। গত ২বছর এই সময় হোটেলে জায়গা দেওয়া যায়নি পর্যটকদের। দিনে ৫০ থেকে ৬০টা ফ্লাইট চলেছে শ্রীনগর বিমানবন্দরে। স্কুলে গরমের ছুটি পড়তে বহু মানুষ উপত্যকায় শীতের আমেজ নিতে ছুটে গেছে। কিন্তু এবার পুরো শুনশান। বাজছে না স্কুলের ঘণ্টা, নেই পড়ুয়াদের ভিড়। মোঘল গার্ডেনগুলোয় শুধুই নিরাপত্তারক্ষী। থমথমে চারিদিক। কাশ্মীরের এই অবস্থা হওয়ার পিছনে পাকিস্তানের মদতপুস্ট জঙ্গি গোষ্ঠীর হাত রয়েছে। ভারতীয় সেনা তাদের ঘাঁটি পাকিস্তানে ঢুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এসেছে। পাকিস্তানকে তার ভাষায় জবাব দেওয়া হয়েছে। নিরীহদের রক্ত, দেশের বীর সন্তানদের বলিদান বিফলে যায়নি। কিন্তু তবুও কি ছন্দে ফিরবে কাশ্মীর? উপত্যকাকে ভরসা করতে পারবে পর্যটকরা? ওমর বলছেন, কিছু বদলায়নি-পাকিস্তান আবার পরিকল্পনা করে কাশ্মীর ইস্যু আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মধ্যস্থতা করার আগ্রহ দেখাচ্ছে। এটা উদ্বেগজনক। তাঁর দাবি, ''ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে এতদিন যে সংঘর্ষবিরতি কার্যকর ছিল, সেটাও এখন ভেঙে পড়েছে। আজ রাতের মধ্যে কী হয়, আমরা তা দেখছি। মাত্র তিন সপ্তাহ আগে পহেলগাম পর্যটকে ঠাসা ছিল। কিন্তু তারপর...।'' শনিবার সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয় দুই দেশ। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কোনও দেশই কোথাও গুলি-গোলা চালাবে না। কিন্তু ওমর-সহ অনেকেই অভিযোগ করেন, পাকিস্তান কথা রাখেনি। ফের গুলি চালিয়েছে। ঘটনার ধিক্কার জানায় দিল্লি। অস্বীকার করে পাকিস্তান। শনিবার রাত পর্যন্ত এই পরিস্থিতি চলার পর রবিবার খানিকটা থিতু হয়। প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দেন, গুলি চললে গোলা চলবে এদিক থেকে। যথাযথ পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন।

ভারত-পাক আলোচনার পূর্বে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর ভারতের পাল্টা জবাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ভারত-পাকি সীমান্ত। চারদিন গুলি গোলা চলার পর শনিবার দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়। এই পরিস্থিতিতে ১২ মে অর্থাৎ আজ দু'দেশের সেনা প্রধানদের মধ্যে বৈঠকের ঠিক কয়েক ঘণ্টা আগে দিল্লিতে নিজের বাসভবনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহান এবং তিন বাহিনীর প্রধানরা। জানা গেছে, এদিন বৈঠকে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ইস্যুতে বৈঠকে কথা হয়েছে। এই বৈঠকে মন্ত্রীদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার অজিত ডোভাল, বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি, গোয়েন্দা ব্যুরোর প্রধান তপন ডেকা এবং রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিস উইং-এর প্রধান রবি সিনহাও। সূত্রের খবর, বৈঠকের মূল কারণ ২২ এপ্রিল পহেলগামে ঘটে যাওয়া জঙ্গি হামলা, যেখানে প্রাণ হারান ২৬ জন। তদন্তে উঠে আসে সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গিরা এদেশে ঢুকে হামলার ছক কষে। পরিকল্পনা মাফিক খুন করা হয় নিরীহ ২৬ জনকে। তারপর সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দিলে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি চালাতে শুরু করে পাক সেনা। ৭ মে মাঝরাতে পাকিস্তানে ঢুকে যোগ্য জবাব দিয়ে আসে ভারতীয় সেনা। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ৯ জঙ্গি ঘাঁটি। তারপর থেকে টানা চারদিন গোলা গুলি চলতে থাকে। অবশেষে শনিবার পরিস্থিতি ঠান্ডা হতে শুরু করে। একাধিক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হয়। জানা যায়, সোমবার দুই দেশের সেনা প্রধানরা কথা বলবেন। তারপর পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। সোমবার বৈঠকের আগেই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু সূত্র বলছে, এখন সেই বৈঠক পিছিয়ে গেছে। এদিকে, গত সপ্তাহে সংঘর্ষের জেরে ভারতের যে ৩২টি বিমানবন্দরে সাময়িকভাবে বেসামরিক বিমান ওঠানামা বন্ধ করেছিল, সেগুলি ধীরে ধীরে চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পুরো ঘটনাপ্রবাহের মাঝে হঠাৎই মধ্যস্থতার দাবি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনিই প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেন। এনিয়ে দুদেশই মুখ খোলেনি। তবে, রাহুল গান্ধি-সহ বিরোধী দল কংগ্রেস প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। এই প্রশ্ন সংসদে অধিবেশনে তোলার কথাও ভেবেছেন তাঁরা।

ছিলেন শীর্ষ গোয়েন্দা আধিকারিকও

ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত আবহে বন্ধ ছিল উড়ান, ৩২টি বিমানবন্দরে পরিষেবা শুরু

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত আবহে দেশের ৩২টি বিমানবন্দরে জারি হয়েছিল নোটাম। সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর তিনদিন বাদে ফের চালু হল সেই বিমানবন্দরগুলির পরিষেবা। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত পৌঁছেছিল চরমে। পাকিস্তান লাগাতার হামলা চালাচ্ছিল ভারতের উপরে। ভারত সেই আক্রমণ আটকেছে। প্রত্যাঘাতও করেছে। যেভাবে পাকিস্তান টানা ড্রোন-মিসাইল ছুড়ছিল, তাতে অসামরিক বিমানে হামলার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। সেই কারণেই সতর্কতা বশে আগামী ১৫ মে পর্যন্ত নোটাম জারি করা হয়েছিল। আজ এয়ারপোর্ট অথারিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হল যে ফের স্বাভাবিক হচ্ছে অসামরিক উড়ান পরিষেবা। আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবাও চালু করা হচ্ছে। ২৫টি রুটই এখন সচল। মুম্বই ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিওনের অধীনে পড়ে মুন্দ্রা, জামনগর, রাজকোট, পোরবন্দর, কান্দলা, কেশদ ও ভুজ। এই সমস্ত বিমানবন্দরই আজ থেকে সচল হল। অন্য আরেকটি নোটামে শ্রীনগর, জম্মু, হিন্দন, সারসাওয়া, উত্তরলাই, অবন্তিপুরা, আম্বালা, কুলু, লুধিয়ানা, কিষানগড়, পাটিয়ালা, সিমলা, কাঙ্গরা, ভাটিন্ডা, জয়সালমীর, যোধপুর, বিকানের, হালওয়ারা, পাঠানকোট, লেহ ও চণ্ডীগঢ়েও বিমান চলাচল স্বাভাবিক করার ঘোষণা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নোটাম হল এক ধরনের নির্দেশিকা, যা জারি করার অর্থ হল ওই সময় আকাশপথ ব্যবহার করা যাবে না। নোটাম প্রত্যাহার করে নিলেও, বিমান পরিষেবা চালু ও তা স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে কারণ নতুন করে উড়ান সংস্থাগুলিকে বিমান শিডিউল করতে হবে।

এপ্রিলে ভারতের অর্থনীতির অবাক করা গতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের অর্থনীতি অভাবনীয় গতি প্রদর্শন করেছে। বিভিন্ন খাতে উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলো অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি এবং টেকসই পুনরুদ্ধারের স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। এই মাসে ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পারফরম্যান্স বাজার বিশ্লেষক ও নীতিনির্ধারকদেরও চমকে দিয়েছে। এপ্রিলে ভারতের পণ্য ও পরিষেবা কর আদায় দাঁড়িয়েছে ২.৩৭ লাখ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী মাস ও বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এটি স্পষ্ট করে যে, ভোক্তা ব্যয় এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের আর্থিক স্বাস্থ্যের ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে। চলতি মাসে খুচরা মূল্যস্ফীতি বা সিপিআই ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি নেমে এসেছে ৩.২৭ শতাংশে, যা বিগত মাসের তুলনায় কম। খাদ্য ও জ্বালানির মূল্য স্থিতিশীল থাকায় এই মুদ্রাস্ফীতির হার হ্রাস পেয়েছে। এটি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির জন্য স্বস্তির খবর বয়ে এনেছে। যদিও বেশিরভাগ সূচকে বৃদ্ধি দেখা গেছে, সেখানে ডিজিটাল অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইউপিআই লেনদেন এপ্রিলে কিছুটা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৮৯ বিলিয়ন ট্রান্সঅ্যাকশনে। মার্চ মাসের তুলনায় এটি সামান্য কম হলেও এখনও ইউপিআইয়ের জনপ্রিয়তা ও ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ট। এপ্রিলে ভারতের ম্যানুফ্যাকচারিং পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স দাঁড়িয়েছে ৫৮.২-এ, যা শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। একই সঙ্গে সার্ভিসেস পিএমআই-ও পৌঁছেছে ৫৮.৭-এ, যা পরিষেবা খাতে শক্তিশালী সম্প্রসারণের ইঙ্গিত দেয়। এই সূচকগুলো

বিনিয়োগকারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ভারতের অটোমোবাইল খাতেও এপ্রিলে চমকপ্রদ অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। মোট ৩.৫৩ লাখ গাড়ি বিক্রি হয়েছে, যা গ্রাহক আস্থা ও নগর ও গ্রামীণ উভয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের প্রতিফলন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও শিল্প খাতে চাহিদা পূরণে কয়লা উৎপাদনে ৮১.৫৭ মিলিয়ন টন রেকর্ড উৎপাদন হয়েছে। এটি শক্তি নির্ভর শিল্পগুলোর জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। এপ্রিল মাসে দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান যাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১.৫৩ কোটি, যা ভারতীয় এভিয়েশন শিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ। উৎসবের মৌসুম এবং ছুটির আমেজে এই বৃদ্ধির পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে এপ্রিলে বড়সড় লাফ দেখা গেছে - মোট ১৪৭.৪৮ বিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হয়েছে, যা শিল্প ও আবাসিক খাতে চাহিদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের অর্থনীতির এই অভাবনীয় গতি শুধু মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ বা রাজস্ব আদায়ে নয়, বরং শিল্প, পরিষেবা, ভোক্তা বাজার ও পরিকাঠামো সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভারতের অর্থনৈতিক ভিত্তি যে আগের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল ও প্রত্যাবর্তনের পথে তা এখন স্পষ্ট। আগামী মাসগুলিতে এই গতি অব্যাহত থাকলে, ভারত ২০২৫ সালের অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সফল হবে বলেই অর্থনীতিবিদরা আশা করছেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা ১২ মে ঃবুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় বুদ্ধ পূর্ণিমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায়. মুখ্যমন্ত্রী জানান, সকলকে জানাই বুদ্ধ পূর্ণিমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্য স্মরণে ও রক্ষায় আমাদের সরকার সবসময় সক্রিয় হতে হবে।

জম্মু ও কাশ্মীরের শান্ত রাত, অশান্তির ঘটনা ঘটেনি রাজস্থানেও

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ গোলাগুলির শব্দ থেমেছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতির পর 'প্রথম শান্ত রাত' কাটল জম্মু ও কাশ্মীরে। নতুন করে কোনও ধরনের ঘটনা ঘটেনি রাজস্থানেও। রবিবার রাতে নতুন করে আর কোনও ঘটনা ঘটেনি নিয়ন্ত্রণরেখা অথবা সীমান্তবর্তী এলাকায়। রবিবার রাতকে সাম্প্রতিক সময়ের ' শান্ত রাত' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।ভারতীয় সেনার তরফে সোমবার সকালে বলা হয়েছে, ' ও কাশ্মীর এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া অন্যান্য এলাকায় মোটের উপর রাত ছিল শান্তিপূর্ণ। নতুন করে কোনও অশান্তি অথবা ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। গত কয়েক দিনের মধ্যে এটাই প্রথম শান্ত রাত।'' জম্মু ও কাশ্মীরের আখনুর, পুঞ্চ ও রাজৌরিতে শান্তির পরিবেশ রয়েছে, শান্তি রয়েছে রাজস্থানের জয়সলমীরেও।

সরকারের ওপর ভরসা রাখা উচিত, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলীপের

কলকাতা, ১২ মে ঃ সরকারের ওপর ভরসা রাখা উচিত, বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ডিজিএমও-স্তরের আলোচনা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেছেন, আমাদের সরকারের ওপর আস্থা রাখা উচিত যে কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন হলে, সরকার তা গ্রহণ করবে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে, তিনি (রাহুল গান্ধী) সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি করতেই পারেন। সরকার যদি মনে করে, বিশেষ অধিবেশনের প্রযোজন, তাহলে তাঁরা অবশ্যই তা করবে।সোমবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, উদ্দেশ্য ছিল পহেলগামের ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেওয়া এবং পাকিস্তান থেকে পরিচালিত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কড়া জবাব দেওয়া। যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছিল, সেগুলিকে লক্ষ্য করে অভিযান চালানো হয়েছে এবং তাও সফলভাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ট্র্যাক রেকর্ডের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। জনগণও কড়া পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে।

রামবানে ফের ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

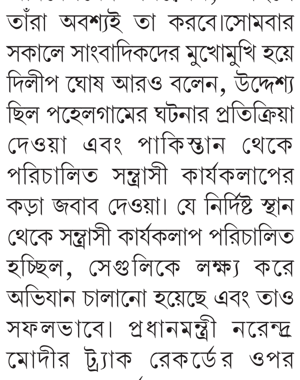

জম্মু, ১২ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। সোমবার রামবান জেলার মারোগের কাছে রাস্তার একটি অংশ ধসে যায়, এই কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে (জাতীয় সড়ক ৪৪) যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রামবানে ভূমিধসের পর জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উধমপুরের জাখানি চকে কাশ্মীরগামী সমস্ত যানবাহন থামানো হয়েছে এবং জাতীয় সড়ক পরিষ্কার হওয়ার পরেই কেবল যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।

বুদ্ধপূর্ণিমার শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতির, শুভকামনা জানালেন উপরাষ্ট্রপতিও

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভকামনা জানিয়েছেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ।ও। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সোমবার এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আমি সমস্ত নাগরিক এবং বিশ্বজুড়ে ভগবান বুদ্ধের অনুসারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা জানাই।উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখ। শুভেচ্ছা বার্তায় জানিয়েছেন, বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সমস্ত

নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র দিনটি ভগবান বুদ্ধের জন্ম, জ্ঞানার্জন এবং মহাপরিনির্বাণকে চিহ্নিত করে, যার গভীর জ্ঞান প্রতিকূল সময়ে আমাদের জন্য নক্ষত্র হিসেবে কাজ করে। ভগবান বুদ্ধের অহিংসা, দয়া এবং মধ্যম পথের বার্তা আজকের বিশ্বে, ব্যক্তি এবং বৃহত্তর মানবতার জন্য, আগের চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক। আসুন আমরা গৌতম বুদ্ধের গৃহীত মহ নীতিগুলির প্রতি নিজেদের পুনর্নির্বাচিত করি এবং তাঁর শিক্ষার আলো আমাদের সকলের জন্য আরও শান্তিপূর্ণ, করুণাময় এবং সুসংগত সমাজ গঠনের দিকে পরিচালিত করুক এই আশাকরি।

৩২টি বিমানবন্দরে পরিষেবা শুরু, বিবৃতি দিয়ে জানালো এএআই

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে দেশের ৩২টি বিমানবন্দর বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ৩২টি বিমানবন্দরে পরিষেবা শুরু হয়েছে, সোমবার বিবৃতি দিয়ে জানালো এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (এএআই)। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, জানানো হচ্ছে যে, বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা ৩২টি বিমানবন্দর এখন বেসামরিক বিমান চলাচলের জন্য উপলব্ধ।এএআই জানিয়েছে, বিমান চলাচল এখন তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় শুরু হয়েছে। যাত্রীদের সরাসরি বিমান সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে বিমানের অবস্থা খতিয়ে দেখার এবং বিমান সংস্থার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপডেট থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

২০২৬-এ কেরলে ইউডিএফ সরকার ক্ষমতায় আসবে, আশাবাদী অ্যান্টনি

তিরুবনন্তপুরম, ১২ মে ঃ কেরলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ইউডিএফ জিতবে বলে আশাবাদী প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা এ কে অ্যান্টনি। তাঁর কথায়, ২০২৬-এ কেরলে ইউডিএফ সরকার ক্ষমতায় আসবে। সোমবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অ্যান্টনি বলেছেন, আমার পূর্ণ বিশ্বাস হল, ২০২৬ সালে কংগ্রেসের নেতৃত্বে, কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেরলে ইউডিএফ সরকার ক্ষমতায় আসবে। তিনি আরও বলেছেন, সমাজের সমস্ত অংশকে ঐক্যবদ্ধ করে, কংগ্রেস ও ইউডিএফ উভয়কেই শক্তিশালী করাই এগিয়ে যাওয়ার পথ।

গ্রামীণ হাওড়ায় দুটি গাড়ি থেকে ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

হাওড়া, ১২ মে ঃ রবিবার রাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গ্রামীণ হাওড়া থেকে ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ। সোমবার হাও।া গ্রামীণ জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে এই বিষয়ে।জানানো হয়েছে, ১১ মে রাত ৯টা থেকে জেলা জুড়ে হঠা করে নাকা চেকিং অভিযান শুরু হয়। সেই অনুযায়ী হাওড়া রুরাল ট্রাফিক বিভাগ এবং রাজাপুর থানার অফিসারদের যৌথ উদ্যোগে পাঁচলা বউরিয়া মোড়ে একটি নাকা পয়েন্ট স্থাপন করা হয়।অভিযান চলাকালীন, একটি টয়োটো ফর্চুনার এবং একটি মাহিন্দ্রা থার গাড়িকে আটক করা হয়। তল্লাশির সময় গাড়ি দুটির ভিতর থেকে মোট ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছেঃ১. সমীরঞ্জন নায়েক (২৮ বছর)পিতা - প্রফুল্ল নায়েকগ্রাম - বাগমারী, ডাকঘর - পুঙ্গারিশি, থানা - বাগমারী, জেলা - খোরদা, ওড়িশা২. সন্তোষ নায়েক (৩৫ বছর)পিতা - সদাশিব নায়েকগ্রাম - দয়াপুর, থানা - খোরদা, জেলা - খোরদা, ওড়িশা৩. সরোজ মহানা (৩৭ বছর)পিতা - গুরুবারি মহানাগ্রাম - দামনা, ডাকঘর ও থানা - চন্দ্রশেখরপুর, জেলা - খোরদা, ওড়িশা৪. সৌম্য রঞ্জন সাহু (৩০ বছর)পিতা - সুকান্ত সাহুগ্রাম - দামনা, ডাকঘর ও থানা - চন্দ্রশেখরপুর, জেলা - খোরদা, ওড়িশাঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের তরফে।

অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছে ভারতঃসম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকে চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। সোমবার দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়ে ঐকমত্য তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০টি দেশের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন।সম্বিত বলেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং

বেশ কয়েকটি ইসলামিক দেশ-সহ এই সমস্ত দেশ ভারতের অবস্থানের প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। সম্বিত পাত্র বলেন, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারত ২৬ জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অভিযানের মাধ্যমে অদম্য সাহস প্রদর্শন করেছে এবং দেশের প্রতিটি নাগরিক ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীকে ধন্যবাদ জানায, যারা অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিশ্চিত করেছে। পাত্র বলেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানে ৯টি সন্ত্রাসী আস্তানা ধ্বংস করেছে ভারত।

জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশঃমুখতার আব্বাস নকভি

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, জোর দিয়ে বললেন বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নকভি। তিনি বলেন, একটা জিনিস খুব স্পষ্ট, সরকারও এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরও ভারতের একটি অংশ।সন্ত্রাসীরা এবং তাদের প্রভুরাও জানে যে এটি আমাদের বুদ্ধের ভূমি। তবে যদি তারা (সন্ত্রাসীরা) যুদ্ধ করার সাহস দেখায় তাহলে এই বুদ্ধের ভূমির যোদ্ধারা (ভারতীয় জওয়ানরা) সন্ত্রাসীদের আস্তানায় গিয়ে তাদের ধ্বংস করবে। অতএব, সন্ত্রাসীদের যেকোনও দুঃসাহস পাকিস্তানকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তানের পরিস্থিতি কী, যেখানে তার অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে পড়েছে, এটি সন্ত্রাসবাদের উসক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

রাজনাথ ও দোভালের সঙ্গে ফের বৈঠক মোদীর, উপস্থিত তিন বাহিনীর প্রধানও

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ-বিরতির পর নতুন করে আর উত্তেজনা দেখা দেয়নি। ধীরে ধীরে শান্তি ফিরছে জম্মু ও কাশ্মীর-সহ ভারত-পাক সীমান্তবর্তী বিভিন্ন রাজ্যে। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রদ্র মোদী ফের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন। সোমবার সকালে নতুন দিল্লির ৭, লোক কল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠক হয়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্দ্র মোদী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, ও নৌবাহিনীর প্রধানও। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফও। রবিবারের পর সোমবার ফের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

জয়পুরের স্টেডিয়ামে বোমাতঙ্ক! তল্লাশিতে মিলল না কিছুই

জয়পুর, ১২ মে ঃইমেলের মাধ্যমে এল বোমার হুমকি, আর সেই হুমকিকে ঘিরে হুলুস্থূল কাণ্ড জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামে পৌঁছয় পুলিশ ও বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল তদন্ত শুরু করেছে। যদিও, তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছুই মেলেনি।পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার জয়পুরের সওয়াই মানসিংহ স্টেডিযামে বোমা হামলার হুমকির একটি মেল পাওয়া গিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ললিত শর্মা বলেন, ক্রি ড়া পরিষদের অফিসিয়াল ইমেল আইডিতে মেইলটি পাঠানো হয়েছিল। এর ভিত্তিতে স্টেডিয়ামটি খালি করে দেওয়া হয়েছে। ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল তদন্ত করছে।

১৮টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরির পরিকল্পনা

কলকাতাঃকর্মসংস্থানমুখী প্রশিক্ষণের আগ্রহ বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এক্ষেত্রে সুযোগ আরও বাড়াতে রাজ্য সরকার ১১ টি জেলায় আরও ১৮টি নতুন ইন্ডাস্ট্রিযাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই এই নতুন ইনস্টিটিউটগুলির জন্য জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। বিভিন্ন দফতরের অধীনে থাকা জমি এখন কারিগরি শিক্ষা দফতরের কাছে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে বলে ওই দফতর সূত্রে জানা গেছে। প্রতিটি আইটিআই তৈরি করতে প্রায় ২৫ কোটি টাকার খরচ ধার্য করা হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ৫০টি আইটিআই রয়েছে। নতুন ১৮টি ইনস্টিটিউট ১১টি জেলায় গড়ে তোলা হবে। তার মধ্যে মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে বেশী আইটিআই স্থাপন করা হবে। এছা।া, মালদহের রতুয়া ১, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর ২, পূর্ব বর্ধমানের রায়না ২, কোচবিহারের সিতাই, পশ্চিম

সম্পন্ন শংকরদেব শিশু নিকেতন আয়োজিত ৩৫-তম রজনীকান্ত দেবশর্মা স্মৃতি প্রান্তীয় ও ক্ষেত্রীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার

গুয়াহাটি, ১২ মে ঃ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের সংবদ্ধ সংগঠন শিশুশিক্ষা সমিতি, অসম কর্তৃক আযোজিত ৩৫-তম রজনীকান্ত দেবশর্মা স্মৃতি প্রান্তীয় এবং ক্ষেত্রীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার।গত ১০ মে থেকে বরপেটা রোডে অবস্থিত শংকরদেব শিশু নিকেতনে উদ্বোধন হয়েছিল ৩৫-তম রজনীকান্ত দেবশর্মা স্মৃতি প্রান্তীয় এবং ক্ষেত্রীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার। আজ ১২ মে এই মেগা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতার সমাপন হয়েছে।আজ বিকালে গুয়াহাটির জু-রোডে প্রশান্ত পথে শিশু শিক্ষাসমিতি, অসমের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিশুশিক্ষা সমিতি

অসমের প্রচারপ্রমুখ মুকুটেশ্বর গোস্বামী এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন বিদ্যাভারতী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক ড. পবন তিওয়ারি, ক্ষেত্রী ক্রীড়াপ্রমুখ রঞ্জিতকুমার শইকিয়া এবং নিকেতন পরিচালন সমিতির বিশিষ্ট কার্যকর্তাগণ।তিনি জানান, অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী খেলোয়াড় ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যাভারতীর রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া সমারোহের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। গুয়াহাটি বিভাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দলের খেতাব লাভ করার পাশাপাশি লখিমপুর বিভাগ শ্রেষ্ঠ অনুশাসন দল হিসেবে এবং শিবসাগর বিভাগ শ্রেষ্ঠ মার্চ-পাস্ট দল হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।সমাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে ড. তিওয়ারি বলেন, নতুন ভারত গঠনে ছাত্রছাত্রীদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। শারীরিক শিক্ষা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের অন্যতম আধার। খেলাধুলার মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সম্ভব এবং দেশমাতৃকার গরিমা বৃদ্ধি করার জন্য শক্তি এই শিক্ষার মধ্যে রয়েছে।তিনি সকল বিজয়ী এবং অংশগগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের আগামীদিনে আরও উন্নত প্রদর্শনের জন্য উসাহিত করেছেন। এছাড়া এ ধরনের মেগা প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন বিদ্যাভারতী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক ড. পবন তিওয়ারি।

ভগবান বুদ্ধের বাণী মানবতার পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভগবান বুদ্ধের বাণী মানবতার পথপ্রদর্শক হযে উঠেছে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সোমবার সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। সত্য, সাম্য এবং সম্প্রীতির নীতির উপর ভিত্তি করে ভগবান বুদ্ধের বাণী মানবতার পথপ্রদর্শক হযে উঠেছে। ত্যাগ ও তপস্যায় নিবেদিত তাঁর জীবন সর্বদা বিশ্ব সম্প্রদায়কে করুণা ও শান্তির দিকে অনুপ্রাণিত করবে।বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে যেমন পূর্ণিমার গুরুত্ব রয়েছে, তেমনই ধর্মীয়মতেও এই বুদ্ধ পূর্ণিমার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। আর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমার দিনটি বুদ্ধ পূর্ণিমা হিসাবে পালিত হয়। বৈশাখের পূর্ণিমাতে জন্ম হয়েছিল ভগবান বুদ্ধের। সেই থেকে এই তিথি বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। দিনটি বৈশাখী পূর্ণিমা হিসেবে পালিত হয়। সোমবার বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে হরিদ্বারের গঙ্গায় পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। আবার প্রয়াগরাজের সঙ্গমেও ঢল নাম ভক্তদের।

বুদ্ধগয়ায় যথোচিত মর্যাদায় পালিত বুদ্ধ জয়ন্তী, বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন

বুদ্ধগয়া, ১২ মে ঃ বিহারের বুদ্ধগয়ায় যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল বুদ্ধ জয়ন্তী। ভগবান বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সোমবার সকালে বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান বুদ্ধগয়ার মহাবোধি মন্দির পরিদর্শন করেছেন। বিটিএমসি এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক আযোজিত এই অনুষ্ঠানে ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান এবং কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল।ভগবান বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এদিন সকালে বুদ্ধগয়ায় বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু-সহ বহু মানুষ সেই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু আর্য পাল ভান্তে বলেছেন, ২৫৬৯-তম বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সবাইকে শুভেচ্ছা। এই দিনটি বিশ্বজুড়ে সকল বৌদ্ধদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে কেবল বৌদ্ধরাই নয়, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান-সহ সকল ধর্মের মানুষ বুদ্ধকে সম্মান করেন। তাঁর দর্শন গভীরভাবে বৈজ্ঞানিক এবং শান্তিতে প্রোথিত।

অলচিকি লিপির উদ্ভাবক পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১১ মে ঃপ্রথিতযশা ভাষাতত্ত্ববিদ এবং অলচিকি লিপির উদ্ভাবক পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিবসে তাঁকে স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সকালে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রথিতযশা ভাষাতত্ত্ববিদ এবং অলচিকি লিপির উদ্ভাবক পন্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। এটা আমাদের গর্ব, আমার সাঁওতাল ভাইবোনেদের জন্য তাঁর অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে আমাদের সরকারই তাঁর জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এই পথিকৃ পদক্ষেপ এখন অন্যত্রও অনুসৃত হচ্ছে। তাঁর নামে আমরা কলেজও করেছি। আমি আর একবার তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই বলে মনে হয়।

ট্রাম্পকে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে, প্রশ্ন সঞ্জয় রাউতের

মুম্বই, ১২ মে ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা নিয়ে ফের সরব হলেন সঞ্জয় রাউত। শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত সোমবার প্রশ্ন করেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে? সোমবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে। সিমলা চুক্তি পড়ুন - সেখানে, এটি কেবল দু'টি দেশের মধ্যে একটি চুক্তি, কোনও তৃতীয় দেশ হস্তক্ষেপ করবে না। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে কে সরপঞ্চ বানিয়েছে? আমরা কি তাকে চৌধুরী বানিয়েছি? আমাদের সশস্ত্র বাহিনী সক্ষম, এমনকি যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল।উল্লেখ্য, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ-বিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত ও আমেরিকা। ট্রাম্পের এই ঘোষণাতেই ক্ষুব্ধ ভারতের বিরোধীরা।

বুলন্দশহরে দু'টি বাইকের সংঘর্ষে মৃত দুই

বুলন্দশহর, ১২ মে ঃউত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে দু'টি মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছা।াও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার বুলন্দশহরের খুর্জার সোন্দা হাবিবপুর এলাকায. দু'টি দ্রুতগতির বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু এবং চারজন আহত হয়েছেন। নিহতরা খুর্জা এবং সম্ভলের বাসিন্দা, এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন।সোমবার সকালে ডাঃ পঙ্কজ ত্যাগী বলেছেন, একটি দুর্ঘটনার পর ৬ জনকে হাসপাতালে আনা

রাশিফল

মেষঃআপনার পরিবারের সাথে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অনেককিছু জানাবে। নতুন প্রেম কারো কারোর জন্য নিশ্চিত মনে হচ্ছে। মানুষদের সঙ্গে সাক্ষা ভাল ফল দেবে। আজ আপনার জন্য খুব ব্যস্ত হতে পারে।।

বৃষঃ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আরও খারাপ করবে। বিতর্কের সৃষ্টি হবে। জীবনে নানান স্বাদ অনুভব করবেন। বযস্কদের সঙ্গে ঝামেলায. জড়াবেন। ঝুঁকি বা অপ্রত্যাশিত লাভের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থান উন্নত হতে পারে।।

মিথুনঃমেলামেশা করতে সাবধান। নতুন উপার্জনের রাস্তা খুঁজুন। আপনার কাছে অতিরিক্ত সময. আছে। আজ আপনি বা আপনার স্ত্রী আহত হতে পারেন। সফর ইতিবাচক ফল প্রদান করবে।

কর্কটঃআকর্ষণ কাজ করবে। উল্টো মানুষের থেকে দূরে থাকুন। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। তাৎক্ষণিক খরচার খেয়াল রাখুন। যারা ইতিবাচক এবং সহায়ক হবে তাঁদের সঙ্গে বেরন। ।

সিংহঃআপনি আজকে মানসিক শান্তি বোধ করবেন। আজ আপনি আপনার স্ত্রীকে ভুল বুঝতে পারেন। যে অনুভূতিগুলি আপনাকে অনুপ্রাণিত করে সেগুলিকে চিহ্নিত করুন। ভয়, সন্দেহ, রাগ, লোভ ত্যাগ করুন।

কন্যাঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন লাভ হবে। আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান করবে। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। পুরোনো পরিজন এবং সম্পর্কগুলিকে বদল এনে দেবে। ইতিবাচক ফল প্রদান করবে।

তুলাঃআপনার ব্যাটারি রিচার্জ করার জন্য রোজের একঘেঁয়ে জীবন থেকে ছুটি নিতে চাইবেন। এই অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝেমধ্যে দরকার হয়।।

বৃশ্চিকঃআপনার রোজকার কাজের ধরনে, একটুখানি অভিনবত্ব ও নতুনত্ব যোগ করুন। আপনি যে বিশৃংখল ভাবে কাজ করেন, তাতে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা আনতে হবে। নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া শক্তি ও উদ্যম নিয়ে কাজে ডুবে গিয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করুন।।

ধনুঃআজ সারাদিনটাই কাজ সংক্রান্ত মিটিংয়ে কেটে যাবে। সহকর্মীদের পরামর্শ নিয়ে নিজের কাজে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করতে পারেন।

মকরঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ অর্থের আগমন আপনাকে ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন। আপনার সম্পর্ক চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।

কুম্ভঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে অসম্মান করা উচিত নয়। আপনার সম্পর্ককে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করছেন কিছু মানুষ। আনন্দদায়ক মেজাজে থাকবেন।।

মীনঃঅবাঞ্ছিত ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। এবছর, টাকাকড়ি পরিশোধ করতে হবে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দীর্ঘদিন আপনার সম্পর্কের কারণে ঝামেলা চলবে। -- পালাবেন। নিজেকে পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত করে নিন। আজকে যে কোনও সমালোচনাকে গঠনমূলক ভাবে দেখুন। সব মিলিয়ে আজকের দিনে খরচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কিন্তু আর্থিক দিক

আবহাওয়া

ফের গরমের দাপট শুরু হল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, গরমে পিছিয়ে নেই উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিও। আবার দক্ষিণবঙ্গের ৮টি জেলায় ১১-১৪ মে তাপপ্রবাহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রবিবার থেকে পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। চলবে সোমবার পর্যন্ত। ওই জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি থাকবে। আগামী চার দিনের জন্য ওই জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।গরমে পিছিয়ে থাকবে না উত্তরবঙ্গও। আগামী কয়েক দিন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রা ৪-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। শনি ও রবিবার তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। ওই দুই জেলার কোনও কোনও জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির বেশি থাকতে পারে। আগামী কিছু দিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৯ ডিগ্রি লসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। জোয়ার-সকাল ০৯ টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল১০টা ৫০মনিট এবং রাত ১০টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৩মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০৪মনিটে।

এন্টালি মার্কেটে মিসাইল-থিমযুক্ত কেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃ এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই কলকাতার এন্টালি মার্কেটের স্থানীয় বেকারারা ভারতের বিমান-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সম্মান জানিয়ে দুটি বিশেষ থিমযুক্ত কেক তৈরি করেছে। টেস্ট অ্যান্ড বাইট নামের একটি কেকের দোকান সুদর্শন মিসাইল-আকৃতির কেক এবং অপারেশন সিন্দুর-এর আদলে মিসাইল-সজ্জিত কেক বিক্রি করছে, যার দাম প্রায় ৮,০০০ টাকা। দোকানের মালিক জানান, এটি বিক্রির জন্য নয়, বরং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বোদাই নেলপালিশ কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নববারাকপুর,১২ মে ঃ সোমবার সকালে বিলকান্দা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের যুগবেড়িয়া বোদাই পঞ্চায়েতে রোডে একটি নেলপালিশ তৈরির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগে। প্রখর রোদের তাপে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে ছড়াতে থাকে। চারিদিকে কালো ধোয়া। কারখানায় ঢোকার মুখে বাদিকে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে কারখানার কেমিক্যাল আগুন লাগে বলে জানান কর্তব্যরত দারোয়ান। ভিতরে কোন কর্মী ছিল না। কেউ হতাহত হয়নি। কারখানার ভিতরে বহু যন্ত্রপাতি কেমিক্যালস রং শিশি ভস্মীভূত হয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নিউ বারাকপুর, মধ্যমগ্রাম এবং পানিহাটি তিনটি দমকল ইঞ্জিন এবং থানার পুলিশ। হোর্স পাইপে জল ও ফোম দিয়ে প্রায় চার ঘন্টা পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকাল ৭ টা ৪৫ মিনিট। মালিক বাইরে থাকার দরুন দুর্ঘটনার খবর পেয়েই কারখানায় আসেন মালিকের ছেলে জামাই সহ অন্যান্যরা। দমকল সূত্রে খবর বোদাই নেলপালিশ তৈরির কারখানায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তিনটি দমকলের ইঞ্জিন ও কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন । চার পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। বহু কেমিক্যালস রং বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । ভিন্ন জায়গা থেকে আট দশ জন মহিলা কারখানায় রোজে কাজ করেন। মহিলারা সকালে কাজে এসে দেখেন দমকল কর্মীরা আগুন নেভাচ্ছেন। সাত সকালে প্রকাশ্য দিবালোকে রোডের ধারে কারখানার ভিতরে আগুন গ্রামবাসীরা রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন।

ফের দাম বাড়লো পেট্রোল-ডিজেলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃ প্রায় আট মাস পর ফের দাম বাড়লো পেট্রোল-ডিজেলের। সোমবার সকাল থেকে নতুন দাম কার্যকরী হয়েছে। এদিন হাওড়াতেও শহরের বিভিন্ন পাম্পে বর্ধিত দাম দিতে হয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রোলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সভাপতি প্রসেনজিৎ সেন বলেন, অপ্রত্যাশিতভাবে রবিবার রাত থেকে পেট্রোলের দাম ৪০ পয়সা এবং ডিজেলের ২০ পয়সা দাম বেড়ে গিয়েছে। দীর্ঘ ৮ মাস পর তেলের দাম বাড়ল। অপরিশোধিত তেলের বিশ্ব বাজারে দাম কমায় আমরা আশা করেছিলাম তেলের দাম কমবে। খবর নিয়ে জানা গেল অনেক রাজ্যে তেলের দাম বাড়েনি। শুধুমাত্র বাংলায় এবং সারা দেশে বেড়েছে। কেন দাম বেড়েছে সেই ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। দাম বাড়ার কারণে মানুষের উপর চাপ বাড়ল। তবে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলেও ডলারের দাম বেড়েছে। তার উপর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য তেলের দাম বাড়তে পারে বলে মনে হয়।

সাত সকালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটে গেল দুর্ঘটনা, আহত একাধিক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১২ মে ঃ নদীয়ার নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রেল গেট এলাকায় সাত সকালে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ওই ঘটনায় আহত হয় একাধিক ব্যক্তি। জানাযায়, নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে নবদ্বীপ গৌরাঙ্গ সেতু রেলগেট এর কাছে বোলপুর থেকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার পথে একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি সাইকেল ও পরে দাঁড়িয়ে থাকা স্কুটি সহ তিনটি গাড়িতে ধাক্কা মারে ওই প্রাইভেট গাড়িটি। ওই ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের নাম সুনিত রায়(৩৫) ওরফে সুমন বাড়ী নাদনঘাট থানার বৈরাগী পাড়া এলাকায়, কলেজ ছাত্র সূর্য হালদার,(২০) বাড়ী কাঞ্চন তলা সমুদ্রগড়, কৃষ্ণনগরে পড়তে যাওয়ার জন্য বাস ধরবে বলে দাঁড়িয়েছিল। অনিল বিশ্বাস (৪০) নূর আলী শেখ (২৭) জানাযায় ঘাতক ওই প্রাইভেট গাড়িতে তিনজন প্যাসেঞ্জার ছিল। ঘটনার পর আহত ব্যক্তিদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে নবদ্বীপ স্টেট্ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়, একজনের আঘাত কম হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং দুজনকে স্থানান্তরিত করা হয় অন্য জায়গায় এছাড়াও আরো একজন আহত টোটো চালক বাইরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করে নিয়ে চলে যায়। ঘটনার খাবে পেয়ে নবদ্বীপ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

ছাগলে গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে মারামারি,চোখে লঙ্কার গুঁড়ো,জখম ৭

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১২ মে ঃ ছাগলে গাছ খেয়েছিল। সেই নিয়ে সালিশি সভা বসেছিল।সালিশি সভা চলাকালীন দুপক্ষের মধ্যে বেধড়ক মারামারি হয়। পাশাপাশি চোখে লঙ্কার গুঁড়ো মারার অভিযোগ উঠে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে উভয় পক্ষের মোট সাতজন। জখম সাতজনই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গুরুতর জখম হয়েছেন ইয়াজউদ্দিন মালি,সুজাউদ্দিন মালি ও সাহিন মালি,সামসিরোজা মালি,সোরাপ মালি,রেহেনা মালি ও সাজ্জারা মালি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁঘিরার রোনিয়া গ্রামে।ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্তরা একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাগানে একটি জামরুল গাছ খেয়েছিল ছাগল। সেই নিয়ে মালি পরিবারের মধ্যে বচসা হয়। পরে সালিশি সভা বসেছিল। অভিযোগ সেই সময় সোরাপ,সুলতান,আবদুল্লা,হাফিজুল মালিরা ইয়াজউদ্দিন মালি ও সুজাউদ্দিন মালি কে বেধড়ক মারধর করে চোখে লঙ্কার গুঁড়ো মারে। অন্যদিকে সোরাপের অভিযোগ ইয়াজউদ্দিন মালি ও সুজাউদ্দিন মালিরা লোহার রড,লাঠি দিয়ে তাদের পাঁচজন কে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে এমন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছ।য়ে প।ে এলাকায়। অন্যান্য প্রতিবেীরা জখমদের কে উদ্ধার করে। চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনা প্রসঙ্গে একে অপরের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে মালি পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাংলা ও ওপার বাংলার সীমান্তে সম্প্রীতির বার্তা

নদিয়া,১২মেএকদিকে পাকিস্তানের বেয়াদবির পাল্টা জবাব দিচ্ছে ভারত, ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে একের পর এক প্রত্যাঘাত। বর্তমান ভারত ও পাকিস্তানের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে অতিরিক্ত নজরদারি। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার যোগাযোগের একমাত্র পথ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার গেদে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত। এদিন দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখতে এবং বিশেষ সচেতনতা বার্তা নিয়ে দুই দেশের নাগরিকদের সাথে কথা বললেন নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক আশীষ কুমার বিশ্বাস। তার দাবি, পাকিস্তান এবং ভারতের উদ্বেগ জনক পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশের সাথে সৌজন্যতা রেখেছে ভারত সরকার। বেশিরভাগ বাংলাদেশের নাগরিকরা মেডিকেল ভিসা করিয়ে ভারতে আসে চিকিসার জন্য, সব ক্ষেত্রেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ভারত সরকার।

বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো হারভেস্টিং গাড়ি চালকের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১২ মে ঃ বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো হারভেস্টিং গাড়ি চালকের। চালককে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে গুরুতর আহত হলেন খালাসি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি বীরভূমের মল্লারপুর থানার রুকুনপুর গ্রাম সংলগ্ন মাঠে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মল্লারপুর থানার পুলিশ ও রামপুরহাট দমকল বাহিনী। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে আজ দশটা নাগাদ ধান কাটার জন্য একটি হারভেস্টিং গাড়ি রাস্তা থেকে চায় জমিতে নামছিল। সেই সময় মাথার উপরে থাকা ১১ হাজার ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এসে পরে হারভেস্টিং গাড়ির চালকের কেবিন। তাতেই বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে পড়েন চালক। তাকে বাঁচাতে যান খালাসী। তিনিও বিদ্যুৎপিষ্ট হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চালকের। তবে খালাসীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে উদ্ধার করে মল্লারপুর ব্লক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে।

পাট ক্ষেতে বধূকে একা পেয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ গ্রামেরই এক যুবকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ১২ মে ঃ পাট ক্ষেতে বধূকে একা পেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো গ্রামেরি এক যুবকের বিরুদ্ধে। বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বাঁকড়া গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় বাঁকড়া এলাকার ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ৩২ এর গৃহবধূ শনিবার সকালে স্থানীয় একটি বিল বল্লির মাঠে পাট নিংড়াতে গিয়েছিল। সেই সময় পাশের গ্রামের আমিরুল গাজী নামক বছর ৪৩ এর এক ব্যক্তি পেশায় কৃষক ওই গৃহবধূকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর ওই মহিলা বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং সমস্ত ঘটনা সে তার বাবাকে জানালে তার বাবা আজ স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বাড়ি ফিরে অসুস্থ হয়ে পড়লে ওই মহিলাকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা, আমিরুল গাজীর বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

সন্ত্রাসবাদী দমনে আরো সক্রিয় ভূমিকা যদি কেন্দ্র, তাহলে এদিনটা দেখতে হতো নাঃ হাওড়ার শহীদ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মে ঃ পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের জোরদার প্রত্যাঘাত। শুরু হয়েছে অপারেশন সিন্দুর। ভারতীয় সেনার লড়াই এবং সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানাচ্ছে হাওড়ার শহীদ পরিবার। তারা জানিয়েছেন যেভাবে ভারতীয় সেনা যোগ্য জবাব দিচ্ছে তাতে তারা খুশি। তবে পরিবারের আক্ষেপ একটাই পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ডের একমাস আগে ঘরের ছেলেকে হারালেও সেই সময় নড়েচড়ে বসেনি কেন্দ্রীয় সরকার। উত্তর হাওড়ার ডবসন রোডের যুবক বিনয় প্রসাদ(৩৫) কে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়।তিনি আধা সেনাবাহিনী বিএসএফের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডেন্ট পদে ছিলেন। ২০১৯ সালের ১৫ ই জানুয়ারি জম্মুর কাটুয়াতে ডিউটি করে যখন ছাউনিতে ফিরছিলেন সেই সময় অতর্কিতে আক্রমণ করে জঙ্গিরা। আহত অবস্থাতেও তিনি গুলির লড়াই চালিয়ে যান। সেই দিন রাতেই বাড়ির লোকের কাছে ফোন আসে বিনয় আর বেঁচে নেই। বাড়িতে স্ত্রী, মেয়ে, বাবা, মা এবং ভাইয়েরা ভেঙে পড়েন কান্নায়। তার মা শকুন্তলা দেবী আজও ছেলের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে রয়েছেন। ছেলের কথা বলতে শুরু করলেই চোখে জল এসে যায়। তিনি বলেন,

টিভিতে দেখেছি কিভাবে পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের তাদের স্ত্রীর সামনে জঙ্গিরা নৃশংসভাবে খুন করেছে। ওদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেভাবে কেন্দ্রীয় .সরকার অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ঘাঁটি গুলোকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে তাতে আমি খুশি। আতঙ্কবাদ দেশ থেকে নির্মূল হওয়া দরকার। ২০১৯ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি জম্মু কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হানায় নিহত হয় ৪০ জন সিআরপিএফ জওয়ান। যা গোটা দেশকে হতবাক করে দেয়। শহীদের দাদা রাকেশ প্রসাদের আক্ষেপ এই ঘটনার একমাস আগে জম্মুর কাটুয়াতে তার ভাইয়ের মৃত্যুর পর যদি কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিত তাহলে পুলওয়ামা জঙ্গি হামলা হতো না।এমনকি আজকের যুদ্ধ পরিস্থিতি হতো না।তিনি বলেন, তবে এবারে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে তাতে আমরা খুশি। আমরা চাই জঙ্গিদের নিকেশ করা হোক। আতঙ্কবাদ শেষ হোক।বর্তমানে শহীদ বিনয় প্রসাদের স্ত্রী রাজ্য পুলিশে চাকরি করেন। একমাত্র মেয়ের বয়েস মাত্র ৮। মাঝে মাঝে তিনি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। তবে মা প্রতিদিন ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। মনে মনে ভাবেন কবে জঙ্গি মুক্ত হবে দেশ। যাতে তাঁর মতো আর কোন মায়ের কোল খালি না হয়। কারণ সন্তান হারানোর যন্ত্রণা একমাত্র মায়েরাই বোঝেন।

অল ইন্ডিয়া ফকির আলমের উপস্থিতিতে নামাজগড় মাদ্রাসায় মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক হয়ে গেল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১২ মে ঃ মানবাধিকার কমিশন হলো এমন একটি সংস্থা যা মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা ও প্রচারের জন্য কাজ করে। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করে, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করে। এটি মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য সংবিধান বা আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রদত্ত সুরক্ষাগুলি পর্যালোচনা করে এবং সন্ত্রাসবাদের কাজগুলি সহ কারণগুলি, যা মানবাধিকারের উপভোগকে বাধা দেয. এবং উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য আইনের কার্যকর প্রযোগের জন্য ব্যবস্থাগুলির সুপারিশ করে। মানবাধিকার সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক এবং অন্যান্য আইনগত সুরক্ষাগুলি পর্যালোচনা করা এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থার সুপারিশ করা। মানবাধিকার উপভোগে বাধা দেয় এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সহ কারণগুলি পর্যালোচনা করা এবং প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা। মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গবেষণা করা এবং প্রচার করার ওপর এক আলোচনা সভা হয়ে গেল সোমবার । জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী সংস্থা যা মানবাধিকার রক্ষা করে। এটি ভারতীয় নাগরিকদের জন্য একটি ন্যায্য এবং ধার্মিক পরিবেশ তৈরি করতে কাজ করে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের নামাজগড় মাদ্রাসায় দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার প্রেসিডেন্ট মাওঃ সইদুল্লা সাহেব ,ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল রসিদ মন্ডল ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নির্দেশে এবং অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ফকির আলম উপস্থিতিতে মানবাধিকার সংগঠনের নিয়ম কানুন নিয়ে নামাজগড় মাদ্রাসায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ফকির আলম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হযে .এদিন বলেন মানবাধিকার কমিশনের মূল লক্ষ্য হল অসহায় দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো। বিভিন্ন রকমের সুবিধা অসুবিধা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই সংগঠন সদাসর্বদা মানুষের পাশে আছে এবং সর্বদা থাকবে। তিনি বলেন বর্তমানে দেখাযাচ্ছে স্কুলে ভর্তি ফ্রি অধিকের জন্য ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে পারছে না,সে ব্যবস্থা আমরা করে দেব , বিনামূল্যে কোন কেসে লড়তে আমরা সাহায্য করবো। এইরকম একাধিক রকম কাজের সহযোগিতায় করে থাকি। মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে নামাজগড় মাদ্রাসায় বৈঠক উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মানবাধিকার প্রেসিডেন্ট মাওঃ সইদুল্লা সাহেব, ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল রসিদ মন্ডল, সেক্রেটারি আশ্মীরা আখন, আনিছুর রহমান, মহিলা সেক্রেটারি কাশ্মীরা দেওয়ান, কোষাধক্ষ্য করিম মন্ডল,সহ একাধিক ব্যাক্তিবর্গ গন।

দ্বিতীয় হুগলি সেতুর সংস্কার কাজ শুরু জুনে, রাতেই অধিকাংশ মেরামতি, দিনে যান চলাচল বজায় থাকবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতু (বিদ্যাসাগর সেতু) সংস্কারের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কাজ অবশেষে আগামী জুন মাস থেকে শুরু হতে চলেছে। প্রায় চার দশক ধরে টানা ব্যবহৃত এই গুরুত্বপূর্ণ সেতুর অবকাঠামোগত মেরামতির প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরেই বিশেষজ্ঞদের নজরে ছিল। রাজ্য সেতু কর্পোরেশন সূত্রে জানা গেছে, যান চলাচলে যাতে ব। প্রভাব না পড়ে, সে কারণে অধিকাংশ সংস্কার কাজ রাতের বেলাতেই সম্পন্ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, রাত ১১টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত একটি লেন বন্ধ রেখে কাজ চালানো হবে। দিনে, অফিসপাড়া ও অন্যান্য সময়ের ভিড় এড়াতে, সব লেনই খোলা থাকবে বলে পরিকল্পনা। এর ফলে যান চলাচলের বিঘ্ন সীমিত রাখা যাবে বলে প্রশাসনের ধারণা। তবে প্রয়োজনে রাতের বেলা একাধিক লেনও বন্ধ রাখা হতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত বাস্তব পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। রাজ্য সেতু কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানান, সেতুর কিছু অংশে স্টিলের জয়েন্ট গুলিতে ক্ষয় হয়েছে, কিছু কংক্রিটের স্তর দুর্বল হয়ে পড়েছে। এগুলোর সময় মতো মেরামতি না হলে ভবিষ্যতে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সেতু কলকাতা ও হাওড়া শহরের মধ্যে অন্যতম ব্যস্ততম সংযোগকারী পথ। প্রতিদিন গড়ে ৮০ হাজারেরও বেশি গাড়ি এই সেতু দিয়ে যাতায়াত করে। তাই দিনের বেলায় কোনও লেন বন্ধ থাকলে, তা শহরের যান চলাচলে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞরা। সেই কারণেই রাতে কাজ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজের সময়কাল প্রায় ছ'মাস ধরা হয়েছে। সেতুর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধাপে ধাপে সংস্কারের কাজ হবে। মেরামতির পাশাপাশি সেতুর কেল্ল, লাইটিং ও রেলিং ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। প্রয়োজন হলে সেখানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শক্তিশালী করার ভাবনাও রয়েছে। কলকাতা পুলিশ ও হাওড়া ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে একটি রুট প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে। যাতে সংস্কারের সময় যাত্রীদের কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য বিকল্প রুট ও আপডেটেড ট্রাফিক নির্দেশিকাও তৈরি হচ্ছে। বড় ট্রাক ও ভারী যানবাহনের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হতে পারে বলেও জানা গেছে। এদিকে, পরিবহণ দফতর জানিয়েছে, এই কাজ শুরু হওয়ার আগে জনসাধারণকে পর্যাপ্তভাবে অবহিত করা হবে। একাধিক ডিজিটাল সাইনবোর্ড, রেডিও, সোশ্যাল মিডিয়া ও ট্রাফিক আপডেটের মাধ্যমে সকলকে জানানো হবে কোন লেন কখন বন্ধ থাকবে। শহরবাসী ইতিমধ্যেই আশাবাদী যে সময়মতো ও সঠিকভাবে কাজ সম্পন্ন হলে সেতুর আয়ু বাড়বে এবং আগামী দশকগুলিতে নিরাপদে ব্যবহারের উপযোগী থাকবে। তবে তাঁরা চাইছেন, কাজ চলাকালীন প্রশাসন যেন সময়মতো আপডেট দেয় এবং যানজট নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় থাকে।

টাস্কফোর্সের সদস্যরা কলকাতা ও জেলার বাজারে হানা দিয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃ ভারত পাকিস্তান সামরিক উত্তেজনার আবহে কালোবাজারি ও কৃত্রিম মূল্যবৃদ্ধি রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের প্রেক্ষিতে বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্কফোর্সের সদস্যরা আজও কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন বাজারে হানা দিয়েছেন। টাস্কফোর্সের সদস্যরা আজ কলকাতার উল্টোডাঙ্গায় .পাইকারি বাজার পরিদর্শন করেন। শাক, সবজি, চাল ও মাছের বাজার ঘুরে তাঁরা জিনিস পত্রের দাম খতিয়ে দেখেন। কথা বলেন ক্রেতাদের সঙ্গেও। টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য রবীঃদ্রনাথ কোলে বলেন, পাইকারি বাজারে জিনিস পত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে আছে। ক্রেতারাও কেউ কোনও অভিযোগ জানাননি। সাম্প্রতিককালে চালের দাম কিছুটা বেড়েছিল।

দক্ষিণ বঙ্গ জুড়ে চলবে তাপ প্রবাহ, থাকবে গরম ও অস্বস্তি কর পরিবেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃ আজ উত্তরবঙ্গে সব জেলাগুলোতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়ো হাওয়াসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। হওয়ার গতিবেগ কোথাও ৪০ থেকে ৫০ কোথাও ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহারে হাওয়ার গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ থাকবে। জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে আজকের বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, এই কারণে এই তিনটি জেলায় আজ কমলা সতর্কবার্তা দেওয়া আছে বাকি সব জেলাতেই আজ হলুদ সতর্কবার্তা। আজ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে। কয়েকটি জেলা পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। বাদবাকি জেলাতে গরম ও অস্বস্তিকর পরিবেশ বজায় থাকবে আজ। উত্তরবঙ্গের মালদাতেও তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা হাওড়া কলকাতাতেও গরম অস্বস্তি বজায় থাকবে। আগামী কাল ও দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গে এক ই আবহাওয়া। ১৩ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলো বীরভূম পশ্চিম বর্ধমান পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুরের তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা সহ অন্যান্য জেলাগুলোতে গরম অস্বস্তি বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলায় ১৩ তারিখ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বর্ষণ চলবে সাথে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়। তার সাথে মালদা এবং দুই দিনাজপুর এ তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৪ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা বীরভূম পুরুলিয়া বাঁকুড়া পশ্চিম বর্ধমান পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রামে সবকটা জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কতা। কলকাতা সহ বাদবাকি জেলায় গরম অস্বস্তি বজায় থাকবে। এছাড়াও উপকূল এবং পূর্বের জেলাগুলো বিক্ষিপ্ত ভাবে যেমন দুই মেদিনীপুর দুই দিনাজপুর ও ঝাড়গ্রাম দু এক জায়গায় বিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি হতে পারে বিক্ষিপ্ত ভাবে। ১৪ তারিখ উত্তরবঙ্গের মালদায় তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড় বৃষ্টি হবে। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টি হবে। ১৫ তারিখ উত্তরবঙ্গে কোন জেলাতেই তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা নেই তবে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি হবে সবকটা জেলাতেই। জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। ১৫ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলা পুরুলিয়া বাঁকুড়া ঝাড়গ্রাম পশ্চিম মেদিনীপুর পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কবার্তা। কলকাতা সহ বাকি জেলাতে গরম এবং অস্বস্তি বজায় থাকবে।কয়েকটি জেলা যেমন পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম মুর্শিদাবাদ পূর্ব বর্ধমান নদীয়া দুই চব্বিশ পরগনা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

কোদালিয়াতে স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মে ঃ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে কোদালিয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রিয়নগর দক্ষিণ এলাকায়। কাজে গিয়েছিলেন স্ত্রী। সেখান থেকে তাঁকে ডেকে এনেছিলেন স্বামী। ঘরে আসতেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর উপর। এরপর স্ত্রীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম ঝর্ণা ঘোষ (৫৮)। অভিযুক্ত স্বামী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তাঁর নাম উজ্জ্বল শীল (৬৫)। ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ঝর্ণা দেবী। পেশায় তিনি একজন আয়া হিসেবে কাজ করতেন। সেই উপার্জনেই সংসার চালাতেন। বাড়ির মালিক জানান, রাতে হঠাৎ উজ্জ্বল শীলের শরীর খারাপ হলে তিনি বিষয়টি জানিয়ে দেন ঝর্ণা দেবীকে। কাজ থেকে ফিরে তিনি স্বামীর খোঁজ নিতে ঘরে ঢোকেন। অভিযোগ, উজ্জ্বল তখনই ধারাল অস্ত্র নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকেন বলে দাবি। রক্তাক্ত অবস্থায় ঝর্ণা দেবী তার প্রথম পক্ষের ছেলেকে ফোনে বলেন, আমাকে কুপিয়ে দিল। এরপরই পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে এসে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পান। সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশে খবর দেন। চুঁচুড়া থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঝর্ণা দেবীকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করেছে। এলাকাটি ঘিরে রেখে তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম আতঙ্ক ও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রতিবেশীদের অনেকে বলেন, এত নৃশংসভাবে কেউ তার স্ত্রীকে খুন করতে পারে, সেটা ভাবতেই পারছি না।

খানাকুলে বিদ্যুৎ দফতরের গাড়ি আটকে রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভ

আরামবাগ, ১২ মে ঃ বেহাল বিদ্যুৎ পরিষেবা,তীব্র গরমে চরম নাজেহাল হয়ে এবার বিদ্যুৎ দফতরের গাড়ি আটকে রাস্তা অবরোধ করে ব্যাপক বিক্ষোভ খানাকুলের হেলান এলাকায়। রবিবার সকাল থেকেই খানাকুল দিগরুইঘাট রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে স্থানীয় গ্রামবাসীরা,বিক্ষোভে সামিল মহিলারাও। ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবী,এই তীব্র গরমের মধ্যে দিনের অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ পরিষেবা মেলে না,,গত ২দিন সম্পুর্ণ বন্ধ বিদ্যু। বিদ্যু না থাকায় পানীয় জলের সমস্যাও চরমে উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের আরো দাবী,এই সমস্যা গত প্রায় ৩বছর ধরেই চলে আসছে। প্রশাসনকে বার বার জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। তাই এদিন এলাকায় খানাকুল বিদ্যুৎ দপ্তরের গাড়ি এলাকায় গেলে তা আটকে দিয়ে রাস্তায় নেমে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে বিক্ষোভকারীরা। ঘটনার জেরে এই মুহুর্তে অবরুদ্ধ খানাকুল দিগরুইঘাট রাস্তা। ঘটনাস্থলে পৌছেছে খানাকুল পুলিশ।

হগ মার্কেটে 'মেরা ভারত মহান' থিমের বিশেষ শাড়ি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১২ মে ঃদেশপ্রেমের এক অনন্য নিদর্শন হিসেবে কলকাতার হগ মার্কেটের জি-২১ শাড়ির দোকানে একটি লিমিটেড এডিশন গোলাপি শাড়ি প্রদর্শিত হচ্ছে। এই শাড়িতে জলরঙের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাজমহল, হাতি, সিতার এবং ভারতের বিভিন্ন স্থাপত্যিক নিদর্শন। এছাড়াও শাড়িতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে অশোক স্তম্ভ এবং একাধিক ভাষায় লেখা মেরা ভারত মহান স্লোগান। প্রদর্শনীতে অপারেশন সিন্দুরের স্টিকার এবং একটি ছোট সিন্দুরের পাত্রও রাখা হয়েছে, যা সাম্প্রতিক সেনা

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে জন্মদিনে বৃক্ষ রোপন

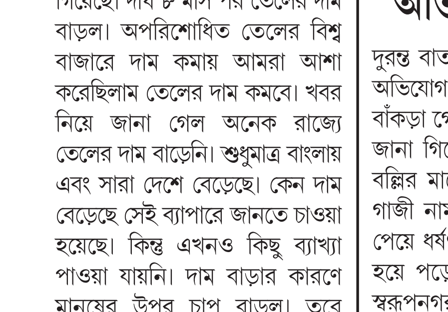

অভিজিৎ হাজরা, উলুবেড়িয়া, ঃ শুভ জন্মদিনে ফলের গাছ রোপণ করলো - আরাধ্যা সাঁতরা,পিতা - প্রলয় সাঁতরা,বাড়ি - খড়িয়া ,পোস্ট - ময়নাপুর ,উলুবেড়িয়া হাওড়া। বর্তমানে গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে চারিদিক ফুটিফাটা অবস্থা, পরিবেশে পশু পাখিদের খাবারের ফলের গাছের অভাব। যার ফলে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা কারী বিভিন্ন পাখি আর দেখা যাচ্ছে না। তাই পশু পাখিদের খাবারের যোগান দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আরাধ্যার জন্ম দিনে আরাধ্যা নিজেই একটি আঙ্গুর ফলের গাছ রোপণ করে। আরাধ্যার পরিবারের এই উদ্যোগে উপস্থিত ছিল পরিবার পরিজন ,আত্মীয় স্বজন ও বিশিষ্ট পরিবেশ শিক্ষক রাজদূত সামন্ত। রাজদূত সামন্ত আরাধ্যার পরিবারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ রাখা হচ্ছে

বিধানসভা ভিত্তিক বিজেপি-র মিছিল কর্মসূচি স্থগিত

কলকাতা, ১২ মে ঃ 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কুর্নিশ জানাতে বিধানসভা ভিত্তিক মিছিল কর্মসূচি স্থির করেছিল গেরুয়া শিবির। কিন্তু আচমকাই সব স্থগিত করা হল। রাজ্য বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, সেনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বিধানসভা ভিত্তিক মিছিল আপাতত বন্ধ। দলের সামাজিক মাধ্যম গ্রুপে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপাতত রাজনৈতিক কর্মসূচি বন্ধ রাখা হচ্ছে। গরমের জন্য মুর্শিদাবাদে বাইক মিছিল বাতিল করা হয়েছে। দলের তরফে বক্তব্য, যুদ্ধ বন্ধ হলেও পরিস্থিতি এখনও উত্তপ্ত। তাই এখনই কোনও রাজনৈতিক প্রচার নয়। এমনকি সেনাদের কোনও অভিনন্দন জ্ঞাপনও নয়। দলের পুরনো এক রাজ্য নেতার কথায়, যুদ্ধ করে আমরা কী পেলাম? পহেল গাঁওয়ে জঙ্গিরা ধরা পড়েনি। পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখলে আসেনি।

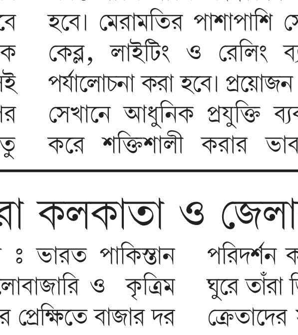

তার মধ্যে নিজের দেশের বিষয়ে আমেরিকার হস্তক্ষেপ করল। তা নিয়ে বিজেপি-র কোনও বক্তব্য নেই। মানুষ বিভ্রান্ত। তাই কী করে এই অবস্থায় মিছিল হবে? সোমবার দলের এক রাজ্য নেতা সংবাদমাধ্যমে বলেন, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি হলেও পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। তাই এখনই কোনও রাজনৈতিক প্রচার নয়, সেনাকে অভিনন্দন জানাতেও কোনও কর্মসূচি নয়। তাতে ভুল বার্তা যেতে পারে দেশবাসীর কাছে। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ ৯ জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে, ১০০ জঙ্গি নিকেশ করা হয়েছে। ভারতের আক্রমণে পাকিস্তানের বেশ কিছু এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এবং মিলিটারি বেস বিধ্বস্ত। এ ছাড়াও, মৃত্যু হয়েছে ৩০-৩৫ পাক সেনার। 'অপারেশন সিঁদুর' পরবর্তী প্রায় প্রতি রাতে লাগাতার ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় পাকিস্তান। এর পর ১০ মে দুপুর ৩.৩৫-এ হটলাইনে পাকিস্তানের ডিজিএমও যোগাযোগ করেন ভারতের ডিজিএমও-র সঙ্গে। দু'পক্ষের তরফেই সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা লঙ্ঘন করে পাকিস্তান।

গ্রামীণ হাওড়ায় দুটি গাড়ি থেকে ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১২ মে ঃ রবিবার রাতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে গ্রামীণ হাওড়া থেকে ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করলো পুলিশ। সোমবার হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে এই বিষয়ে। জানানো হয়েছে, ১১ মে রাত ৯টা থেকে জেলা জুড়ে হঠাৎ করে নাকা চেকিং অভিযান শুরু হয়। সেই অনুযায়ী হাওড়া রুরাল ট্রাফিক বিভাগ এবং রাজাপুর থানার অফিসারদের যৌথ উদ্যোগে পাঁচলা বউরিয়া মোড়ে একটি নাকা পয়েন্ট স্থাপন করা হয়। অভিযান চলাকালীন, একটি টয়োটা ফর্চুনার এবং একটি মাহিন্দ্রা থার গাড়িকে আটক করা হয়। তল্লাশির সময় গাড়ি দুটির ভিতর থেকে মোট ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে ৪ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সমীরঞ্জন নায়েক (২৮ বছর),পিতা - প্রফুল্ল নায়েক গ্রাম - বাগমারী, ডাকঘর - পুঙ্গারিশি, থানা - বাগমারী, জেলা - খোরদা, ওড়িশা। ২. সন্তোষ নায়েক (৩৫ বছর), পিতা - সদাশিব নায়েক গ্রাম - দয়াপুর, থানা - খোরদা, জেলা - খোরদা, ওড়িশা। ৩. সরোজ মহানা (৩৭ বছর),পিতা - গুরুবারি মহানা,গ্রাম - দামনা, ডাকঘর ও থানা - চন্দ্রশেখরপুর, জেলা - খোরদা, ওড়িশায।৪. সৌম্য রঞ্জন সাহু (৩০ বছর) পিতা - সুকান্ত সাহু,গ্রাম - দামনা, ডাকঘর ও থানা - চন্দ্রশেখরপুর, জেলা - খোরদা, ওড়িশা। ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের তরফে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ১৬২ সংখ্যা মঙ্গলবার ২৯ বৈশাখ ১৪৩২

অভিনেতা উৎপল দত্ত

ভারতীয় নাটকে প্রথমবারের জন্য স্টেজে এসেছিলেন শ্রমিকরা এবং নায়কের ভূমিকায়, নতুন করে বলার দরকার হয় না নাটকের নাম উৎপল দত্তের ‘অঙ্গার’। রবিশংকরের আবহসঙ্গীত নাটকে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল, সঙ্গে তাপস সেনের আলো প্রতি সন্ধ্যে গান করে যেতেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, সেজন্য তিনি কোনও পারিশ্রমিক নিতেন না,উৎপল, শোভারা সম্ভব হলে কখনও কিছু যাতায়াতের ভাড়া দিতেন। সেই সময় ধানবাদের কয়লাখনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। বহু শ্রমিক মারা গিয়েছিলেন, খবর পেয়েই কয়লাখনিতে ছুটে গিয়েছিলেন উৎপল দত্ত,সেই নিয়েই তিনি‘অঙ্গার’নাটকটি লেখেন। টিম ওয়ার্ক আদপে কি বস্তু বুঝিয়ে দিয়েছিল ‘অঙ্গার’-এর অসমান্য সাফল্য। মিনার্ভা থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক উৎপল দত্তর রচনায় ও পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় ‘অঙ্গার’ নাটক। নাটকে তুলে ধরা হয়েছিল ভারতের কয়লাখনি শ্রমিকদের প্রতি শোষণের কাহিনী এবং অন্ধকার খনিগর্ভের মধ্যে জলবন্দী হয়ে আটকে থাকা কয়েকজন শ্রমিকের ভয়াবহ বিভীষিকাময় দিনের ঘটনা। নিজের সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলতেন আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনো আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট তাঁর কাছে নাটক ছিল প্রতিবাদের ভাষা। হাতিয়ার হিসেবে তিনি নাটককে ব্যবহার করতেন। ‘কল্লোল’ এক কালজয়ী নাটক,জন্ম দেয় গণ আন্দোলনের নিষিদ্ধ হয় কল্লোল নাটক। ১৯৬৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন গ্রেফতার করা হলো উৎপল দত্তকে। জেল খাটলেন অনেকদিন নাটকটি অমর হয়ে রয়েছে গণমানুষের নাটক হয়ে, সাথে সাথে অমরত্ব দিয়েছে মহান নাট্যকার উৎপল দত্তকেও। নাটকের দৃশ্যে উনি মঞ্চে ঢুকেই নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলতেন, ‘নামগুলো পড়োখোকা নামগুলো পড়ো’। নামগুলো পড়া হত। কল্লোল’র জন্য উৎপল দত্তকে জেলে ভরে দিয়ে শাসক ভেবেছিল নাটক বন্ধ করা যাবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী উৎপলের মুক্তি চেয়ে বিবৃতি দেন। শ্লোগান উঠেছিল ‘কল্লোল চলছে, চলবে’। ভারতবর্ষ শুধু নয় নাটকের কথা, পৌঁছে গিয়েছিল বিদেশেও। মিনার্ভা ততদিনে ছেড়ে দিয়েছেন কিংবদন্তি অভিনেতা,নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত। শুরু হয়েছে নতুন সংগ্রাম ।১৯৭০-৭১ সাল থেকে মিনার্ভার বাইরে উৎপল দত্ত,শোভা সেনরা নাটক করছেন, গড়ে তোলেন ‘বিবেক নাট্যসমাজ’। ১৯৭১ সালে রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হয় তাঁর প্রথম নাটক ‘টিনের তলোয়ার’। এর পর ‘ব্যারিকেড’, ‘টোটা’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, অসম্ভব হিট হয় ‘টিনের তলোয়ার’। অসাধারণ একটি নাটক বললে অনেক কমই বলা হয়, ঠিক যেমন উৎপল দত্ত সম্পর্কে যত বলা হোক মনে হয় কম হয়ে যায়। মাঝে গণনাট্য সংঘেও যোগ দেন উৎপল। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে বেরিয়ে আসেন কয়েক মাস পরেই। যদিও উৎপল দত্তদের মিনার্ভা থিয়েটার লিজ নেওয়ার নেপথ্যের গল্প আদপে উৎসাহী কিছু তাজা ছেলে -মেয়েদের জেদ,যারা ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতি না বুঝে শুধুমাত্র নাটক ভালবেসেছে।তাদের একটাই জেদ রাস্তার কলের জল আর চিনাবাদাম খেয়ে নাটক করতে হলেও করবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাদম্বরীদেবী মারা যাওয়ার পর স্বজনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘তাঁকে ভালোবাসি’। ১৯০৮ সালের মে মাস! এক ঊনষাট বছরের পুরুষ ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় আনমনে লিখে রাখছেন কিছু শব্দের কোলাজ। ‘আজ আমার জন্মদিন; ৫৯ বৎসরে পদার্পণ করলুম; মেজো বৌঠানের কাছে ধুতি-চাদর-রুমাল ও পাঞ্জাবী পেলাম; মেজদাদা একটা বই দিয়েছেন; বৈকালে কোলদের নাচ হল; পানিবাবু; নরেন ডাক্তার এসেছিলেন;’ জন্মদিনে এইটুকু পাওয়া? এইটুকু মাত্র স্বীকৃতি হয়তো প্রাপ্য ছিল না মানুষটার। ওই ডায়েরির পাতা থেকে জানা যায়, ডায়েরি লেখকের লেখা ‘কিঞ্চিৎ জলযোগ’ নাটকটিও নাকি অভিনয় করা হয়েছিল সেদিন। অনেকেই এইবার অনুমান করে নিয়েছেন, কার কথা বলছি। এই উদাসী শব্দগুলি যিনি লিখেছিলেন, তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির অত্যন্ত প্রতিভাবান এক সদস্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সারদা সুন্দরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন তিনি। রূপে, গুণে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় সেই আমলের প্রতিভাবান তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিকে নাটক লিখছেন, অন্যদিকে অনুবাদ করছেন অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায়। ‘সরোজিনী’, ‘অলীকবাবু’; এই নাটক দুটি অত্যন্ত সাড়া ফেলেছিল তখনকার নাট্যমহলে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে অদ্ভুতনাট্যের ধারা তিনিই নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বহুভাষাবিদ ছিলেন। গান লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন, জমিদারি পরিচালনা করেছেন, স্বদেশি স্টিমারের প্রচলন করেছেন। ঠাকুরবাড়ির হিন্দুমেলা, স্বদেশী সভা, ভারতী পত্রিকা, তাঁতের কাপড় কল প্রতিষ্ঠা, শিকার ও বন্দুক চালনা শেখানো, সর্বজনীন পোশাকের প্রচলন; সব তাঁর উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসভার সম্পাদকও ছিলেন তিনি। সেতার, পিয়ানো, ভায়োলিন, হারমোনিয়াম বাজাতেন অনায়াসে। বীণাবাদিনী নামে একটি সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তাঁর আঁকা ছবি দেখে রোটেনস্টাইন মুগ্ধ হয়েছিলেন। বর্তমানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা অনেক ছবি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত আছে। লালন ফকিরের একমাত্র ছবিটি তাঁরই আঁকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নীলচাষ করে অর্থ উপার্জন করেছিলেন একসময়। খুলনা ও বরিশালের ভিতর দিয়ে স্টিমার চলার প্রয়োজনে স্টিমারের শেল কিনেছিলেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা মধ্যে দিয়ে নারী জাগরণের কথা বেশি করে ভাবতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মা শ্যামা হচ্ছেন আসল মা। তিনি সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। মা সারদা শক্তি এবং ভক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে অভয় দান করেন। তিনি বললেন, মহিলারা হচ্ছেন ভারতের আদর্শ। তারা হচ্ছেন জাতির মেরুদণ্ড। নারীরাই দেশকে পরিচালনা করে। আজকের বিশ্বে নারীরা সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। নারীরা না থাকলে জাতির জাগরণতৈরি হয় না। নারীরা হচ্ছে প্রেরণাদায়ী। তাঁরা পুরুষ জাতিতে প্রেরণা নামক শক্তি দিয়ে থাকেন।

সাধক রামপ্রসাদ

সাধক রামপ্রসাদ মনে মনে ভক্তিভরে গান লিখতেন এবং সুর দিয়ে গান রচনা করতেন। তাঁর প্রতিটি গানের সঙ্গে মায়ের নাম জড়িয়ে থাকতো। মা কালী কোনও সময়ে তাঁর কাছে কন্যার মতো। আবার কোনও সময়ে তাঁর কাছে মা কালী হচ্ছেন মায়ের মতো। আবার কোনও কোনও সময়ে মা কালী হচ্ছে গ্রামের বালিকার মতো চঞ্চলা। তিনি মায়ের মতো করে মা কালীকে ভক্তি করতেন। আবার কোনও কোনও গানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তিনি মা কালীকে নিজের কন্যার মতো ভক্তি দিয়ে ডাকতে শুরু করে দিয়েছেন। মা কালীব ভড় ভক্ত ছিলেন ঠাকুর রামপ্রসাদ। তিনি মায়ের নাম করে গান গাইতেন একালা বসে। তারা গান শুনতে সেই সময়ে বহু দূর দূরান্ত থেকে লোক আসতো। মায়র শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে রামপ্রসাদ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর গানকে সবাই বলে রামপ্রসাদী গান। রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত। রামপ্রসাদী শ্যামা সঙ্গীত বাংলাতে জনপ্রিয় হয়েছে। তার একটি মাত্র কাররণ হচ্ছে এই গানগুলিতে মাকে আপনজন বলে ভাবা হয়েছে। ঘরের কন্যা তিনি।

বাংলার নবজারগণকালে রাজা রামমোহন রায় দেখালেন, সংস্কার মুক্ত মন তৈরি করে দেশের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কীভাবে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া সম্ভব

বিশেষ প্রতিবেদক

রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের সাথে পরিচিত পাঠক -পাঠিকা মাত্রেই অবগত রয়েছেন যে, তিনি নিজে একজন ভূস্বামী ছিলেন এবং জমিদারি থেকে ও কোম্পানির দেওয়ানি ও তেজারতি কারবার করে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন, সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বিলাসে-ব্যসনে তিনি নিজের জীবনযাপন করেছিলেন; আবার

একইসাথে অন্যদিকে কোম্পানির শিক্ষিত সাহেব ও অন্যান্য ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে ইউরোপের বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ সাহিত্যগুলি অধ্যয়ন করে তিনি গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ, তাঁর জীবনযাত্রায় সামন্ততান্ত্রিকতা ও চিন্তাধারায় বুর্জোয়া ভাবধারা;এই উভয় উপাদানই সমানভাবে সক্রিয় থাকবার ফলে, একদিকে তিনি জীবনবিরোধী ধর্মীয় চিন্তাধারা ও বিভিন্ন সামাজিক কুপ্রথা -কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যেমন ধর্মীয় শোষণকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান শক্তি সংগ্রামী কৃষক-শ্রেণীর পাশে না দাঁড়িয়ে সামন্তশ্রেণীর স্বার্থ-রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই নিজের প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে সমাজ-বিপ্লবে পরিণত করবার জন্য সেকালের প্রধান সামাজিক শক্তি কৃষকশ্রেণীর কাছে তিনি কোনো আহবান জানাননি। কিন্তু ইউরোপের শিল্প-বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত-শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলবার জন্য কৃষক -সাধারণের কাছে আহবান জানিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের শিল্প-বিপ্লবের এই ইতিহাস জানা সত্ত্বেও রামমোহন রায় শ্রেণীস্বার্থের জন্যই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক-সংগ্রামকে সমর্থন করেননি। অতীতের অনেকের মতে, আদতে রামমোহন রায় একজন ফিউডাল -বুর্জোয়া ছিলেন বলেই তাঁর কর্মজীবন এধরণের স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ ছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে বিনয়কৃষ্ণ দত্ত বলেছিলেন; তাঁর ধীশক্তি, তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রশংসা করেও একথা এখন বলার দরকার হয়েছে যে, তিনিই প্রথম দুই-জীবন দুই-কথার প্রবর্তক বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী।

আঠারো-ঊনিশ শতকের বাংলার নারীরা সামন্ত-শোষণের অন্যতম শিকার ছিলেন। বর্তমানে প্রায় সকলেই একথা জ্ঞাত রয়েছেন যে, সেকালের পুরুষ-শাসিত সামন্ত -সমাজে বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা গড়ে উঠেছিল। তাই তখনকার সমাজ-পীড়কদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হেনে রামমোহন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করে যেমন পুস্তিকা রচনা করে ছিলেন, তেমনি আবার তিনি; বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন না। বিধবাবিবাহ প্রসঙ্গে রামমোহন তাঁর ‘পথ্যপ্রদান’ পুস্তিকায় লিখেছিলেন,বিধবার বিবাহ তাবৎ সম্প্রদায়ে অব্যবহার্য হইয়াছে সুতরাং সদ্ব্যবহার করাইতে পারে না কিন্তু বিহিত মদ্যপান ও বৈধ হিংসা সল্লোকেদের মধ্যে অনেকের ব্যবহার্য অতএব তত্তৎপক্ষে যে সর্ব্বথা সদাচার ও সদ্ব্যবহারে গণিত হইয়াছে। অর্থাৎ, রামমোহনের মতে, বিধবাবিবাহ লোকাচারসম্মত ছিল না, সুতরাং সেটা সদাচারও ছিল না; এবং সেই কারণেই তিনি বিধবাবিবাহকে সমাজে প্রচলিত হওয়ার ক্ষেত্রে বাঞ্চনীয় বলে স্বীকার করেননি। কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মদ-মাংস খাওয়া তাঁর চোখে সদাচার ছিল! সতীদাহ প্রথাকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সামন্ত-পীড়নের বিরলতম উদাহরণ বলা যেতে পারে। এই নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের আগে থেকেই বাংলায় যে আন্দোলন চলছিল, তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং সেই প্রথাকে উচ্ছেদ করবার বিষয়ে প্রধান ভূমিকা নিয়ে রামমোহন তাঁর অসম-সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটানোর জন্য তিনি সেকালের সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, দুই খণ্ডে ‘সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ’ নামের দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন, এবং তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটানোর দাবি জানিয়ে গণ-দরখাস্ত পেশ করেছিলেন। কিন্তু আইনের মাধ্যমে সতীদাহ -নিষিদ্ধকরণ করা সম্পর্কে লর্ড বেন্টিঙ্ক যখন রামমোহনের নিজস্ব অভিমত জানতে চেয়েছিলেন, রামমোহন তখন আইনের মাধ্যমে এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। কারণ রামমোহন অবিলম্বে (এই প্রথা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এছাড়া তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরব হলেও সমকালের কলকাতার গোলাম-ব্যবসা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, অথচ সেই গোলামদের অধিকাংশই কিন্তু বাংলারই কৃষক ঘরের সন্তান ছিলেন।

একেশ্বরবাদী রামমোহনের ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রেও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি বেদান্ত-বর্ণিত মায়াবাদকে অবলম্বন করেই ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা প্রতিপাদনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মান্ডুক্যোপনিষৎ-ব্যাখ্যাকালে বেদান্তের শাঙ্করভাষ্যকে গ্রহণ করে ব্রহ্মতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, স্বপ্নেতে যে সকল বস্তুকে দেখ এবং তৎকালে তাহাতে যে নিশ্চয় কর আর জাগরণেতে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ দেখ ও তাহাতে যে নিশ্চয় করিতেছ এ দুই নিশ্চয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই কিন্তু স্বপ্নের জগৎকে স্বপ্নভঙ্গ হইলে মিথ্যা করিয়া জান এবং বিশ্বাস হয় যে বাস্তবিক মিথ্যা বস্তু কোনো সত্যের আশ্রয়েতে সত্যের ন্যায় দেখা দিয়াছিল সেইরূপ যথার্থ জ্ঞানের উদয় হইলে এই জাগরণের জগৎ যাহাকে এখন সত্য করিয়া জানিতেছ ইহাকেও মিথ্যা করিয়া জানিবে এবং বিশ্বাস হইবেক যে সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার আশ্রয়েতে মিথ্যা জগৎ সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল।

কিন্তু এই রামমোহনই আবার কোম্পানি সরকারের কাছে বাংলায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবি জানাতে গিয়ে বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন,আধ্যাত্মিক জ্ঞান শিক্ষাগ্রহণকারী বা সমাজ কারো কোনও ব্যবহারিক কাজে আসবে না। তখন বৈদান্তিক তত্ত্বকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করে তিনি আরো বলেছিলেন,বৈদান্তিক তত্ত্ব তাঁদেরকে সমাজের উপযুক্ত সদস্য করে গড়ে তুলতেও সাহায্য করবে না। কারণ বেদান্ত শিক্ষা দেয় যে, দৃশ্যমান বস্তুর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই; পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব নেই। সুতরাং তাঁদের প্রতি স্নেহমমতারও কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের কাছ থেকে ও সংসার থেকে আমরা যত তাড়াতাড়ি পালাতে পারি ততই মঙ্গল।

রামমোহনের ধর্মভাবনার মধ্যে এধরণের সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করেই অতীতে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন, আমি এখানে রামমোহনের মধ্যে যে স্ববিরোধ যে-অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে সমন্বয় করিবার কোন পথ পাইতেছি না।

সেকালের হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কেও রামমোহনের কথায় ও কাজের মধ্যে পার্থক্যকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না। রামমোহন;জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে জাতিভেদ প্রথাকে বাধাস্বরূপ বলে মনে করতেন। এপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, জাতিভেদ প্রথা তাঁদের মধ্যে যে অসংখ্য বিভাগ-উপবিভাগ সৃষ্টি করেছে তার ফলে তাঁরা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা থেকে বঞ্চিত, এবং অগণিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও বিশুদ্ধতার নিয়মকানুন যেকোনো কঠিন কাজের পক্ষে তাঁদেরকে অক্ষম করে রেখেছে। কিন্তু রামমোহন;সেকালের বাংলার হিন্দুসমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে কোনো ধরণের আন্দোলন করেননি; যদিও সেই সময়কার কতগুলি বিষাক্ত সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে,সহজ সত্যটি হল যে, হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক প্রথাগুলির কোনো ধরণের পরিবর্তনের প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন।

তাই ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, রামমোহন তাঁর সারাজীবন ধরে সেসময়ে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার নিয়মাবলীগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পালন করে গিয়েছিলেন, তিনি নিজের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ পাচককে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং আমৃত্যু উপবীত ধারণ করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে রামমোহনের অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিঃ অ্যাডাম লিখেছিলেন,আহার ও পান সম্পর্কিত যে সমস্ত নিয়ম কানুন বর্তমানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলি পালন করা প্রয়োজনীয় বলে তিনি মনে করতেন। তিনি সেই সমস্ত খাদ্য আহার করতেন না যেগুলি ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ; তিনি অহিন্দুদের সঙ্গে কিংবা অন্য জাতের অথবা অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একত্রে আহার করতেন না।

রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ক চিন্তাধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অতীতে বিনয় ঘোষ মন্তব্য করেছিলেন,শ্রেষ্ঠ জীব বলে দেবতাদের অস্তিত্ব রামমোহন স্বীকার করেছেন, ব্রহ্মের অবতার স্বীকার না করলেও রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধকে অবতার বলে মেনেছেন। পুরাণতন্ত্রাদি জাতিভেদ দেশাচার ইত্যাদি তিনি একেবারে বর্জন করতে পারেননি। বেকনের চার শ্রেণীর ‘ইডল’,এর বিরুদ্ধে রামমোহন অভিযান করেছিলেন সত্য, কিন্তু কুসংস্কারের সমস্ত মানস-প্রতিমা ও প্রেতাত্মাগুলিকে তিনি ধ্বংস করতে পারেননি।

তবে শুধুমাত্র ধর্ম ও সমাজ-বিষয়ে নয়, সেকালের বাংলার রায়ত -জমিদারদের প্রশ্নেও রাজা রামমোহনের বক্তব্যের মধ্যে উদারনৈতিক চেতনার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে পোষণ করবার জন্য একদিকে তিনি যেমন বাংলার উৎপীড়িত কৃষকদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি নিজে ভূস্বামী হওয়ার জন্য জমিদারদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি প্রকাশিত হয়েছিল। বৃটিশ পার্লামেন্টারী সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত বাংলার ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত ৫৪টি প্রশ্নের যে উত্তর, এবং এবিষয়ে যে স্মারকলিপি রামমোহন সরকারের কাছে জমা দিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে এই স্ববিরোধিতা পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়। শ্রেণীগত পরিচয়ের দিক থেকে রামমোহন রায় একজন ফিউডাল-বুর্জোয়া ছিলেন। তাঁর জমিদারি-স্বার্থ সেকালের ভূস্বামী শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই বাংলার বুকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধিতা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই বন্দোবস্তকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তিনি রায়ত-প্রজাদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে চিন্তা করেছিলেন। রামমোহন সামন্ত তন্ত্র-ধ্বংসকারী ফরাসি বিপ্লবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিচয় দিলেও ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে কখনো উদ্বুদ্ধ হতে পারেননি, এবং স্বদেশের কৃষকদের ভূস্বামী-বিরোধী সংগ্রামকে কোনোভাবেই সাহায্য করেননি। পক্ষান্তরে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে তিনি তাঁর সময়কার ভারতের সামন্ত-নরপতি দিল্লীর মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় আকবর শাহের বার্ষিক বৃত্তি বৃদ্ধি করবার জন্য আবেদন করেছিলেন, এবং গণতান্ত্রিক চেতনার অধিকারী হওয়া হত্ত্বেও তিনি মুঘল বাদশাহ -প্রদত্ত ‘রাজা’ খেতাবটি গ্রহণ করতেও দ্বিধান্বিত হননি। এমনকি ‘বাদশাহের দূত’ হয়ে ইংল্যাণ্ডে যান। তিনি অগৌরবের বিষয় মনে করেননি; সেই কারণেই বিলাতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “His Majesty the Emperor of Delhi had likewise commissioned me.”

স্পেনদেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সংবাদে উল্লসিত হয়ে রামমোহন কলকাতার টাউন হলে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, ইতালির গণবিপ্লবের পরাজয়ের সংবাদে হতাশায় ভেঙে পড়ে শয্যাগ্রহণ করেছিলেন, এবং নিজের ভাঙা পা নিয়েও অন্য জাহাজে গিয়ে ফরাসি বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই রামমোহনই আবার কখনো ভারতে বৃটিশ-শাসন ও শোষণের বিরোধিতা করেননি, কিংবা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেননি। বাস্তবিকপক্ষে দেশের স্বাধীনতার প্রতি রাম মোহনের অনুরাগ;ভারতস্থিত বৃটিশ-শাসনের কাছে আত্মসমর্পণের নামান্তর মাত্র ছিল। রামমোহন তাঁর এই মনোভাবকে ভিকটর জ্যাক মন্টের কাছে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জ্যাকমন্টকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, দেশের স্বাধীনতার প্রতি জলন্ত অনুরাগ কি কোন অসার কল্পনা নয়? এরপরে ভারতবর্ষ-প্রসঙ্গে তিনি বলে ছিলেন;বিজয়ী যদি বিজিতের চেয়ে অধিকতর সভ্য হয় সেক্ষেত্রে বিজয়ী-শাসনকে খারাপ বলা চলে না; কারণ বিজয়ীরা বিজিতদের অধিকতর সভ্য করে তোলবার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন। রামনমোহন মনে করতেন যে, ভারতবর্ষের আরো কিছুকাল বৃটিশ শাসনাধীনে থাকবার দরকার রয়েছে, যাতে ভারতবর্ষ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আরো কিছু লাভ করতে পারে। ইংরেজ-সরকারের প্রতি অবিচল আনুগত্য ও অসীম আস্থা প্রকাশ করে রাজা ও তাঁর অনুরাগীরা মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁদের স্বার্থ ভারতবর্ষে বৃটিশ-শাসনের ন্যায় চিরস্থায়ী হবে। কিন্তু ভারতে যদি বৃটিশ শাসন চিরস্থায়ী না হয়, যদি ভারতের জনসাধারণ দাসত্ব-শৃঙ্খল ভেঙে ফেলেন, তাহলে ইংরেজ-প্রভুদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে, ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ বৃটিশ -অধীনতা থেকে মুক্ত হলেও সেটা দুটি খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী দেশের (অর্থাৎ; বৃটেন ও ভারতের) মধ্যে হবে এবং তাতে বিশেষ সুবিধাজনক বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাই তিনি বাংলার বুকে নীলকর দানবদের প্রশংসাপত্র দিয়ে সংগ্রামকে ‘সংস্কারবদ্ধ মনের অদূরদর্শী আস্ফালন’। লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী (বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক।)

ভারতের রসায়নবিদ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কৃষি সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন

বিশেষ প্রতিবেদক

রসায়নবিদ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সিবিই, এফআরএসসি, রসায়ন বিজ্ঞানের কলয়েড বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বাঙালি রসায়নবিদ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ব্রিটিশ

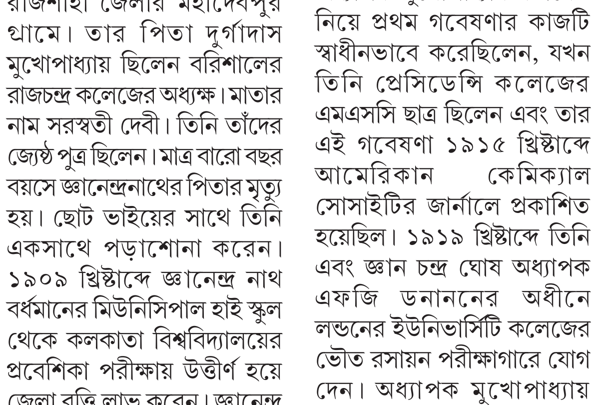

ভারতের অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার মহাদেবপুর গ্রামে। তার পিতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় ছিলেন বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। মাতার নাম সরস্বতী দেবী। তিনি তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সে জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যু হয়। ছোট ভাইয়ের সাথে তিনি একসাথে পড়াশোনা করেন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্র নাথ বর্ধমানের মিউনিসিপাল হাই স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জেলা বৃত্তি লাভ করেন। জ্ঞানেন্দ্র নাথ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন (১৯০৯-১৯১৫)। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিএসসি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজ -এ স্নাতকোত্তর পড়াশোনার পর ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। বিজ্ঞানে কৃতিত্বের জন্য তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে ছিলেন। এমএসসি ছাত্রবস্থায় লিখিত তার প্রথম কোলয়েড সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে (১৯১৫,৩৯, ২৯২) প্রকাশিত হয়েছিল।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় কলয়েড নিয়ে প্রথম গবেষণার কাজটি স্বাধীনভাবে করেছিলেন, যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এমএসসি ছাত্র ছিলেন এবং তার এই গবেষণা ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এবং জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ অধ্যাপক এফজি ডনাননের অধীনে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের ভৌত রসায়ন পরীক্ষাগারে যোগ দেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সেখানে কলয়েড নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যান এবং তার প্রধান কাজটি ছিল বৈদ্যুতিন ডাবল স্তর এবং এর আয়নিক গঠন তত্ত্বটির সত্যতা প্রকাশ করা। জে এন মুখোপাধ্যায়ের তড়িৎরসায়ন বিদ্যায় কোলয়েড সংক্রান্ত কাজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কোলয়েড কণার ক্যাটাফোরেটিক গতি নির্ধারণের জন্য তিনি যে বাউন্ডারী মেথড বা সীমানা পদ্ধতিটি স্থির করেছিলেন সেজন্যও তিনি সুপরিচিত। ডাঃ মুখার্জি মৃত্তিকা কোলয়েড অধ্যয়নের মাধ্যমে মাটির অনেক বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে গবেষণায় লিপ্ত থেকে তিনি যে সমস্ত সরঞ্জাম ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলি মৃত্তিকা গবেষণায় ব্যবহারের কাজে এসেছে। ১৯৪২ সালে, এনসি সেন গুপ্তের সাথে, মিলিত ভাবে তিনি অসাধারণ সান্দ্র গুণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য সাধারণ ঘূর্ণমান ভিস্কোমিটার তৈরি করেন। ১৯৪৪ সালে, তিনি ক্রোমাটোগ্রাফি কৈশিক বিশ্লেষণ এবং আল্ট্রা ভায়োলেট আলোকের ফ্লুরোসেন্সের উপর ভিত্তি করে অপরিশোধিত তেলের গুণাগুণ স্থির করার পদ্ধতিটি তৈরি করেন।

মৃত্তিকা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রণী অবদানের পাশাপাশি ড. মুখার্জি দেশে কৃষি গবেষণা ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূরণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৪৫ সালে ভারতের কৃষি সংক্রান্ত মূল গবেষণা কেন্দ্র (বর্তমানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, নয়াদিল্লি) এর অধিকর্তা নিযুক্ত হওয়ার পরপর ড. মুখার্জি সারা দেশে ইনস্টিটিউটের গবেষণা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পুনর্গঠন শুরু করেন। তার নির্দেশনায় ইনস্টিটিউট এর একাডেমিক কার্যক্রম এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কাজকর্মের ক্ষেত্র যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছিল। তিনি মৃত্তিকা-উদ্ভিদ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা শুরু করেছিলেন। মৃত্তিকা বিজ্ঞান ও কৃষি রসায়ন বিভাগে তিনি যে কয়েকটি বিভাগ তৈরি করেছিলেন সেগুলির হ'ল - মৃত্তিকা সমীক্ষা। মৃত্তিকা পদার্থ বিজ্ঞান, কৃষি রসায়ন, মাটির উর্বরতা, মাটি মাইক্রোবায়োলজি, জৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন এবং স্পেকট্রোস্কোপি। মাটি জরিপ, মাইক্রোবায়োলজি, জৈব রসায়ন, কৃষি রাসায়নিক, কৃষি পদার্থ বিজ্ঞানের মতো কয়েকটি বিভাগের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ তার কাছে জমা হয়েছিল।

মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদে ক্ষুদ্র উপাদানসমূহের জন্য এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে এবং আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাটির মৃত্তিকা খনিজবিজ্ঞানের উপর নিয়মিত পদ্ধতিগত গবেষণা শুরু করার কৃতিত্ব তারই। তিনি ইনস্টিটিউটে খাবার, ফিড এবং চারণের পুষ্টিকর মূল্য, কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক এবং উদ্ভিদের পণ্যগুলির রসায়নের বিষয়ে ইনস্টিটিউটে কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনিই দেশের প্রথম ব্যক্তি যিনি কৃষির বিকাশের জন্য মাটি জরিপের গুরুত্বের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন এবং ভারতের মাটির জরিপ, শ্রেণিবদ্ধকরণ এবং নামকরণের পদ্ধতির উপর গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন। তার পরামর্শে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়, মৃত্তিকা বিজ্ঞান সংক্রান্ত কমিটি গঠন করে এবং ১৯৪৯ সালে তিনিই হন ওই কমিটির চেয়ারম্যান। কমিটির শর্তাবলী এবং উদ্দেশ্যগুলি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত মাটি ও ভূমি ব্যবহার জরিপ সংস্থা তৈরি।

পাঠকদের লেখা
‘মুকুটহীন রানি’

বিশেষ প্রতিবেদক

তিনি থাকতেন তাঁর সন্তানতুল্য প্রজাদের নিয়ে। অন্য গাঁয়ে থাকবা অন্য জমিদারিতে ডাকাতি হলেও তার জমিদারি ছিল এসবের উর্দ্ধে। প্রজারা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলত, রামরাজত্বে বাস করি। উত্তরপ্রদেশের হরইদ -বুধাওন -শাহাজানপুরের জমিদার পত্নী তাঁর নিজের জমিদারিতে ছিলেন মুকুটহীন রানি। রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন অনেক ব্রিটিশ পুরুষ রাইফেল শুটার। এমন তেজস্বিনী বাঙালি কন্যা কিন্তু খুব বেশি নেই! একসময় জমিদারি দেখাশোনার সঙ্গে জনকল্যাণ ও লোকসেবায় মন দেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমসাময়িক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা জানতেন সুদক্ষিণার মত মনে প্রাণে ব্রিটিশ বিদ্বেষী আর দুটি নেই। সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। ‘ দি ইন্ডিয়ান ভিলেজগার্ল ‘ নামে একটি সুর দিয়েছিলেন, রেকর্ডে এই সুর বেশ জনপ্রিয় হলেও সব কৃতিত্ব দিয়েছিলেন দাদা হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। শাহাজাহানপুর থেকে যখন কলকাতায় আসতেন সকাল বেলাটা কাটিয়ে দিতেন সংগীতচর্চায়। আটটি বোনের সবার ছোট সুদক্ষিণা,পোশাকি নাম পূর্ণিমা। জন্মের পরে পিতাকে হারিয়ে দাদা- দিদিদের কাছে আদরে বড় হয়েছেন। অসমান্য সুন্দরী এই কন্যার রূপ চাঁদের যোলো কলার মত ছড়িয়ে পড়লে সবার চোখ খুলল। এমন সুন্দরীর যে রাজারাজড়ার ঘরের বধূ হিসেবে মানায়। অতএব তাঁর তেমন বর দরকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা সুদক্ষিণা দেবীর বর অচিরেই পাওয়া গেল বুধাওনের অধিবাসী জমিদার পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ পাণ্ডে। একদিকে তিনি কাশ্মীরের ব্রাহ্মণ, আবার আইসিএস অফিসার। মননে যথেষ্ট প্রগতিশীল মানুষ। কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ স্বামী সস্নেহে জায়া সুদক্ষিণাকে ঘোড়ায় চড়া থেকে বন্দুক ছোড়া শিখিয়েছেন। ইংরেজদের মত ঝরঝরে ইংরেজি বলতেন সুদক্ষিণা। স্বামীর প্রয়াণের পরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজে সরেজমিনে গ্গ্রাম থেকে গ্গ্রামান্তরে নিজেদের জমিদারি দেখে আসতেন। ঠাকুরবাড়ির একটু স্ফুলিঙ্গ গিয়ে পড়ে অনেক দূর উত্তরপ্রদেশে। ব্রিটিশ শাসকরা এই বাঙালি কন্যাকে তিনবার ‘মহারানি’ খেতাব দিতে চাইলেও প্রতিবার তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন ব্রিটিশ খেতাব।

সুদক্ষিণার কর্মস্থল যেহেতু উত্তরপ্রদেশের হরইদ-বুধাওন-শাহাজানপুর,তাই বাংলায় তিনি একরকম অপরিচিতা। রান্নার লক্ষ্ণৌ প্রণালী লিখতেন, প্রজ্ঞাসুন্দরীর মত হয়ত রান্নার হাত ভাল ছিল! অথবা বাপের বাড়ির দেশের লোকের মুখে শ্বশুরবাড়ির সুখাদ্য তুলে দেওয়ার স্বাভাবিক ইচ্ছায় কলম ধরেছিলেন। নিজস্ব একটা হাতি ছিল ওই হাতির পিঠে চেপেও বেড়াতেন। জ্বালাপ্রসাদ যখন প্রয়াত হলেন তখন সুদক্ষিণা মাত্র সাতাশ। অনেকেই হয়ত ভাবলেন ওদের জমিদারিটা এবার লাটে উঠবে! নিঃসন্তান রূপসী সুদক্ষিণার পাণিপ্রার্থর্না করে একজন ইংরেজ! তিনি কর্ণপাত করেননি। ভ্রাতুস্পুত্র বাসব ঠাকুর লিখেছেন, উনার সম্পর্কে লিখেছেন।

জেনারেল ম্যানেজারের দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং যাত্রী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পর্যালোচনা

মালিগাওঁ, ১২ মে ঃ রেলওয়ে পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখার জন্য একটি অবিরত প্রচেষ্টায়, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব, ১২ মে, ২০২৫ তারিখে কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনার একটি বিস্তারিত পরিদর্শন করে। এই ভ্রমণের সময়, শ্রী শ্রীবাস্তব সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করেন এবং অন-বোর্ড হাউসকিপিং সেবা (ওবিএইচএস) কর্মীদের পাশাপাশি স্টেশন এবং কোচিং ডিপোর সাফাই কর্মীদের কর্ম প্রদর্শন মূল্যায়ন করে। তিনি কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে কোচের বাইরের অংশের ড্রোন-ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমও পরিদর্শন করেছেন। তিনি ট্রেনের কোচের অভ্যন্তরীণ অংশের পরিষ্কার পদ্ধতিও নিরীক্ষণ করেন যাতে নির্ধারিত পরিষ্কারকরণের মানদণ্ড বজায় রাখা হয়। এই পরিদর্শন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পরিষ্কারকরণ এবং যাত্রী-হিতৈষী রেলওয়ে সুবিধাসমূহ বাহাল রাখার জন্য নিয়মিত নিরীক্ষণ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং কর্মচারীদের দায়িত্বশীলতা বজায় রাখার তৎপরতাকেই তুলে ধরে। জেনারেল ম্যানেজারে সাফাই কর্মচারী এবং তত্ত্বাবধায়কদের সাথে মত বিনিময় করেন, তাদের নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে এবং যাত্রীদের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগসমূহের প্রতি এবং রেল মদত অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগগুলি দ্রুত সাড়া দিতে উৎসাহিত করেন। তিনি গুরুত্বসহকারে বলেন যে, কার্যকরী পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা হচ্ছে কেবল যাত্রীদের সুবিধা প্রদান করাই নয়, অপরদিকে রেলওয়ে কর্মীদের জন্য নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করাও জরুরি। উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একটি পরিষ্কার এবং অধিক উপযুক্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যেটা ভারতীয় রেলওয়ের উন্নত মানসম্পন্ন সেবার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

প্রকৃত মৎস্যজীবিদের আমরা এগিয়ে দিতে চাই, নবদ্বীপে এক কর্মসূচীতে যোগ দিতে এসে বললেন রাজ্যের মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মে ঃ - নবদ্বীপ শহরে কোলের ডাঙ্গা রোড এলাকায় কেশবজী গৌড়ীয় মঠে আয়োজিত হয় এ্যাকোয়া ফার্মাস এন্ড ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে দুই দিন ব্যাপী নবম রাজ্য সম্মেলন। সোমবার ছিলো সমাপ্তি তথা শেষ দিন, এ দিন সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কেশব জী গৌড়ীয় মঠের মঠাধ্যক্ষ , এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দসহ সম্মেলনে আগত বিভিন্ন জেলা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও প্রগতিশীল ফারমার প্রতিনিধিগন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, ছিলেন রাজ্যের প্রাপ্তন মন্ত্রী কিরনময় নন্দ, ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, বিভিন্ন আধিকারিক ও সংগঠনপর একাধিক নেতৃত্ব ও কর্মকর্তা। সেখানেই সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মদন মোহন মন্ডল জানান বিভিন্ন সময় তাদের কাজ চালিতে যেতে যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস দরকার হয় সেগুলির নিয়মিত জোগান পাওয়া যায় না। এছাড়াও তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় যারা মৎস্যজীবি নয় তারাও সেই কার্ড পেয়েছে, অথচ প্রকৃত মৎস্যজীবিরা বঞ্চিত হচ্ছে সরকারি সুযোগ সুবিধা পেতে, এমনকি বিভিন্ন দপ্তরে সরকারি সুবিধা পেতে গেলেও হতে হচ্ছে হয়রানির স্বীকার, তিনি জানান দু দিনের রাজ্য সম্মেলনপর মাধ্যমে যেমন তারা সাংগঠনিক কমিটির পুনর্গঠন সহ আগামী দিনের রূপরেখা তৈরি করলেন পাশাপাশি মৎস্য মন্ত্রীর কাছেও তাদের দাবীগুলো লিখত আকারে পেশ করবেন। তিনি আরও জানান যদি আগামী দিনে তাদের সংগঠনের দাবিগুলি পূরণ না হয়, তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে। আর এদিনের কর্মসূচী শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র সংগঠনের তোলা একাধিক অভিযোগ কার্যত নস্যাৎ করেন পাশাপাশি তিনি বলেন আমরা চাই প্রকৃত মৎস্যজীবিদের আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে , যাতে তারা সবরকমের সরকারি সুযোগ সুবিধা পায়, যদিও বা মৎস্যজীবি কার্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন মৎস্যজীবি কার্ড ঘোষণার পর বহু মানুষ সরকারি সুযোগ পাবে বলে নতিভুক্ত করে, যদিও পরে আমরা জানার পর যাতে প্রকৃত মৎস্যজীবিরাই এই কার্ড পায় সেটার বিষয়ে তৎপর হয়েছি। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে মৎস্যজীবি দপ্তর জন্য উন্নতমানের টেষ্টিং ল্যাব সহ

বিভিন্ন প্রকল্প এনেছে। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়েও নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর বলেন রাজ্য সরকার মৎস্যজীবিদের জন্য বহু প্রকল্প এনেছে, সেগুলো যাতে সকলে জানতে পারে ও তার সুযোগ সুবিধা সরাসরি তারা পায় তার জন্য একাধারে যেমন বিভিন্ন ট্রেনিং প্রোগ্রাম চলছে পাশাপাশি এই ধরনের সেমিনারেরও আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন বাইরে থাকা বিভিন্ন ব্যাবসায়ীক কোম্পানির স্টল গুলেও ঘুরে দেখেন মৎস্য মন্ত্রী, পাশাপাশি তাদের সাথেও বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন তিনি।

স্ত্রীকে দিয়ে বন্ধুকে ডেকে খুন করল যুবক, গ্রেফতার অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মে ঃ যতক্ষণে জানতে পারেন, জল অনেক দূর গড়িয়ে গিয়েছে। এরপর এই নিয়ে অশান্তি হতে থাকে পরিবারে। বাড়িতে আড্ডা মারতে আসতেন বন্ধু। স্ত্রীও তাঁর সঙ্গে গল্প করতেন। সেরমক কিছুই মনে হয়নি অভিজিতের। কিন্তু তলে তলে বন্ধুর প্রেমেই যে স্ত্রী হাবুডুবু খাচ্ছে, তা আঁচ করতে দেরি হয়ে যায়। শেষমেশ স্ত্রীকে দিয়েই ফোন করিয়ে তাঁর প্রেমিককে পাড়ার শিব মন্দিরে ডেকে পাঠান অভিজিত। আর তারপরই কাজ হাসিল। স্ত্রীর প্রেমিককে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য পোলবায়। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলবার মহনাদের বাসিন্দা সাগরিকা সরকারের সঙ্গে চার বছর আগে বিয়ে হয় নবদ্বীপের অভিজিত

সরকারের। কয়েকদিন আগে মহানাদে মায়ের কাছে ফিরে আসে সাগরিকা। অভিজিতের বন্ধু রাজ বর্মনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে সাগরিকার। এনিয়ে অশান্তি হত পরিবারে। সাগরিকার মা কল্যাণী সরকার বলেন, মেয়েকে দেখাশোনা করে বিয়ে দিয়েছিলাম। স্বামীর ঘরে অত্যাচার করা হত তাঁকে। জামাইয়ের বন্ধুর সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। মেয়ে ওই বন্ধুর সঙ্গে থাকতে চাইত। জামাই পছন্দ করত না। জানা গেছে, রবিবার রাতে সাগরিকার সঙ্গে দেখা করতে আসে রাজ। রাতে পাড়ার শিব মন্দিরে বসে থাকে। সেখানে সাগরিকার স্বামী রাজকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। জখম অবস্থায় তাঁদের চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় যুবকের। সাগরিকা বলেন, আমি রাজকে ভালোবাসতাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে। আমার স্বামী আমাকে দিয়ে জোর করে ফোন করায়। জানতে চায় এসেছে কিনা। রাজ জানায় সে শিব মন্দিরে আছে। আমি গিয়ে ওকে চলে যেতে বলি। অভিজিত তখন ছুরি নিয়ে এসে আঘাত করে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় রাজের। ইমামবাড়া হাসপাতালে দেহের ময়নাতদন্ত হবে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সজলধারা প্রকল্পের পাইপলাইন নিয়ে বাকবিতন্ডা, আহত ২০, গ্রেফতার ৩

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ মে ঃ সজলধারা প্রকল্পের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় গ্রেফতার তিন। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের পাড়াতল ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীমানপুর সংলগ্ন এলাকায় সজলধারা প্রকল্পের পাইপলাইন নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে দুটি পরিবারের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন মোট ২২ জন। তাঁরা ওই দুটি পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে তিন জনকে গতকালকে জামালপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করার পর বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মারপিটের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের তরফ থেকে জামালপুর থানায় রবিবার বিকালে দুটি অভিযোগ জমা পড়ে। ওই অভিযোগের তদন্তে নেমে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ দুই পরিবারের মোট তিনজনকে গ্রেফতার করেছে জামালপুর থানার পুলিশ। ধৃতদের বর্ধমান আদালতে সোমবার বেলা ১১ টা নাগাদ নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সোমনাথ বাগ, সমীর বাগ ও অপর পরিবারের গৌতম আড়িকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরই বর্ধমান আদালতে পেশ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুই পরিবারের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

দামোদর তীরে বালির ক্যানভাস, শান্তির বার্তা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১২ মে ঃ বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দামোদর নদীর তীরে আয়োজিত হয়েছে দু'দিনের বিশেষ বালি শিল্প কর্মশালা। ক্যানভাসের প্রকৃতি নামক এক সংস্থা এই অভিনব শিল্প কর্মশালার আয়োজন করেছে, যেখানে মুখ্য আকর্ষণ বালুকা শিল্পী রঙ্গজীব বাবুর তত্ত্বাবধানে বহু শিক্ষার্থী তাদের শিল্প নৈপুণ্য দেখাচ্ছে। বিশিষ্ট বালুকা শিল্পী রঙ্গজীব বাবু এর আগেও বহুবার বালির চড়ে তাঁর অসাধারণ শিল্পকর্মের নিদর্শন সৃষ্টি করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই কর্মশালায় তিনি অংশগ্রহণকারী বহু ছেলেমেয়েকে বালি শিল্পের বিভিন্ন কৌশল শেখাচ্ছেন। শিক্ষার্থীরাও উৎসাহের সঙ্গে ছোট ছোট বালির

ভাস্কর্য তৈরি করে দর্শকদের মুগ্ধ করছেন। এদিন, বুদ্ধ জয়ন্তীর পবিত্র লগ্নে, নেচার অফ দ্য ক্যানভাসের এই বিশেষ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য হল নতুন প্রজন্মের কাছে গৌতম বুদ্ধের শান্তির চিরন্তন বাণী পৌঁছে দেওয়া। আজকের অস্থির বিশ্বে যেখানে সহিংসতা ও সংঘাত নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, সেখানে বুদ্ধের অহিংসা, করুণা ও আত্মসংযমের শিক্ষা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। উল্লেখ্য, ৫৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে লুম্বিনিতে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি রাজকীয় জীবন ত্যাগ করে কঠোর তপস্যা করেন এবং গয়ার মাটিতে বোধি লাভ করে বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তাঁর জীবন ছিল অহিংসা, দয়া ও আত্মনিযন্ত্রণের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এই কর্মশালাটি শিল্প, শিক্ষা এবং গভীর চিন্তনের এক অপূর্ব । দামোদর নদীর শান্ত পরিবেশে বালির মাধ্যমে বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ দর্শন জীবন্ত হয়ে উঠছে। এই মনোমুগ্ধকর বালি শিল্প দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় বহু মানুষ, যারা শিল্পীদের এই সৃষ্টিশীলতাকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানাচ্ছেন।

জুন মাসেও সিকিম-দার্জিলিংয়ে বুকিং বাতিলের হিড়িক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে ঃ ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা হয়েছে। তবে এতটুকু স্বস্তির আভাস নেই উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের পর্যটন শিল্পে। অশান্তি আবহের দোসর মেরামতের জন্য ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধদশা। এই পরিস্থিতিতে সিকিম ও দার্জিলিংয়ে ভরা মরসুমে পর্যটকদের বুকিং বাতিলের হিড়িক অব্যাহত। এবার উত্তরে গ্রীষ্মকালীন পর্যটন শিল্পে ঘাটতি ৫০ শতাংশের বেশি হবে। এমনই আশঙ্কা করছে ট্যুর অপারেটর সংস্থাগুলি। ট্যুর অপারেটর সংস্থাগুলির সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের জিডিপিতে পর্যটনের অবদান প্রায় ১৮ শতাংশ হয়েছে। ২০২৩ সালে রাজস্ব আদায় ছিল সর্বোচ্চ। ভারতীয় মুদ্রায় ১ হাজার ৮৬৩.৮৭১ মিলিয়নে পৌঁছেছিল। ২০২৩-২০২৪ সালে সেই পরিমাণ ছিল ৩১ হাজার কোটি টাকা। তাই বলাই যায়, পশ্চিমবঙ্গেও জিডিপির ক্ষেত্রে পর্যটন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এবার গ্রীষ্মের মরশুমে সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং, কালিম্পং, ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল দেখে সর্বকালীন রেকর্ড ভাঙার আশা জেগেছিল বিভিন্ন মহলে। পহেলগাঁও কাণ্ডের পর গোটা পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে। 'চিনেকস নেক' বা শিলিগুড়ি করিডর পাক সেনা, জঙ্গিদের সফট টার্গেট হতে পারে। এমনই শঙ্কা দেখা দিয়েছিল। ফলে পর্যটকদের বেশিরভাগ ভ্রমণসূচি কাটছাট করে ফিরে গিয়েছেন। ফলে এখন পাহাড় ও ডুয়ার্স পর্যটক শূন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, জুন মাসেও বুকিং নেই বললেই চলে। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সভাপতি সম্রাট স্যান্যাল বলেন, কেবল আমার ২১ লক্ষ টাকার বুকিং বাতিল হয়েছে। সমস্ত ট্যুর অপারেটরদের বুকিং বাতিলের সংখ্যা হিসেব করলে যে সংখ্যা দাঁড়াবে, সেটা ভাবতেই ভয় করছে। আমার প্রাথমিক ধারণা এবার পর্যটন শিল্পে ঘাটতি ৫০ শতাংশের বেশি হবে। তিনি আরও বলেন, এবারের গ্রীষ্মকালীন পর্যটন ধাক্কা খাওয়ার জন্য শুধু যে যুদ্ধ পরিস্থিতি, এমনটা ভাবার কিছু নেই। ভরা মরশুমে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ রেখে মেরামতের কাজ শুরু করাও অন্যতম কারণ। কোনও পর্যটক এত টাকা খরচ করে এসে যানজটের হ্যাপা পছন্দ করে না। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু বলেন, খুবই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমরা পর্যটকদের আশ্বস্ত করছি। কিন্তু লাভ হচ্ছে না।

স্থায়ী সেতু না থাকায় রেল ব্রিজের উপর দিয়ে চলে ঝুঁকির পারাপার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১২ মে ঃ কোচবিহারের মধুপুর এলাকায় নদী পারাপারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে একটি অস্থায়ী বাঁশের সাঁকো থাকে। সেই সাঁকো দিয়ে সারাদিন বহু মানুষ চলাচল করে। তবে বর্ষা এলেই নদীর জল বেড়ে ওঠে, ফলে সেই সাঁকো ভেঙে যায়। এতেই বিপাকে পড়েন বহু মানুষ। স্থানীয় মানুষ ও এই পথে নিত্য যাতায়াত করা মানুষদের হয় ভোগান্তি। ফলে এই সময় এই পথে নদী পারাপার করার একমাত্র ভরসা রেল ব্রিজ। তাই সেখান দিয়েই বহু মানুষ ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করেন। দৈনন্দিন এই পথে নদী পারপার করতে অনেকটাই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সকলকে। এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা হরেকৃষ্ণ

দাস জানান, এই পথে নদী পারাপার করে চলাচল করতে বেশ অসুবিধা হয়। দিনের বেলায় লম্বা লাইন পড়ে যায়। তখন অপেক্ষা করতে অনেক সময় নষ্ট হয়। এছাড়া রাতের বেলায় এখানে লাইট থাকে না। ফলে সমস্যা অনেকটাই বেড়ে ওঠে। তবে স্থায়ী ব্যবস্থা না থাকায় কারণে দীর্ঘ সময় ধরে এই অনেকটাই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বহু মানুষকে। এছাড়া রেল ব্রিজ দিয়ে নদী পারাপার করলে অনেকটাই ঝুঁকিও থাকে। যদিও স্থানীয় মানুষেরা বারংবার আবেদন জানালেও এখানে স্থায়ী সেতু তৈরি হচ্ছে না। এলাকার রেলের এক কর্মী পঙ্কজ দাস জানান, এই এলাকা দিয়ে নদী পার করে মাথাভাঙা, নিশিগঞ্জ চলাচল করতে অনেকটাই সময় কম লাগে। তবে সেতু না থাকার কারণে এখন ঝুঁকি নিয়েই পারাপার করছেন বহু মানুষ। যেকোন মুহূর্তে বড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। এই পথে নিত্য চলাচলকারী রতেশ্বর বর্মন জানান, দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার মানুষের দাবি এই পথে স্থায়ী সেতু। তবুও এই দাবি পূরণ হচ্ছে না। এই পথে সেতু নির্মাণ হলে বহু মানুষের অনেক উপকার হবে। এই এলাকার সেতু সমস্যা নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা কোন মন্তব্য করতে চাননি। এছাড়া জেলা প্রশাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোন উত্তর দেননি। এখানে সেতু না হলে অদূর ভবিষ্যতে কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে রেল ব্রিজে। তখন সেই দুর্ঘটনার দায়ভার কে নেবে? এই প্রশ্ন প্রায়শই ওঠে স্থানীয় মানুষের মনে।

দেশের মঙ্গল কামনায় হাসিমারা গুরুদুয়ারে চলছে ঈশ্বরের নাম, গান

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার ঃ দেশের মঙ্গল কামনায় হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির সামনে অবস্থিত গুরুদুয়ারে চলছে ঈশ্বরের নাম, গান। বিশেষ এই নাম, গান শুনতে আসছেন এই এলাকার বাসিন্দারা। দেশে এক যুদ্ধ আবহ চলছে। সংঘর্ষ বিরতির মাঝেও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে গোলা বর্ষণ চলছে। ভারতের পক্ষ থেকেও - এর জবাব কড়াভাবে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। দেশের সীমান্তে প্রহরীর ন্যায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেনা জওয়ানরা। তাঁদের সুস্থতা কামনা ও দেশের মঙ্গল কামনা করে শুরু হয়েছে বিশেষ নাম, গান। হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনির সামনে অবস্থিত এই গুরুদুয়ারে বছরের বিভিন্ন সময়ে আসেন সেনাদের পরিবারের সদস্যরা। আলিপুরদুয়ার সফরে এলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিক থেকে দেখে হাসিমারা গুরুদুয়ার জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। গুরুদুয়ার কমিটির পক্ষ থেকে এমপি সিং জানান, আমরা দেশের জওয়ানদের বীরত্ব-র গান গাই। তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি ও দেশের মঙ্গল কামনায় পুজো করছি। জওয়ানদের জীবন সামনে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি হাসিমারা বায়ু সেনা ছাউনির সামনে রয়েছি দেখে। তাঁদের জীবন দেশ মায়ের প্রতি সমর্পিত। এই গুরুদুয়ারে পুজোপাঠের পাশাপাশি লঙ্গর খাওয়ানোর আয়োজন হয়েছে।

৪৩তম বর্ষে বিশেষ থিমে আগেভাগে পুজোর প্রস্তুতি জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগারের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে ঃ বাজলো পুজোর ঘন্টা! বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শিলিগুড়িতে দুর্গোৎসবের সূচনা করল জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার। এবারের ৪৩তম বর্ষে পদার্পণ করল ক্লাবের পুজো। বরাবরের মতো এবারও বিশেষ চমক থাকছে তাদের থিমে। বৃন্দাবনের চন্দ্রদয়া মন্দিরের আদলে মন্ডপ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। প্রতিবছরের মতো এবারও সৃজনশীল থিম ও বিশাল বাজেট নিয়ে এগোচ্ছে এই পুজো। দীর্ঘ সময় ধরে মণ্ডপ নির্মাণের প্রয়োজন হওয়ায়, শিলিগুড়ির মধ্যে সর্বপ্রথম খুঁটি পুজো সারল জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার। খুঁটি পুজোর দিন উপস্থিত ছিলেন পূজা কমিটির সভাপতি অভিজিত কুমার রায়, সম্পাদক সুশান্ত সরকার, ক্লাব সম্পাদক অভিজিত কর্মকার, স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন সহ আরও অনেকে। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর তৃতীয়া তিথিতে তাদের পুজোমণ্ডপের উদ্বোধন হবে। দক্ষিণবঙ্গের ধাঁচে, বিশেষ করে কলকাতার মতো জাঁকজমকপূর্ণ ওপেনিংয়ের পরিকল্পনাই এবার করছে ক্লাব।

E-Tender is invited by the undersigned from the Bonfide, resourceful contractor for **NIT- 03/ JARAGRAM/25-26.** Last date of apply **17.05.2025 at 9:00 am .**
For more details contact Jaragram GP
Sd/-
Prodhan,Jaragram GP

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল কমলা দেবী w/o- সুরেন্দ্র প্রসাদ মহাশয়া গত ১৭।০২।২০২৩ তারিখে হাওড়া এ্যাডি.ডি. সাব রেজিষ্ঠী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1280 পাওয়ার অফ এ্যাটর্নী বা আমাক্তার নাম দলিল বলে ১) রাজপ্রসাদ চৌরাশিয়া পিতা-নবরতন চৌরাশিয়া ২) নিপু দে পিতা-বাদল দে মহাশারর নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল 173 নম্বর দাগে হাল 9952 নম্বর খতিয়ানে ৩০ শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য শক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, উক্ত বিষয়ে কারোর কোন প্রকার-আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা বি.এল.এন্ড এল. আর ও অফিসে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2024 & MSGL ,SPL 16 ,One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2024 and MSGB ,SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 28.05.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

EAST MEDINIPORE DISTRICT - CHANDIPUR: 4211001074, 4211001077, 4211001079, 4211001087, 4211001116, 4211001119, 4211001128, 4211001146, 4211001202, 4211001211, 4211001218, 4211001227, 4211001241, 4211001258, 4211001261, 4211001263, 4211001317, 4211001324, 4211001337, 4211001375, 4211001376, 4211001381, 4211001394, 4211001418, 4211001471, 4211001475, 4211001477, 4211001492, 4211001504, 4211001506, 4211001527, 4211001549, 4211001553, 4211001557, 4211001562, 4211001563, 4211001568, 4211001573, 4211001576, 4211001583, 4211001588, 4211001590, 4211001603, 4211001605, 4211001613, [illegible] … 4162000693, 4162000701, 4162000704, 4162000706, 4162000711, 4162000717, 4162000718, 4162000719, 4162000726, 4162000748, 4162000766, 416200129, 416200133, 416200157, 416200158, 416200161, 416200167, 416200168, 416200180, 416200186, 416200188, 416200189, 416200202, 416200209, 416200213, 416200218, 416200231. **TAMLUK:** 4013001621, 4013001636, 4013001649, 4013001650, 4013001680, 4013001681, 4013001702, 4013001714, 4013001760, 4013001763, 4013001765, 4013001792, 4013001796, 4013001805, 4013001812, 4013001813, 4013001829, 4013001839, 4013001846, 4013001854, 4013001858, 4013001859, 4013001863, 4013001866, 4013001867, 4013001868, 4013001876, 4013001878, 4013001886, 4013001894, 4013001898, 4013001901, 4013001911, 4013001918, 4013001921, 4013001925, 4013001931, 4013001932, 4013001953, 4013001961, 4013001965, 4013001966, 4013001971, 4013001977, 4013001978, 4013001993, 4013001996, 4013001998, 4013002002, 4013002017, 4013002031, 4013002035, 4013002041, 4013002057, 4013002065, 4013002067, 4013002077, 4013002086, 4013002089, 4013002103, 4013002124, 4013002133, 4013002137, 4013002150, 4013002172, 4013002185, 4013002341, 401300380, 401300405, 401300444, 401300448, 401300463, 401300464, 401300472, 401300496, 401300506, 401300522, 401300525, 401300532, 401300545, 401300588, 401300590, 401300615, 401300629, 401300641, 401300653, 401300660, 401300664, 401300673, 401300675, 401300676, 401300690, 401300699, 401300707, 401300708, 401300709, 401300716, 401300718, 401300787, 401300788, 401300793, 401300799, 401300806, 401300833, 401300834, 401300840, 401300847, 401300853, 401300876, 401300881, 401300906, 401300908, 401300930, 401300944, 401300978, 401300979, 401300993, 401301002, 401301032, 401301034, 401301042, 401301048, 401301058, 401301068, 401301087, 401301088, 401301097, 401301127, 401301130, 401301145, 401301146, 401301157, 401301166, 401301189, 401301194, 401301201, 401301203, 401301206, 401301227, 401301238, 401301240, 401301255, 401301256, 401301270, 401301279, 401301288, 401301316, 401301322, 401301326, 401301333, 401301360, 401301371, 401301386, 401301389, 401301392, 401301397, 401301398, 401301399, 401301419, 401301420, 401301422, 401301441, 401301442, 401301454, 401301455.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 07.06.2025 at 10.00 am at **TAMLUK:** First Floor, Na , Plot 57, Haldia Mecheda Road, Nearmaniktala More , Tamluk, West Bengal , 721636. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

রূপচর্চা

এই গরমে একই পোশাক না কেচে পরুন বারবার, জেনে নিন কৌশল

বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। আবার তার উপর বাতাসে অতিরিক্ত আর্দ্রতা। বৃষ্টি না হলেই প্যাচপ্যাচে গরম। ঘাম যেন কমবেশি সকলের নিত্যসঙ্গী। এক পোশাক না কেচে দ্বিতীয়দিন পরা যেন অসম্ভব। কাজের ব্যস্ততা অনেক সময়ই পোশাক কাচা সম্ভব হয় না। তবে সহজ কয়েকটি কৌশলে না কাচা জামা এই তীব্র গরমে দ্বিতীয়বার পরা সম্ভব। কীভাবে চলুন তা জেনে নেওয়া যাক।

১. প্রচণ্ড গরমে সাধারণত কোনও পোশাকের বগলের আশপাশ, ঘাড়ের কাছে বেশি অপরিষ্কার হয়। সেক্ষেত্রে গোটা জামা না কেচে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অংশ ধুয়ে ফেলতে পারেন। তাতে জামাকাপড় খারাপও হয় কম। আবার দ্বিতীয়বার পরতেও কোনও সমস্যা হয় না।

২. যে পোশাক পরে বাইরে থেকে আসলেন, সেটি বাড়ি ফিরে অবহেলা করবেন না। পরিবর্তে ধীরে সুস্থে ওই পোশাকটি খুলে তা হাওয়ায় শুকোতে দিন। পোশাক থেকে ঘাম শুকিয়ে গেলে দেখবেন তা আবার কিছুটা হলেও পরার যোগ্য হয়ে গিয়েছে।

৩. গ্রীষ্মকালে অনেকের পোশাক থেকে গন্ধ পাওয়া যায়। তার ফলে তা না কেচে দ্বিতীয়বার পরতে বিরক্ত লাগে। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে দ্বিতীয়বার কোনও জামা পরার ক্ষেত্রে বডি স্প্রে করতে ভুলবেন না।

তাতে আপনার পোশাক আবার নতুনের মতো হয়ে যেতে পারে।

৪. পোশাক পরার সময় আপনার শরীরে একাধিক লেয়ার তৈরি করুন। পোশাক কখনও খালি শরীরে পরবেন না। সবসময় অন্তর্বাস ব্যবহার করুন।

৫. আজ যে পোশাকটি পরলেন, সেটি কাচতে না-ই পারেন। প্রতিদিন একই পোশাক না কেচে পরবেন না। পরিবর্তে সপ্তাহে ৩-৪ দিন ওই না কাচা পোশাকটি পরতেই পারেন। এই পরামর্শ দেওয়া হলে, বছরের যেকোনও সময়ে না কেচে পোশাক পরতেই পারেন।

ঘড়ির কাঁটায় আটটা বাজলেই বাইরে প্রখর রোদ। তার সঙ্গে অতিরিক্ত আর্দ্রতা। জোড়া ফলায় ক্লান্তি ত্রাহি ত্রাহি রব। বাড়ির বাইরে বেরোনো যেন দুষ্কর। কী পরে যে বাইরে বেরলে একটু আরাম হবে, তা বোঝাই মুশকিল! শাড়ি পরার কথা তো ভাবাই যাচ্ছে না। তবে এই ভাবনা বদলান আজই। কারণ, কয়েকটি টিপসে তীব্র গরমে শাড়ি পরেও থাকতে পারেন কুল।

আপনি কি সিল্ক শাড়ি পরতে বেশি ভালোবাসেন? তবে এই গরমে সিল্কের শাড়ি পরবেন না। পরিবর্তে সুতি, মলমল, লিনেন, শিফনের শাড়ি বেছে নিন। এই ধরনের শাড়িগুলি হালকা এবং নরম হয়। তাই তা তীব্র গরমে আরামদায়ক।

প্রায় চল্লিশের ডিগ্রি সেলসিয়াসের দোরগোড়ায় তাপমাত্রা। এই পরিস্থিতিতে ব্লাউজ বাছাইয়ের আগে সাবধান! প্যাডেড ব্লাউজ পরবেন না। পরিবর্তে স্লিভলেস, হল্টার নেক ব্লাউজ বাছুন।

এই তীব্র গরমে শাড়ি পরার আগে সায়ার ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দিন। শরীরের সঙ্গে প্রায় জড়িয়ে থাকা সায়া বাছবেন না। পরিবর্তে স্কার্টের মতো ছড়ানো সায়া বেছে নিন। তা অনেক বেশি আরামদায়ক।

বেশি আঁটসাঁট করে শাড়ি পরবেন না। পরিবর্তে হালকা করে শাড়ি পরুন। এই তীব্র গরমে শাড়ি পরার ধরন হোক না একটু অগোছালো, তাতে ক্ষতি নেই।

শাড়ি পরার আগে অন্তর্বাসের কথা ভাবুন। এমন কোনও অন্তর্বাস পরবেন না যাতে আপনার নিজেরই অস্বস্তি হয়।

তীব্র গরমে শাড়ির সঙ্গে ভারী মেকআপ করবেন না। গয়নাগাটিও হোক সামান্য। তাহলেই শাড়ি পরেও থাকবেন কুল।

আফগানিস্তানে দাবা খেলা নিষিদ্ধ হল

কাবুল, ১২ মে ঃ রবিবার তালিবান সরকারের ক্রীড়া দফতর থেকে এক ঘোষণা দিয়ে আফগানিস্তানে দাবা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্রীড়া দফতরের মুখপাত্র আতাল মাশওয়ানির জানিয়েছেন,ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত আফগানিস্তানে দাবা খেলা নিষিদ্ধ করেছে তালিবান সরকার। আফগান সরকার মনে করছে, এই খেলাটি জুয়ার উৎস হতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, সরকারের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ইসলামি আইনের সঙ্গে দাবার সামঞ্জস্যতা নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত খেলাটি আফগানিস্তানে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ থাকবে। দাবাকে শরিয়া আইন অনুসারে জুয়া খেলার একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যা তালিবানরা কঠোরভাবে মেনে চলে।

ফের দুই দেশের ডিজিএমও বৈঠকে আশার আলো দেখছেন পূর্ণমের পরিবার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১২ মে ঃ ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের চেষ্টা করেও পাকিস্তানের তরফে সাড়া মেলেনি। এর পর অপারেশন সিঁদুর ঘোষণা। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনার আবহে চোখের পাতা এক করতে পারেননি বিএসএফ জওয়ান পূর্ণম কুমার সাউয়ের পরিবার। সোমবার ভারত-পাকিস্তানের ডিজিএমও -র বৈঠককে সামনে রেখে আশায় বুক বাঁধছে জওয়ানের পরিবার। গত ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার পরপরই পাঠানকোটে ডিউটিরত বিএসএফের কনস্টেবল পূর্ণম কুমার সাউকে আটক করে পাকিস্তান রেঞ্জার্স। সীমান্তে ডিউটি করার সময় শরীর খারাপ লাগায় একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন তিনি। বুঝতে পারেননি পাকিস্তানের মাটিতে চলে গিয়েছেন। তাঁকে আটক করে পাকিস্তান রেঞ্জার্স। পূর্ণমকে ছাড়াতে পাকিস্তানের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিংও করে ভারত। কিন্তু, পহেলগামের জঙ্গি হামলার পর দুই দেশের টানাপোড়েন বাড়ে। ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পর সংঘাতের আবহ তৈরি হয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ণমকে ফেরত আনা আটকে যায়। উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলাতে শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে সোমবার গ্রেফতার করা হল ২৭ জনকে। জানা গিয়েছে, জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় শান্তি ভঙ্গের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩ এর বিভিন্ন ধারায় ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বুদ্ধ পূর্ণিমার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা

নয়াদিল্লি,১২ মে ঃ বুদ্ধ পূর্ণিমার প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু এক বার্তায় বলেছেন বুদ্ধ পূর্ণিমার এই বিশেষ দিনে আমি দেশের সমস্ত নাগরিক এবং গোটা বিশ্বে ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সহমর্মিতার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধ দেওয়া অহিংসা, ভালোবাসা এবং দয়ার চিরন্তন বার্তা মানবতাকে মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর আদর্শ সাম্য, সম্প্রীতি এবং সামাজিক ন্যায়ের চিরন্তন মূল্যবোধকে শক্তিশালী করেছে। তাঁর বাণী নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়। আসুন, আমাদের জীবনে ভগবান বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করি এবং এক শান্তিপূর্ণ, সম্প্রীতিতে ভরা এবং উন্নত ভারত গ।ার ক্ষেত্রে অবদান রাখি।

রামবানে ফের ভূমিধস, অবরুদ্ধ হয়ে পাল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

জম্মু, ১২ মে ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রামবানে ভূমিধসের কারণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। সোমবার রামবান জেলার মারোগের কাছে রাস্তার একটি অংশ ধসে যায়, এই কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে (জাতীয় সড়ক ৪৪) যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ট্র্যাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রামবানে ভূমিধসের পর জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। উধমপুরের জাখানি চকে কাশ্মীরগামী সমস্ত যানবাহন থামানো হয়েছে এবং জাতীয় সড়ক পরিষ্কার হওয়ার পরেই কেবল যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে।

নার্সদের স্বার্থে বিনিয়োগ মানে সুস্থ সমাজের জন্য লগ্নী ঃ জে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ নার্সদের স্বার্থে বিনিয়োগ মানে সুস্থ সমাজের জন্য লগ্নী। সোমবার আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সামাজিক মাধ্যমে নাড্ডা লিখেছেন, নার্সদের সুস্থতা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার শক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নাড্ডা লেখেন, নার্সদের ওপর বিনিয়োগে মানে স্বাস্থ্যকর সমাজ, উপাদনশীল সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিশীল ভবিষ্যতে বিনিয়োগ করা। তিনি নার্সদের করুণা, শক্তি এবং প্রতিশ্রুতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানান। নাড্ডা সকলকে নিজেদের মূল্যবোধ, সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়নের আহ্বান জানান, যারা অন্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

বিদেশি হলেই কি তা ভালো প্রসাধনী?

আজকাল প্রায়ই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নকল কসমেটিকস কারখানার খোঁজ পাওয়া যায়। যেখানে মেলে বিশ্বের নামীদামি ব্র্যান্ডের সব প্রসাধনী। বিভিন্ন ধরনের নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে দেশেই এসব তৈরি করা হয়। আসল পণ্যের মতো দেখতে এসব প্রসাধনী ছক্কত্ত

য়ে প।ে দেশের বিভিন্ন দোকানে। ক্রেতারা অনেক সময় না বুঝেই এসব প্রসাধনী কিনছেন এবং ব্যবহার করে ডেকে আনছেন স্বাস্থ্যঝুঁকি। নকল ও নিম্নমানের এসব প্রসাধনী ত্বক ও শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ তো হতে পারেই, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লিভার ও কিডনিও।

সাধারণ ক্রেতা কীভাবে বুঝবেন যে তিনি বিদেশি প্রসাধনীটি নকল কিনছেন? সাধারণত পণ্যের গায়ের বারকোড স্ক্যান করে সেটিকে আসল-নকল বলে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত, বারকোড যেহেতু অনলাইনেই পাওয়া যায়, তাই যে কেউ চাইলে নকল পণ্যেও বারকোড বসিয়ে বিক্রি করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এমন অনেক উপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে, যারা কেবল নির্দিষ্ট দেশ বা স্থানীয় বাজারের জন্য পণ্য তৈরি করে। তারা হয়তো সেসব পণ্যের তথ্য অনলাইনে হালনাগাদই করে না। ফলে সেই দেশের স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করা পণ্যের গায়ের বারকোড যখন অন্য দেশে বসে কেউ স্ক্যান করার চেষ্টা করবে, তখন সেখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই বারকোড স্ক্যান করে আসল-নকল পণ্য চিহ্নিত করার বিষয়টি এত সহজ নয়। সে ক্ষেত্রে আসল পণ্য চেনার উপায় কী হতে পারে-জানতে চাইলে বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘ প্রসাধনী কেনার আগে অনলাইনে সেটি সম্পর্কে জেনে নিন। অর্থাৎ সেটির টেক্সচার কেমন, পারফরম্যান্স কেমন, প্যাকেজিংটা কেমন ইত্যাদি। কেনার সময় সেসব মিলিয়ে নিন। আবার দামের বিষয়টি মাথায় রাখুন। এখন দেশের অনেক দোকানে কসমেটিকস অনেক কম দামে বিক্রি হয়। যে পণ্যটির দাম তাদের ওয়েবসাইটেই ৩০-৪০ ডলার, সেটি কোনোভাবেই বাজারে দেড় হাজার টাকায় বিক্রি করা সম্ভব নয়। কেউ যদি বলে সে ৯০ শতাংশ ছাড়ে কিনে এনেছে, তাহলেও সেটি অনলাইনে যাচাই করে নিন।’ এসব পণ্যের প্যাকেজিংটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অপারেশন সিঁদুর সামরিক অভিযান নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১২ মে ঃ অপারেশন সিঁদুর শুধুমাত্র সামরিক অভিযান নয়, ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও কৌশলগত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌতে আজ ব্রহ্মোস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড টেস্টিং ফেসিলিটি সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে একথা বলেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং। এই অপারেশনকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তির মহড়া হিসেবে চিহ্নিত করেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত যেখানে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, সেখানে জঙ্গি এবং তাদের প্রভুরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, উরির ঘটনার পর সার্জিকাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামার হামলার পর বিমান প্রত্যাঘাত এবং পহেলগামের হামলার পর আকাশপথে পরপর হামলা, এগুলির মাধ্যমে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে যে, দেশের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে ভারত কী করতে পারে।শ্রী রাজনাথ সিং জানান, পাকিস্তান এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিদের পরিকাঠামো ধ্বংসের জন্য এই অভিযান চালানো হয়েছিল, কোন নিরীহ নাগরিককে নিশানা করা হয়নি। অন্যদিকে, পাকিস্তান ভারতের নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে এবং মিন্দর, গুরদুয়ারা এবং গির্জাকে নিশানা করছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ব্রহ্মোসকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম সুপারসনিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি হল ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তির বার্তা। উত্তরপ্রদেশ প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোর (ইউপিডিআইসি)-টিকে দেশের গর্ব হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন, এতে প্রত্যক্ষভাবে ৫০০ এবং পরোক্ষভাবে ১০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তিনি জানান, ইউপিডিআইসি-তে ১৮০টি মউ এপর্যন্ত স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৩৪,০০০ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। ইতিমধ্যে ৪,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এয়ারক্র্যাফ্ট তৈরি, ড্রোন, অস্ত্রশস্ত্র, প্যারাস্যুট প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে। এখানে সরকারি এবং বেসরকারি, উভয়েরই অংশীদারিত্ব রয়েছে। মাত্র ৪০ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য তিনি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ, ডিআরডিও-র বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং সংশ্লিষ্ট অন্যদের প্রশংসা করেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অপারেশন সিঁদুরের প্রশংসা করে বলেন, সন্ত্রাসবাদকে ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। লক্ষ্ণৌতে ২০০ একর এলাকাজুড়ে গড়ে উঠেছে ব্রহ্মোস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ট টেস্টিং ফেসিলিটি সেন্টার। উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং শ্রী ব্রিজেশ পাঠক, মুখ্যসচিব শ্রী মনোজ কুমার সিং, ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান ডঃ সমীর ভি কামাত সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পদস্থ আধিকারিকরা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

ভারত-পাক সংঘর্ষ,অপারেশন সিঁদুরের পর শান্তিবার্তা নবনির্বাচিত পোপের

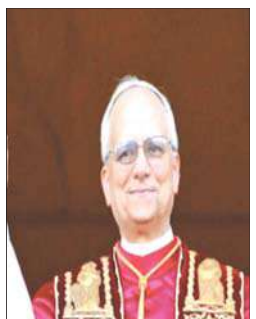

১২ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের পর ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানালেন নবনির্বাচিত পোপ লিও চতুর্দশ। ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ আগামী দিনে স্থায়ী শান্তির পথে হাঁটবে বলে বার্তার দিলেন পোপ। পাশাপাশি বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির কাছে আবেদন জানালেন, যুদ্ধের পথে না হেঁটে কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের। পোপ নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম রবিবার সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে ভাষণ দেন লিও চতুর্দশ। সেখানেই ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে লিও বলেন, ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশ সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়েছে হয়েছে শুনে খুশি হয়েছি। এটা অত্যন্ত সদর্থক পদক্ষেপ। আশা করব আলোচনার মাধ্যমে তারা তাদের আঞ্চলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজে নেবে। একইসঙ্গে বিশ্বশান্তির বার্তা দিয়ে নবনির্বাচিত পোপ জানান, এটা যুদ্ধের সময় নয়। বিশ্বের সব শক্তিশালী দেশের উচিত শান্তির লক্ষ্যে কাজ করা। যুদ্ধ এড়িয়ে কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধান সম্ভব। সেই পথে হেঁটেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা উচিত আমাদের।

গত ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে পাকিস্তানের মদতে চলা জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হিয়েছিল ২৬ জনের। এই হামলায় প্রত্যক্ষ মদত ছিল পাকিস্তানের। হামলার দায়ও নেয় লস্কর ই তইবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রণ্ট। এই অবস্থায় পাকিস্তানের মাটিতে সন্ত্রাসের আঁতু। ঘরে হামলা চালায় ভারত। পাক অধিকৃত কাশ্মীর ও পাকিস্তানের ৯টি জায়গায় জঙ্গিদের হেড কোয়ার্টার গু।িয়ে দেওয়া হয়। সেনা ও আইএসআই লালন করছিল এই সন্ত্রাসের কারখানা। সেই ঘটনার পর পাকিস্তানের হামলা ও পালটা হামলার পর বর্তমানে যুদ্ধবিরতি চলছে দুই দেশের মধ্যে। আগামিকাল দুপুর ১২টায় পাকিস্তানের সঙ্গে এই ইস্যুতে বৈঠক হওয়ার কথা ভারতের। এরইমাঝে যুদ্ধবিরতিকে সাধুবাদ জানিয়ে বিশ্বশান্তির বার্তা দিলেন নবনির্বাচিত পোপ।

উল্লেখ্য, পোপ ফ্রান্সিসের উত্তরসূরি হিসাবে পোপ লিও চতুর্দশকে সম্প্রতি বেছে নিয়েছেন বিভিন্ন দেশের কার্ডিনালরা। ভ্যাটিকানের ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মার্কিন নাগরিক পোপের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের স্নেহের পাত্রও ছিলেন নতুন পোপ। পোপ নির্বাচিত হওয়ার আগে তাঁর নাম ছিল কার্ডিনাল রবার্ট প্রিভস্ট।

বুলন্দশহরে দু'টি বাইকের সংঘর্ষে মৃত দুই, আহত ৪ জন

বুলঃদশহর, ১২ মে ঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরে দু'টি মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। এছাড়াও ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। সোমবার বুলঃদশহরের খুর্জার সোন্দা হাবিবপুর এলাকায় দু'টি দ্রুতগতির বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'জনের মৃত্যু এবং চারজন আহত হয়েছেন। নিহতরা খুর্জা এবং সম্ভলের বাসিন্দা, এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দু'জন। সোমবার সকালে ডাঃ পঙ্কজ ত্যাগী বলেছেন, একটি দুর্ঘটনার পর ৬ জনকে হাসপাতালে আনা হযেছিল। তাদের মধ্যে দু'জনকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল এবং বাকি চারজনের মধ্যে একজন স্থিতিশীল, দু'জনের অবস্থা গুরুতর এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হচ্ছে।

ভারতের কাছে আর্জি জানালো বালোচ বিদ্রোহীরা

১২ মে ঃ এ যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া। অপারেশন সিঁদুরের আঘাতে তছনছ পাকিস্তান। এই সুযোগকে হাতিয়ার করে স্বাধীনতার ল।াই আরও তীব্র করল বালোচ বিদ্রোহীরা। সম্প্রতি বালোচ লিবারেশন আর্মির তরফে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে পাকিস্তানের ৫১টি জায়গায় ৭১টির বেশি হামলা চালিয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানকে বিশ্বশান্তির অন্যতম কাঁটা হিসেবে উল্লেখ করে ভারতের কাছে সামরিক সাহায্যের আর্জি জানানো হয়েছে। গত রবিবার বিএলএ মুখপাত্র জিয়ন্দ বালোচ পাকিস্তানকে নিশানা করে বিবৃতি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ‘ এক সপ্তাহে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চরম সামরিক উত্তেজনার মাঝেই পাক সেনার বিরুদ্ধে ব।স। অভিযান চালানো হয়েছে। ৫১টি জায়গায় ৭১টির বেশি হামলা চালানো হয়েছে। হামলার নিশানায় ছিল পাক সেনার কনভয়, গুপ্তচর দপ্তর ও খনিজ পরিবাহী যানবাহন।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 30.06.2024 & MSGL ,SPL 16 ,One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans up to 30.09.2024 and MSGB ,SME Suvarna & EMI due upto 31.03.2025.Also those gold loans where interest is due and not paid up to 31.03.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্তেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 13.06.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

KOLKATA DISTRICT - BOW BAZAR-KOLKATA:2649000715, 2649000718, 2649000724, 2649000734, 2649000753, 2649000757, 2649000776, 2649000777, 2649000801, 2649000806, 2649000812, 2649000817, 2649000821, 2649000822, 2649000823, 2649000850, 2649000852, 2649000871, 2649000883, 2649000884, 2649000885, 2649000886, 2649000888, 2649000899, 2649000900, 2649000905, 2649000911, 2649000915, 2649000920, 2649000925, 2649000930, 2649000931, 2649000934, 2649000935, 2649000944, 2649000950, 2649000951, 2649000957, 2649000958, 2649000964, 2649000972, 2649000984, 2649000985, 2649000987, 2649000988, 2649000990, 2649001005, 2649001007, 2649001014, 2649001030, 2649001034, 2649001053, 2649001058, 2649001059, 2649001060, 2649001062, 2649001068, 2649001083, 2649001098, 2649001112, 2649001123, 2649001127, 2649001139, 2649001140, 2649001148, 2649001153, 2649001168, 2649001172, 2649001185, 2649001190, 2649001192, 2649001195, 2649001203, 2649001207, 2649001214, 2649001220, 2649001224, 2649001230, 2649001234, 2649001237, 2649001251, 2649001257, 2649001293, 2649001297, 2649001306, 2649001312, 2649001314, 2649001315, 2649001316, 2649001318, 2649001324, 2649001333, 2649001343, 2649001357, 2649001360, 2649001362, 2649001363, 2649001373, 2649001375, 2649001377, 2649001379, 2649001385, 2649001389, 2649001390, 2649001392, 2649001396, 2649001399, 2649001406, 2649001417, 2649001418, 2649001419, 2649001424, 2649001427, 2649001443, 264900589, 264900590, 264900591, 264900599, 264900602, 264900608, 264900614, 264900616, 264900618, 264900627, 264900632, 264900646, 264900664, 264900665, 264900667, 264900668, 264900684, 264900692, 264900695, 264900713, 264900735, 264900740, 264900741, 264900749, 264900763, 264900764, 264900766, 264900782, 264900785, 264900792, 264900797, 264900815, 264900816, 264900819, 264900848, 264900849, 264900850, 264900851, 264900869, 264900882, 264900886, 264900887, 264900917, 264900923, 264900929, 264900939, 264900944, 264900959. **LENIN SARANI:** 3967000010, 3967000021, 3967000027, 3967000038, 3967000039, 3967000041, 3967000046, 3967000054, 3967000066, 3967000067, 3967000069, 3967000070, 3967000073, 3967000075, 3967000076, 3967000078, 3967000080, 3967000083, 3967000085, 3967000093, 3967000095, 3967000097, 3967000099, 3967000100, 3967000106, 3967000107, 3967000108, 3967000109, 3967000110, 3967000119, 3967000123, 3967000141, 3967000194, 396700644, 396700649, 396700668, 396700679, 396700726, 396700734, 396700743, 396700750, 396700757, 396700759, 396700778, 396700788, 396700789, 396700790, 396700791, 396700792, 396700796, 396700802, 396700804, 396700805, 396700806, 396700808, 396700809, 396700816, 396700817, 396700831, 396700836, 396700837, 396700840, 396700842, 396700844, 396700845, 396700846, 396700847, 396700848, 396700853, 396700862, 396700866, 396700867, 396700868, 396700869, 396700870, 396700871, 396700874, 396700877, 396700880, 396700881, 396700886, 396700894, 396700907, 396700908, 396700910, 396700911, 396700912, 396700919, 396700926, 396700927, 396700929, 396700933, 396700939, 396700940, 396700948, 396700958, 396700969, 396701003, 396701004, 396701005, 396701014, 396701020, 396701039, 396701040, 396701058, 396701059, 396701077, 396701079, 396701080, 396701083, 396701086, 396701089, 396701092, 396701093, 396701094, 396701099, 396701109, 396701112, 396701115, 396701119, 396701120, 396701125, 396701126, 396701130, 396701131, 396701133, 396701142, 396701149, 396701152, 396701159, 396701160, 396701162, 396701170, 396701172, 396701177, 396701179, 396701188, 396701196, 396701206, 396701212, 396701213, 396701214, 396701219, 396701224, 396701225, 396701232, 396701234. **SHYAM BAZAR:** 3968000570, 3968000573, 3968000581, 3968000589, 3968000597, 3968000599, 3968000602, 3968000607, 3968000612, 3968000614, 3968000618, 3968000620, 3968000630, 3968000633, 3968000640, 3968000650, 3968000654, 3968000658, 3968000668, 3968000669, 3968000685, 3968000700, 3968000705, 3968000708, 3968000713, 3968000717, 3968000719, 3968000724, 3968000725, 3968000728, 3968000729, 3968000731, 3968000734, 3968000737, 3968000746, 3968000751, 3968000752, 3968000756, 3968000757, 3968000758, 3968000766, 3968000770, 3968000775, 3968000778, 3968000781, 3968000785, 3968000803, 3968000805, 3968000806, 3968000812, 3968000816, 3968000817, 3968000818, 3968000820, 3968000821, 3968000826, 3968000832, 3968000835, 3968000836, 3968000837, 3968000840, 3968000841, 3968000845, 3968000846, 3968000851, 3968000852, 3968000856, 3968000857, 3968000871, 3968000872, 3968000879, 3968000881, 3968000882, 3968000887, 3968000893, 3968000897, 3968000903, 3968000905, 3968000917, 3968000948, 3968000949, 3968000960, 3968000965, 3968000975, 3968000982, 3968000983, 3968000984, 3968000987, 3968000995, 3968000998, 3968001000, 3968001002, 3968001005, 3968001018, 3968001023, 3968001026, 3968001043, 3968001044, 3968001051, 3968001061, 3968001063, 3968001064, 3968001066, 3968001090, 3968001092, 3968001093, 3968001096, 3968001098, 3968001104, 3968001106, 3968001107, 3968001108, 3968001111, 3968001113, 3968001117, 3968001131, 3968001134, 3968001150, 3968001155, 3968001157, 3968001168, 3968001172, 3968001175, 3968001177, 3968001181, 3968001183, 3968001184, 3968001188, 3968001196, 3968001197, 3968001202, 3968001205, 3968001207, 3968001209, 3968001212, 3968001215, 3968001216, 3968001222, 3968001225, 3968001230, 3968001231, 3968001239, 3968001241, 3968001245, 3968001249, 3968001258, 3968001262, 3968001270, 3968001272, 3968001278, 3968001279, 3968001280, 3968001282, 3968001287, 3968001289, 3968001290, 3968001292, 3968001295, 3968001299, 3968001321, 3968001332, 3968001334, 3968001336, 3968001344, 3968001346, 3968001348, 3968001349, 3968001355, 3968001356, 3968001357, 3968001361, 3968001362, 3968001364, 3968001372, 3968001374, 3968001375, 3968001376, 3968001377, 3968001384, 3968001392, 3968001404, 3968001406, 3968001422, 3968001434, 3968001435, 3968001440, 3968001443, 3968001444, 3968001449, 3968001457, 3968001458, 3968001463, 3968001464, 3968001466, 3968001468, 3968001473, 3968001487, 3968001492, 3968001493, 3968001498, 3968001506, 3968001507, 3968001509, 3968001518, 3968001521, 3968001536, 3968001537, 3968001543, 3968001546, 3968001562, 3968001568, 3968001569, 3968001583, 3968001584, 3968001587, 3968001605, 3968001606, 3968001609, 3968001616, 3968001618, 3968001620, 3968001621, 3968001622, 3968001624, 3968001628, 3968001629, 3968001630, 3968001638, 3968001639, 3968001646, 3968001649, 3968001650, 3968001651, 3968001652, 3968001658, 3968001665, 3968001673, 3968001682, 3968001687, 3968001704, 3968001715, 3968001719, 396800212, 396800235, 396800240, 396800252, 396800256, 396800258, 396800261, 396800264, 396800269, 396800279, 396800283, 396800287, 396800290, 396800291, 396800296, 396800297, 396800300, 396800308, 396800309, 396800311, 396800312, 396800316, 396800319, 396800323, 396800324, 396800328.**TOLLYGUNGE:** 3980001067, 3980001079, 3980001092, 3980001094, 3980001095, 3980001096, 3980001098, 3980001109, 3980001110, 3980001113, 3980001114, 3980001121, 3980001133, 3980001135, 3980001138, 3980001139, 3980001141, 3980001144, 3980001158, 3980001159, 3980001163, 3980001164, 3980001167, 3980001168, 3980001169, 3980001171, 3980001175, 3980001176, 3980001177, 3980001182, 3980001187, 3980001192, 3980001194, 3980001197, 3980001209, 3980001212, 3980001216, 3980001219, 3980001233, 3980001234, 3980001246, 3980001261, 3980001269, 3980001271, 3980001285, 3980001287, 3980001288, 3980001293, 3980001305, 3980001306, 3980001308, 3980001309, 3980001313, 3980001316, 3980001317, 3980001321, 3980001324, 3980001325, 3980001326, 3980001328, 3980001330, 3980001333, 3980001336, 3980001339, 3980001345, 3980001348, 3980001349, 3980001350, 3980001351, 3980001359, 3980001361, 3980001362, 3980001364, 3980001366, 3980001367, 3980001368, 3980001369, 3980001370, 3980001388, 3980001390, 3980001393, 3980001395, 3980001396, 3980001399, 3980001400, 3980001403, 3980001404, 3980001409, 3980001410, 3980001420, 3980001429, 3980001432, 3980001436, 3980001440, 3980001442, 3980001445, 3980001447, 3980001448, 3980001452, 3980001456, 3980001458, 3980001474, 3980001475, 3980001477, 3980001485, 3980001492, 3980001497, 3980001499, 3980001506, 3980001517, 3980001522, 3980001527, 3980001531, 3980001553, 3980001560, 3980001563, 3980001565, 3980001567, 3980001575, 3980001579, 3980001581, 3980001604, 3980001614, 3980001638, 3980001642, 3980001647, 3980001650, 3980001652, 3980001670, 3980001675, 3980001677, 3980001679, 3980001697, 3980001712, 3980001714, 3980001716, 3980001721, 3980001723, 3980001725, 3980001727, 3980001736, 3980001739, 3980001747, 3980001757, 3980001759, 3980001761, 3980001767, 3980001768, 3980001771, 3980001778, 3980001795, 3980001796, 3980001798, 3980001804, 3980001814, 3980001818, 3980001822, 3980001826, 3980001831, 3980001844, 3980001847, 3980001850, 3980001866, 3980001869, 3980001870, 3980001871, 3980001873, 3980001874, 3980001875, 3980001876, 3980001878, 3980001879, 3980001882, 3980001888, 3980001892, 3980001928, 3980001932, 3980001934, 3980001949, 3980001964, 3980001965, 3980001968, 3980001971, 3980001979, 3980001980, 3980001984, 3980001987, 3980001988, 3980001993, 3980001994, 3980001999, 3980002002, 3980002011, 3980002013, 3980002015, 3980002016, 3980002020, 3980002024, 3980002026, 3980002027, 3980002031, 3980002034, 3980002038, 3980002040, 3980002042, 3980002056, 3980002063, 3980002064, 3980002068, 3980002072, 3980002073, 3980002077, 3980002083, 3980002084, 3980002085, 3980002086, 3980002092, 3980002094, 3980002100, 3980002101, 3980002103, 3980002104, 3980002105, 3980002119, 3980002132, 3980002139, 3980002148, 3980002153, 3980002156, 3980002161, 3980002163, 3980002188, 3980002344, 398000301, 398000307, 398000314, 398000335, 398000336, 398000337, 398000341, 398000354, 398000355, 398000359, 398000388, 398000394, 398000399, 398000412, 398000420, 398000423, 398000424, 398000426, 398000428, 398000429, 398000430, 398000432, 398000433, 398000437, 398000442, 398000446, 398000447, 398000448, 398000452, 398000453, 398000454, 398000461, 398000462, 398000463, 398000464, 398000475, 398000477, 398000478, 398000480, 398000482, 398000494, 398000499, 398000508, 398000510, 398000521, 398000522, 398000523, 398000533, 398000534. **BOW BAZAR-2:** 4449000032, 4449000038, 4449000142, 4449000178, 4449000229, 4449000274, 4449000277, 4449000281, 4449000283, 4449000285, 4449000287, 4449000289, 4449000306, 4449000308, 4449000320, 4449000337, 4449000358, 4449000366, 4449000390, 4449000391, 4449000395, 4449000397, 4449000405.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 25.06.2025 at 10.00 am at **SHYAM BAZAR:** First Floor, Na. 206, Apc Road, Shyambazar, Oppositecesc Office, Kolkata, West Bengal, 700004. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছে ভারতঃ সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১২ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বকে চূড়ান্ত বার্তা দিয়েছে ভারত। জোর দিয়ে বললেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। সোমবার দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার বিষয়ে ঐকমত্য তৈরির জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০টি দেশের নেতাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন। সম্বিত বলেন, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বেশ কয়েকটি ইসলামিক দেশ-সহ এই সমস্ত দেশ ভারতের অবস্থানের প্রতি নিজেদের সমর্থন প্রকাশ করেছে। সম্বিত পাত্র বলেন, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ভারত ২৬ জনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই অভিযানের মাধ্যমে অদম্য সাহস প্রদর্শন করেছে ।

Name Change

I, Bishnu Pada Bhowmick S/o Nabadwip Chandra Bhowmick Residing at Uttalika Lig and Mig, 21 ST-FR, FL-19, 405, Barakhola Road, P.o - Mukundapur, P.s - Purba Jadavpur, District - Kolkata, Pin - 700099 West Bengal India shall henceforth be known as Bishnu Bhowmick. I declare that Bishnu Pada Bhowmick and Bishnu Bhowmick is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-03-2024.

Name Change

I, Manish Kumar Killa (old name) son of Mahesh Kumar Killa, residing at Tower 6 4104, 783 Anandapur Road, Urbana Complex, E.K.T, Kolkata – 700107, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Manish Killa (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/05/2025. Manish Kumar Killa (old name) and Manish Killa (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sohail Akhtar (Old Name) S/o Md Hussain Residing at 59, Collin Street, Park Street, P.s - Park Street, District- Kolkata, Pin- 700016 West Bengal shall henceforth be known as Sohail Akhtar Syed (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 23/2025 Dated 08-05-2025. Sohail Akhtar (Old Name) and Sohail Akhtar Syed (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I BHUTON SEKH MY FATHER OLD NAME ANCHAR SEKH R/O VILL GOBIPUR PO MALUMGACHHA P.S NAKSHIPARA, DIST NADIA, HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY FATHER NAME ANCHAR SEKH TO ANCHHAR ALI SK. AND HENCEFORTH MY FATHER SHALL BE KNOWN AS ANCHHAR ALI SK IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 26-3-25. MY FATHER ANCHHAR ALI SK AND ANCHAR SEKH IS SAME PERSON.

Name Change

I, Narayan Bagaria (old name) son of Santosh Kumar Bagaria, residing at 136, Jessore Road, Block-3, Flat-3/1C, Avani Oxford, Dist: North 24 Parganas, Kolkata – 700055, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Narayan Kumar Bagaria (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/05/2025. Narayan Bagaria (old name) and Narayan Kumar Bagaria (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Nur Nesa Bibi D/o Late Lokman Molla Residing at East Kanthalia, P.o - Bhangar, P.s - Uttar Kashipur, District - Kolkata, Pin - 743502 West Bengal India shall henceforth be known as Necharon Bibi. I declare that Nur Nesa Bibi and Necharon Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-05-2025.

Name Change

I LALTU DEBNATH MY FATHER OLD NAME SAMPOD DEBNATH R/O PO+PS TAHERPUR I/7/975 DO HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY FATHER NAME SAMPOD DEBNATH TO SAMPAD DEBNATH AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS SAMPAD DEBNATH IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT BEFORE NOTARY AT RANAGHAT DATED ON 8-5-25 MY FATHER SAMPAD DEBNATH AND SAMPOD DEBNATH IS SAME IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sudeep Kumar Paul S/o Niranjan Pal Residing at Vill - Bishnupur, P.o - Purba Bishnupur, P.s - Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741223 West Bengal India shall henceforth be known as Sudip Pal. I declare that Sudeep Kumar Paul and Sudip Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-05-2025.

Name Change

I, Sayeda Beg W/o Late Jabbar Beg Residing at Vill - Mohanpur, P.o - South Mohanpur, P.s - Mograhat, District - South 24 Parganas, Pin - 743610 West Bengal India shall henceforth be known as Sahida Bibi. I declare that Sayeda Beg and Sahida Bibi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-05-2025.

Name Change

I, Niranjan Chandra Paul S/o Late Narendra Pal Residing at Vill - Bishnupur, P.o - Purba Bishnupur, P.s - Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741223 West Bengal India shall henceforth be known as Niranjan Pal. I declare that Niranjan Chandra Paul and Niranjan Pal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-05-2025.

Name Change

I, Md Abdul Bari Sardar S/o Late Md Golam Rasul Sarder Residing at Vill+P.o - Nityanandakati, P.s - Swarupnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743273 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Bari Sardar. I declare that Md Abdul Bari Sardar and Abdul Bari Sardar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-05-2025.

পাইলট সেজে ৩০০ তরুণীর সঙ্গে প্রেম, গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে ঃ এআই (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স) প্রযুক্তির ব্যবহার করে ৩০০ তরুণীর সঙ্গে প্রেম! সোশ্যাল মিডিয়ায় কো-পাইলট সেজে প্রতারণা। অবশেষে গ্রেফতার সিকিমের ফ্রড যুবক। সোশ্যাল মিডিয়া-যেখানে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, ভালবাসার গল্পও শুরু হয়। কিন্তু এই

প্ল্যাটফর্মই কখনও কখনও বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়। এমনই এক প্রতারণার ঘটনায় শেষপর্যন্ত পুলিশের জালে সিকিমের এক যুবক, যার পরিচয় ছিল-তিনি একজন তিনি একজন 'কো-পাইলট'। গ্রেফতার হয়েছে হেমন্ত শর্মা, বয়স আনুমানিক ৩০। সিকিমের প্যাকিয়ংয়ের বাসিন্দা হলেও, কর্মসূত্রে সে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড স্টাফ। কিন্তু ইনস্টাগ্রামে কিংবা বিভিন্ন ডেটিং অ্যাপে নিজেকে ' কো-পাইলট' বা ' ফার্স্ট অফিসার' হিসেবে পরিচয় দিত। এআই (AI) প্রযুক্তির সাহায্যে নিজের ছবি পাইলটের পোশাকে এডিট করে সাজিয়ে সে তৈরি করেছিল নিজের চটকদার প্রোফাইল। সেই ছবি আর মিষ্টি কথার জালে যুবক জড়িয়েছে বহু তরুণীকে। অভিযোগ, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০ জন তরুণী তার ফাঁদে পড়েছেন। সূত্রের খবর, এক নার্সের থেকে চার গ্রাম সোনা আত্মসাৎ করার অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে শিলিগুড়ির মেডিক্যাল আউট পোস্ট থানার পুলিশ। অবশেষে ৬ মে রাতে শহরের শিব মন্দির সংলগ্ন দুর্গা মন্দির এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় হেমন্তকে। এই ঘটনার পরই প্রশ্ন উঠছে- কি খুব সহজে সবাইকে বিশ্বাস করে ফেলি? সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইলই কি কারোর আসল পরিচয়? প্রত্যেক মুহূর্তেই তাই সতর্ক থাকা জরুরি সাধারণ মানুষকে। হেমন্ত বর্তমানে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে রয়েছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, প্রতারণার নেটওয়ার্ক আরও বড় কি না, আর কারা কারা এর সঙ্গে জড়তি। এই ঘটনায় আরও একবার সামনে এল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার আর সোশ্যাল মিডিয়ায় সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা। ডিজিটাল যুগের এক নীরব বিপদ থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরই !

সামশেরগঞ্জে বোমা ফেটে বিস্ফোরণে জখম এক নাবালিকা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১২ মে ঃ আম বাগানে খেলা করছিল মেয়েটা। বুঝতে পারেনি তখনই বিপদ ওৎ পেয়ে আছে। বাগানের মধ্যে একটি বল দেখেই তুলে নিয়েছিল হাতে। ব্যাস! তখনই বিস্ফোরণ। গুরুতর আহত হয় বছর ছ'য়ের মেয়েটা। বস্তুত, বোমা ফেটে মুর্শিদাবাদে জখম হওয়ার ঘটনা নতুন নয়। বিভিন্ন সময় বহু ছোট- ছোট ছেলে-মেয়েরা এই ভাবে বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে জখম হয়। কিন্তু মুর্শিদাবাদে এত বোমা আসে কীভাবে? আবারও কেন বারুদের গন্ধ? উঠছে প্রশ্ন। জানা গেছে, আহত কিশোরীর নাম নুসরাত জাহান (৬)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রামে। ওই কিশোরী বর্তমানে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে, সকালে একটি আম বাগানে খেলা করছিল ওই কিশোরী। খেলা করার সময় বলের মত একটি বস্তু দেখতে পেয়ে হাতে তুলতেই বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় সামশেরগঞ্জ স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কে বা কারা এই বোমা মজুত করেছিল, কোন উদ্দেশ্যে মজুত করেছিল ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

বাড়ছে না মাইনে, বড় সিদ্ধান্ত জানালেন পরিবহন কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১২ মে ঃ বাড়েনি বেতন অসন্তোষ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমে। অনিশ্চয়তায় থাকা মেকানিক ও কনডাক্টরদের আলিপুরদুয়ার ডিপোতে অবস্থান-বিক্ষোভে নেমেছেন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন শ্রমিক কর্মচারি ঐক্যমঞ্চের উদ্যোগে এদিন আলিপুরদুয়ার ডিপোতে শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমেছেন। তবে সমস্যার সুরাহার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ারও হুঙ্কার দিয়েছেন এই সকল কর্মীরা। জানা গেছে, পরিবহন চালকদের বেতন বাড়লেও মেকানিক ও কনডাক্টরদের বেতন বাড়েনি। ফলে এই নিয়ে চাপা অসন্তোষ শুরু হয়েছে কর্মীদের মধ্যে। আলিপুরদুয়ারে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ডিপোতে মাত্র ১০ জন সরকারি হিসেবে কর্মী রয়েছেন। বাদ বাকি ১৬০ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী। বিক্ষোভকারীদের দাবি, এক নির্দেশ চুক্তিভিত্তিক বাস কন্ডাক্টরদের বেতন বাড়লেও মেকানিক ও সরকারি কন্ডাক্টর বেতন বাড়ানো হয়নি। এই নিয়ে ক্ষুদ্ধ পরিবহন কর্মীরা। আলিপুরদুয়ার পরিবহন কর্মী পংকজ রায় বলেন, এটা দ্বিচারিতা। এটা আমরা মেনে নেব না। আমাদের দিয়ে সব কাজ করানো হবে অথচ বেতন বাড়বে না। এটা মেনে নেব না। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। আমাদের দাবি না মেনে নিলে বড় ধরনের আন্দোলনে নামব আমরা। এ দিকে, এ বিষয়ে ডিপো ইনচার্জ শঙ্কর দে বলেন, বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এটা যে দ্বিচারিতা। তিনি বলেন, আমি কর্মীদের পক্ষে। পরিবহনে বাস চলাচলে সমস্যা হতে পারে। সেটা উপর মহলে জানানো হবে।

আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে মৃত্যু দুই শিশুর, শোকের ছায়া এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১২ মে ঃ কাগজের তৈরি কালি প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিতে গিয়ে আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে মৃত্যু দুই শিশুর। আরও দুই শিশু তলিয়ে গেলেও তাদের উদ্ধার করতে পেরেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। সোমবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাদোলপাড়ায়। মৃত দুই নাবালকের নাম ইশা সরকার(৯) ও মন্টি সরকার(১১)। তাদের বাড়ি ধাদলপাড়াতেই। মন্টি চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। আর ইশা তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত। পরে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ তাদের দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বিষয়টি জানাজানি হতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখছে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। জানা গেছে, সোমবার সকালে ধাদলপাড়ার চারজন শিশু খেলার ছলে কাগজের তৈরি কালি প্রতিমা তৈরি করে পুজো করে। সেই প্রতিমাকে পুজো করে তারা। এরপরই কাগজের তৈরি প্রতিমা আত্রেয়ী নদীতে বিসর্জন দিতে যায়। বাড়ির পাশে আত্রেয়ী নদীতে প্রতিমা বিসর্জন করতে গিয়েই চারজনই শিশু জলে তলিয়ে যায়। যার মধ্যে তিনজন কন্যা শিশু রয়েছে। বিষয়টি দুপুরে নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার কাজে হাত লাগালে দু'জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারে। বাকি দুজন জলে তলিয়ে যায়। পরবর্তীতে নদীতে নামে ডুবুরি। ঘটনাস্থলে আসে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা ও ডুবুরিদের সহায়তায় দুজনকে মৃত দুই নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়।

সম্মাননা প্রদান পড়ুয়া, বিদ্যালয় ও সেনানীদের ঃ মন্ত্রী

দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ১২ মে ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয় গুলিকেও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করবেন বলে জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা বোলপুরের বিধায়ক চন্দ্রনাথ সিংহ। এদিন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনই ঘোষণা করলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। বোলপুর বিধানসভা এলাকার ২৩ টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রায় তিন হাজার জন ছাত্র-ছাত্রীকে সম্মাননা প্রদান করা হবে। কেবল ছাত্র-ছাত্রীদের নয় সম্মাননা প্রদান করা হবে বিদ্যালয়গুলিকেও। সম্মান জানানো হবে সেনানীদেরও। বোলপুর গীতাঞ্জলিতে ১৯ মে সকাল সাড়ে দশটা থেকে এই সম্মান প্রদান করা হবে।এই সম্মান প্রধান অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন এসআরডিএ চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল সহ আরো অনেকে। বোলপুরের পর তার বিধানসভা এলাকা ইলামবাজারেও ঠিক একইভাবে সম্মাননা প্রদান করা হবে। এদিন বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয় একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকেরা। তাদেরও বাল্যবিবাহ রোধ করতে বিশেষ দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা।

আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে কালনা হাসপাতালের নার্সদের শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১২ মে ঃ ১২ মে, আধুনিক নার্সিংয়ের প্রবক্তা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের জন্মদিন। এই দিনটি সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মানবসেবার প্রতীক নার্সদের সম্মান জানাতেই প্রতি বছর এই দিনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন পূর্বস্থলীর কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট মন্ত্রী শ্রী স্বপন দেবনাথ, স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকগণ, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মন্ত্রী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। এরপর তিনি হাসপাতালের সকল নার্সিং স্টাফদের হাতে ফুল ও মিষ্টি তুলে দিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা জানান। স্বপন দেবনাথ তাঁর বক্তব্যে বলেন, রোগীর সেবার ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা অপরিসীম। তাঁরা যেভাবে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে রোগীদের সুস্থ করে তোলার জন্য কাজ করেন, তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। চিকিৎসা পরিসেবা নার্সদের ছাড়া সম্পূর্ণ হয় না। আপনাদের নিঃস্বার্থ সেবাই আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। মন্ত্রী আরও বলেন, রোগীদের পাশাপাশি নার্সদের নিজেরাও ভালো থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রেখে যদি আপনারা কাজ করেন, তাহলে সমাজও আরও উপকৃত হবে। তিনি নার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং তাঁদের পেশাগত জীবনে সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি ঘিরে নার্সদের মধ্যে এক আনন্দঘন পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা সকলেই এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত ও অনুপ্রাণিত হন। এই ধরনের উদ্যোগ নার্সদের মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরিসেবার গুণগত মান বৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মত বিশিষ্টজনদের।

বাসচালককে মারধরের অভিযোগে দু'জন গ্রেপ্তার, বরাকর-আসানসোল রুটে বন্ধ বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১২ মে ঃ বহিরাগতদের বিরুদ্ধে বাসচালককে মারধরের অভিযোগ। মারধর করে মুখ, নাক ফাটিয়েও দেওয়া হয়। এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অধরা অনেকে। দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবিতে বরাকর-আসানসোল রুটে বন্ধ বাস পরিষেবা। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ থাকবে বলেই দাবি বাসচালকদের। তার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার যাতায়াতকারীরা। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার সকালে। আসানসোল থেকে ঝাড়খণ্ডের দিকে যাচ্ছিল এক গাড়ি। ওই একই দিকে যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহি বাসও। যাওয়ার সময় ওভারটেক করা নিয়ে শুরু হয় বচসা। অভিযোগ, বরাকর বাসস্ট্যান্ডে এক বাসচালককে গালিগালাজ করে গাড়ির যাত্রীরা। তার ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। অভিযোগ, ওই বাস চালককে ব্যাপকভাবে মারধর করা হয়। নাকে ও মুখে আঘাত গুরুতর। এমনকি বাসে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। বাসচালককে মারধরের পর গাড়িতে থাকা যুবকরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। স্থানীয়রা তাদের বেশ কয়েকজনকে ধরে ফেলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বরাকর ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছায়। দুই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাকি বেশ কয়েকজন এখনও পলাতক। বাসচালকদের দাবি, ওই যুবকেরা ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এই ঘটনার প্রতিবাদে বরাকর-আসানসোল বাস পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন চালকরা। আপাতত বন্ধ পরিষেবা। তার ফলে সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত দিনে চরম ভোগান্তির শিকার যাতায়াতকারীরা। একে তো প্রচণ্ড গরম, তার উপর আবার রাস্তায় বাস না পাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

অপারেশন সিঁদুরের আবহে ৭১-এর দিনগুলো আজও উঁকি দেয় সারদাপ্রসাদ রায়ের চোখে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১২ মে ঃ অপারেশন সিঁদুরের আবহে ৭১-এর দিনগুলো আজও উঁকি দেয় সীমান্ত পাড়ের এক অজানা দেশপ্রেমিকের চোখে। ভেসে ওঠে ৭১-এর ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ। সারদাপ্রসাদের স্মৃতিতে আজও জ্বলজ্বল করছে সেই ইতিহাস। ৭১ সালের সেই দিনগুলো আজও স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে দক্ষিণ বেরুবাড়ির সারদাপ্রসাদ রায়ের চোখে। বয়স আশির কোঠায়, কিন্তু কণ্ঠে এখনও ঝাঁঝ- যুদ্ধের ঝাঁঝ! স্মৃতির পাতায় ফিরে গিয়ে তিনি বলেন, ১৯৬২ সালেই বুঝেছিলাম, আমাদের এই অংশটি পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সেই থেকেই বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের অংশ হতে দেওয়ার বিরোধিতায় গড়ে তুলেছিলেন বেরুবাড়ি আন্দোলন। সেই বেরুবাড়ি আন্দোলনের মাটি থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, 'যুদ্ধের সেই দিনগুলো, যখন পাকিস্তানকে লক্ষ করে ভারতীয় সেনার মুহূর্মুহূ আক্রমণে কেঁপে উঠত বেরুবাড়ির সীমান্ত। একদিকে কামানের গোলা, গুলির শব্দ, বুটের আওয়াজ থেকে কামানের গোলার ধোঁয়ায় আকাশ

কালো হয়ে থাকত বেরুবাড়ির। বেরুবাড়িকে ভারতের জমি হিসেবে রেখে দিতে সার্থক হয়েছিলেন সারদাপ্রসাদ-সহ অন্যান্য-সহ যোদ্ধারা। তারপর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আজও স্মৃতিতে উঁকি দেয়।' সারদাপ্রসাদ জানান, ' তখন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষদের। সেই সময় সারদাপ্রসাদ ছিলেন স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক সক্রিয় সদস্য। ভারতীয় সেনার জন্য গোলাবারুদ থেকে খাবার-সব পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছেন তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা।' তিনি বলেন, ' সেনারা যেভাবে মা-বোনেদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, তা আজও চোখে ভাসে। ভারতীয় সৈনিকেরা যেভাবে বুক চিতিয়ে লড়েছে- সে তো গর্বের কথা।' এই বয়সেও যদি যুদ্ধ ডাক আসে, সারদাপ্রসাদ জানিয়ে দেন, তিনি প্রস্তুত। দেশকে যদি প্রয়োজন হয়, আবার পথে নামতে এক মিনিট দেরি করব না। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মকথায় দক্ষিণ বেরুবাড়ির অবদান আজ হয়তো ইতিহাসের পাতায় ছোট জায়গা নিয়েছে, কিন্তু সারদাপ্রসাদদের মতো মানুষদের মনে তা গাঁথা রয়েছে সোনার অক্ষরে। আজও যখন সীমান্তে উত্তেজনা বাড়ে, সারদাপ্রসাদ চুপিচুপি তাকান আকাশের দিকে। চোখে ভেসে ওঠে সেই দিনের রাইফেল, সেই গর্জে ওঠা যুদ্ধ, মনে নয়- চোখে ভেসে উঠছে সেই দিনগুলি।

মেদিনীপুরে মেয়াদউত্তীর্ণ স্যালাইনে অসুস্থ আরও একজনের মৃত্যু এসএসকেএম-এ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১২ মে ঃ মেদিনীপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইনে অসুস্থ আরও একজনের মৃত্যু হল। চার মাস লড়াই করেও বাড়ি ফিরতে পারলেন না নাসরিন। মেদিনীপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার পর তাঁকে আনা হয়েছিল কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। রবিবার রাতে ডায়ালিসিস নিতে না-পেরে একাধিক অঙ্গ অকেজো হয়ে সেখানেই মৃত্যু হয় মেদিনীপুরের অসুস্থ প্রসূতি নাসরিন খাতুনের। সূত্রের খবর, নাসরিনের দেহ এসএসকেএম থেকে ময়নাতদন্ত হয়ে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। স্বাস্থ্য আধিকারিকের দাবি, একাধিক অঙ্গ অকেজো হয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই প্রসূতির। প্রায় চার মাস যুদ্ধ করার পর মৃত্যু হল তাঁর । শেষ ইচ্ছে ছিল কোলের সন্তানকে ছুঁয়ে দেখা । কিন্তু নাসরিনের তা পূরণ হল না। নাসরিনের জামাইবাবু ইনসান আলি বলেন, দিন দশ আগেই জেনারেল বেডে দেওয়া হয়েছিল নাসরিনকে। ১০ মে বাড়ি ফেরার কথা ছিল। যদিও ৯ মে রাত থেকে ফের খিঁচুনি, বমি শুরু হয়। রবিবার রাতে চিকিৎসকরা জানান নাসরিন আর নেই। চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের মাতৃমাতে সন্তানের জন্ম দেন মামনি রুইদাস, রেখা সাউ, মাম্পি সিং, মিনারা বিবি ও নাসরিন খাতুন- এই পাঁচ প্রসূতি। সন্তান জন্ম দেওয়ার পরই তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অভিযোগ ওঠে হাসপাতালের চিকিৎসার অব্যবস্থা সেইসঙ্গে মেয়াদোত্তীর্ণ রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন দেওয়ার জেরে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে মামনি রুইদাস নামে এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। বাকি আশঙ্কাজনক অসুস্থ ৪ জনকে আইসিইউতে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে রেখা সাউ সুস্থ হয়ে উঠলেও বাকি তিনজনের অবস্থার অবনতি দেখে মাম্পি সিং, মিনারা বিবি ও নাসরিন খাতুনকে কলকাতায় এসএসকেএম-এ নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর মেদিনীপুর স্যালাইন কাণ্ড নিয়ে জলঘোলা হতে শুরু করে। মৃত্যু হয় রেখা সাউয়ের সদ্যোজাতর। ওই ঘটনায় সিআইডি তদন্ত, সেই সঙ্গে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে অসুস্থ প্রসূতি মাম্পি, মিনারা বিবি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেও ফিরলেন না কেশপুরের নাসরিন।

আগুনে ভস্মীভূত ২৬টি বাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ সামগ্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১২ মে ঃ বর্ষার সময় গঙ্গা গিলে খেয়েছিল বাড়ি। নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন ওঁরা। ঘরের চিহ্নটুকু রাখেনি গঙ্গা। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে ধীরে-ধীরে ফের তারা বাড়ি বানিয়েছিলেন। ঠিক বাড়ি বলা চলে না। ঝুপড়ি বানিয়েছিলেন। সেইটিই তাঁদের কাছে সবকিছু ছিল। কিন্তু এবার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল সেই ঘরও। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বীরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গারামটোলার। সেখানেই আগুনে ভস্মীভূত ২৬টি গঙ্গা ভাঙনপীড়িতের বাড়ি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আনুমানিক দুপুর ২টো নাগাদ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন গ্রাস করে ফেলে পুরো এলাকাকে। আগুনের করাল গ্রাস থেকে নিজেদের কোনও সামগ্রী বাঁচাতে পারেনি একটিও পরিবারও। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী এবং দমকল কর্মীরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুপুরে কোনও একটি বাড়িতে রান্নার সময় আগুন লাগে। সেই আগুনে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। আগুন লাগার ঘটনাতে বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডারও ফেটেছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। যার ফলে আগুন আরও তীব্রভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ত্রাণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধান পিঙ্কু দাস। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি পরিতোষ সরকার জানিয়েছেন, প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সেনার পোশাক পরে উদ্দ্যাম নাচ, সাইবার ক্রাইমের দ্বারস্থ সিআইএসএফ জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১২ মে ঃ সেনাকর্মী নয়, অথচ সেনাবাহিনীর পোশাক পরে চলছে নাচ। রাস্তার মাঝে রীতিমতো উদ্দ্যাম নাচ চলছে। দেখে স্তম্ভিত সাধারণ মানুষ। পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। দুই মহিলার ওই নাচে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন ওই জওয়ান। সম্প্রতি ভারত-পাক সীমান্তে অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ভারতে জঙ্গি হামলার বদলা নিতে পাকিস্তানে চালানো হয় সামরিক অভিযান। এই আবহেই ওই দুই মহিলার নাচ ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখা যায় একটি ব্রিজের মাঝে সেনার পোশাকে নাচছেন দুই মহিলা। সেই ভিডিয়ো ঘিরে ওঠে সমালোচনার ঝড়। সাধারণ মানুষ থেকে সেনাকর্মী, প্রত্যেকেই ওই ঘটনার নিন্দা করেন। এবার ওই দুই মহিলাকে গ্রেফতারের দাবিতে অভিযোগ দায়ের হল সাইবার ক্রাইম বিভাগে। অভিযোগ উত্তর ২৪ পরগনার কাঁপা ব্রিজের উপর এই নাচ চলছিল। 'অপরাজিত কি দুনিয়া' ও ' অপরাজিত কি দুলহানিয়া' নামে দুটি পেজ চালান এক মহিলা। তাঁর নাম রীতা মণ্ডল। তিনিই এই নাচের ভিডিয়ো এই ভিডিয়ো আপলোড করেছেন। তিনি নদীয়ার বাসিন্দা। এই ঘটনার জেরে বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় ওই দুই মহিলার নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ জানিয়েছেন এক সিআরপিএফ জওয়ান। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে প্রশ্ন উঠেছে, সেনাবাহিনীর পোশাক ওই দুই মহিলা কোথা থেকে পেলেন?

সামাজিক মাধ্যমে ভারত-বিরোধী পোস্ট, দশ দিন পুলিশি হেফাজত

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মে ঃ সামাজিক মাধ্যমে ভারত-বিরোধী পোস্ট করায় রবিবার এক যুবককে কান ধরে ওঠবোস করানো হয়েছিল। ধৃতকে সোমবার বাঁকুড়া জেলা আদালতে পেশ করা হলে তাঁকে দশ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকায়। তাঁকে কান ধরে ওঠবোস করানোর অভিযোগ ওঠে বিজেপি-র কিছু কর্মীদের বিরুদ্ধে। পরে ওই যুবককে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। ধৃতের নাম ইমরান শেখ ওরফে সম্রাট, বাড়ি মুর্শিদাবাদে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, মুর্শিদাবাদের চাঁদপাড়া রঘুনাথগঞ্জ এলাকা থেকে ফেরিওয়ালার কাজ নিয়ে দিন কয়েক আগে বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকায় আসেন সম্রাট ও তাঁর এক সঙ্গী। অভিযোগ, সম্রাট পাকিস্তানকে সমর্থন করে নিজের সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্টে নানা রকমের ছবি ও লেখা পোস্ট করেন। এমনকী বেশ কিছু ভারত বিরোধী মন্তব্যও পোস্ট করা হয় ওই অ্যাকাউন্ট থেকে।

নাবালিকা ভাগ্নিকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার মামা, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১২ মে ঃ নাবালিকা ভাগ্নিকে ধর্ষণের অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি। অভিযুক্তের নাম বাপ্পাদিত্য সিকদার, মালদা জেলার বাসিন্দা হলেও তিনি শিলিগুড়ির শিব মন্দির এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থেকে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। সোমবার শিলিগুড়ি মহিলা থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং এদিনই ধৃতকে

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাউডাঙ্গী এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে দেশবন্ধু পাড়ায় পরিচয় হয় বাপ্পাদিত্যর। পরিচয়ের সূত্র ধরে তাদের মধ্যে ' মামা-ভাগ্নির' সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই সম্পর্কের আড়ালে সুযোগ নিয়েই ঘটেছে এই জঘন্য ঘটনা, এমনটাই অভিযোগ নাবালিকার পরিবারের। পরিবারের দাবি, চলতি মাসের ৯ তারিখ বাপ্পাদিত্য ওই নাবালিকাকে জানায় যে তার বাড়িতে পুজো রয়েছে এবং সেখানেই আসতে বলে। নির্দোষ মনে করে মেয়েটি তার কথামতো তার বাড়িতে যায়। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দেখে, পুজোর কোনো চিহ্ন নেই এবং বাড়ি সম্পূর্ণ ফাঁকা। অভিযোগ, সেই সুযোগে বাপ্পাদিত্য নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। ঘটনার পরে মেয়েটি বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায়। এরপরই তার পরিবার শিলিগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগ পাওয়ার পর তৎপর হয় পুলিশ এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এই মুহূর্তে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষাও করানো হয়েছে বলে জানা গেছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বাপ্পাদিত্যর পরিচিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে এবং তার বাড়ি থেকে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের কাজ চলছে। এই ঘটনার পর স্থানীয় মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছ।য়িছে। সমাজে এমন আত্মীয়তার সম্পর্ককেও যারা বিশ্বাসের জায়গা ভেবে নিরাপদ মনে করে, সেখানে এমন ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শিশু ও নারী সুরক্ষার প্রশ্নে এই ঘটনা নতুন করে প্রশাসন ও সমাজকে সতর্ক করছে।

বুদ্ধপূর্ণিমায় গাজনের মেলা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১২ মে ঃ সোমবার বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বাঁকুড়ার বিভিন্ন এলাকায় জমে উঠেছে গাজনের মেলা। ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি সম্প্রীতির এক অনন্য ছবি দেখা গেল জেলার নানা প্রান্তে। বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের ন।রা গ্রামে সর্ব্বেশ্বর শিব (মাগোঁসাই)-এর গাজন উপলক্ষ্যে বসেছে মেলা। তীব্র গরম উপেক্ষা করে ভক্তরা আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে পালন করেন 'সন্ন্যাস'। নড়রা ও সংলগ্ন গ্রাম থেকে মানুষ ভিড় জমান এই প্রাচীন লোকাচারের সাক্ষী থাকতে। অন্যদিকে, অযোধ্যা পঞ্চায়েতের আমরাল গ্রামেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে গোপীনাথ মহাদেবের গাজন মেলা। সোমবার সন্ধ্যা থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত চলবে গাজন। মঙ্গলবার হবে ঝাঁপ , চড়ক ও ঝাঁপানের মতো নানা অনুষ্ঠান। প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমার দিন এই গাজন মেলার আয়োজন হয়। বিশেষ নজর কাড়ে বিউর গ্রামের গাজন পরব। এখানে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনে বিশেষ হোমের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই হোমে ব্যবহৃত ঘি আসে এক মুসলিম পরিবার থেকে-যা সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অক্ষয় তৃতীয়া থেকে শুরু হওয়া এই গাজন পরব সেন, সরকার ও রায় পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত হয়। গোটা বাঁকুড়ায় বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে গাজনের মেলা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এক সামাজিক সম্প্রীতির বার্তাও বহন করে।

এল.সি. গেট গুমটিতে গ্রিল দ্বারা বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং রাস্তার পৃষ্ঠ মেরামত

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০৬-এপি-II-২০২৫। **কাজের নামঃ** এসএসই/ডব্লিউ/ফকিরাগ্রাম জংশন সেকশনের অধীনে এল.সি. গেট গুমটিতে (৩২ টি) গ্রিল দ্বারা বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা এবং রাস্তার পৃষ্ঠ মেরামত। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৩,৪৮,৬৭৫.০১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৬,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, লেফটেন্যান্ট পার্থ সারোথি দত্তের নামে নিবন্ধিত গ্রাফাইট ইন্ডিয়া লিমিটেডের ১০০০টি শেয়ারের জন্য শেয়ার সার্টিফিকেট নং ৯১৬৬, ফোলিও নং ০০০০৫৬৪৬, প্রতিটির অভিহিত মূল্য ২ টাকা, স্বতন্ত্র নং ৫৪৬৫৩১১ - ৫৪৬৬৩১০ সম্বলিত শেয়ার। এর নিবন্ধিত অফিস সি ১০১, দূতাবাস ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, **ভিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বাই ৪০০০৮৩, মহারাষ্ট্র**। এটি হারিয়ে গেছে / অবস্থান হারিয়ে গেছে। সম্পর্কিত ডায়েরি জি.ডি.এন্ট্রি নং ৬২০ তারিখ ১০.০৫.২০২৫ তারিখে আলিপুর থানা-তে দায়ের করা হয়েছে।

উপরে উল্লিখিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার ব্যাপারে যে কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকলে, প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে তাদের আপত্তি জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাম, ঠিকানা এবং যোগাযোগ নম্বরঃ

সমজুক্তা দত্ত

১৯ /২ ডোভার রোড,

বালিগঞ্জ, কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ।

মোঃ- ৯৯০৩২৮২০০৮

TENDER NOTICE

Jagatballavpur -II Gram Panchayet

E-tenders is invited from the resourceful and experience bidders for execution of different works vide Etender-**NIT MEMO No. JBPUR-II/127/2025,** Date: 05/05/2025, Last date of Tender droping: **16.05.2025, 17.30pm,** Date of opening of Bibs: **19.05.2025, 11.30 AM,** Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

ইনডোর স্টেডিয়াম এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ২০ অফ ২০২৫ তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি-২০-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** চতুর্দিকের এলাকা এবং শৌচালয়ের উন্নয়ন ও সেন্ট্রেলাইজড এসির সঙ্গে সম্পর্কিত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য সহিত এনএফআরএসএতে ইনডোর ষ্টেডিয়ামের নবীকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৮১,৬৭,৩৯৫.৮১ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৪০,৮০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ডিসিইএসটিএমএলজি -২১-২০২৫। কাজের নাম এবং স্থানঃ** মুখ্য কার্যালয় পরিসরের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নবীকরণ সহিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে কনফারেন্স হলের ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৩৩,৪০,৬২৬.৩৬ টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,১৬,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ইষ্টেট, মালিগাওঁ

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ০৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৮-০৫-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ০৩-এপি-III-২০২৫। **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন/অবস্থানে ফ্লাড রিজার্ভ স্টক পুনরুদ্ধারের জন্য শিঙ্গল বোল্ডার প্রতিটি ন্যূনতম ৩৫ কেজি থেকে ৫৫ কেজি এবং আনস্ক্রিনড শিঙ্গল সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৯,৫৩,৮৭৭.১১ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৯,৮০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ৩০-০৫-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

JANGIPUR MUNICIPALITY

P.O. – Raghunathganj, Dist. Murshidabad

e-TENDER NOTICE

NIeT No: MAD/ULB/JM/GCM_ELECTRICAL/NIeT1/2025-2026(1st Call), e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality, from the eligible contractors for 02 Nos Illumination of street light with GI octagonal pole with 30 Watt LED luminaries within Jangipur Municipality,

Tender ID: 2025_MAD_841610_1 & _2, Publish Date: **13/05/2025 at 10:00 IST**, Bid Submission Start date (Online): **13/05/2025 at at 12:00 IST** and Bid Submission Closing date (Online): **29/05/2025 at 18:00 IST.** The detail e-Tender notice may be seen **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman
Jangipur Municipality

কলকাতা পৌরসংস্থা

জনবিজ্ঞপ্তি

মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের ৬ই মে, ২০২৫ তারিখের নির্দেশ অনুসারে, (WPA (P) 111 of 2025), পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণী আয়োগ, রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকাভুক্তিকরণের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করছে। যে সমস্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায় নিজেদেরকে অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত মনে করেন কিন্তু **এখনো রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় বা তপশিলী জাতি বা তপশিলী উপজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হননি,** তারা **রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকায় অন্তর্ভুক্তির** জন্য আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্রের নিদর্শ আয়োগের ওয়েবসাইট (https://wbcbc.in) থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদন ই-মেলে **(mswbcbc@yahoo.co.in)** বা আয়োগের কার্যালয়ে (তন্তুজ ভবন, অষ্টম তল, ১৮/৪, ডিডি ব্লক, সেক্টর-১, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০০৬৪) যে কোনো কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে ৫টার মধ্যে জমা করতে পারবেন।

আদেশানুসারে
সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন

204/25-26

টেস্ট থেকে অবসর বিরাটের

ইনস্টাগ্রামে লিখলেন, ‘সহজ না হলেও এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত’

মুম্বই, ১২ মেঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অনুরোধ রাখলেন না। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে নিলেন বিরাট কোহলি। রোহিত শর্মার অবসর ঘোষণার পর কোহলিও সোমবার সমাজমাধ্যমে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। গত বুধবার টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। তিনি সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কোহলিও একই পথে হাঁটলেন। ১২৩টি টেস্টে ৯,২৩০ রান রয়েছে কোহলির। গড় ৪৬.৮৫। শতরান ৩০টি, অর্ধশতরান ৩১টি। ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার তিনি। সমাজমাধ্যমে কোহলি লিখেছেন, ‘‘১৪ বছর আগে প্রথম টেস্ট ক্রিকেটের নীল ব্যাগি টুপি পরেছিলাম। সত্যি বলতে তখন জানতাম না, ক্রিকেটের এই ফরম্যাট আমাকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। কল্পনাও করিনি। এই ফরম্যাট আমার পরীক্ষা নিয়েছে। আমাকে তৈরি করেছে। আমাকে শিক্ষা দিয়েছে। সারাজীবন এই শিক্ষা বহন করব।’’ তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘সাদা পোশাকে খেলার মধ্যে কিছু ব্যক্তিগত গভীর বিষয় থাকে। শান্ত পরিবেশ, দীর্ঘ সময় খেলা, ছোট ছোট মুহূর্তগুলো কেউ দেখতে পায় না। তবে এগুলো চিরকাল আমার সঙ্গে থাকবে।’’ লাল বলের ক্রিকেটে তিনি যে আর খেলতে ইচ্ছুক নন, এ কথা বোর্ডকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন কোহলি। কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য। কোহলি রাজি হননি। বিরাট কোহলির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কেবল ভারতীয় ক্রিকেট নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের একটি যুগের সমাপ্তি ঘটল। তাঁর ব্যাটিং রেকর্ড নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক, কিন্তু কোহলির সবচেয়ে স্থায়ী উত্তরাধিকার হয়তো তাঁর ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে অবদান। তিনি দলের পরিচয়কে রূপান্তরিত করেছেন আক্রমণাত্মক মনোভাব, তীব্র প্রতিযোগিতা এবং শ্রেষ্ঠত্বের অবিরাম সাধনার মাধ্যমে। ২০১৫ সালে মহেন্দ্র

সিং ধোনির টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর কোহলি পূর্ণকালীন টেস্ট অধিনায়ক নিযুক্ত হন। তিনি ৬৮টি টেস্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এর মধ্যে ৪০টিতে জয় এসেছে, যা তাঁকে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল টেস্ট অধিনায়ক করে তুলেছে। তবে তাঁর প্রভাব শুধু সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কোহলি দলে জয়ের মানসিকতা গড়ে তুলেছেন, ফিটনেসকে দলীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। দ্রুতগতির বোলিংয়ের বিপ্লবের পথপ্রদর্শক হয়েছেন, যা ভারতকে সব পরিস্থিতিতে একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেছে। কোহলির নেতৃত্বে ভারত বিদেশের মাটিতে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ২০১৮-১৯ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের প্রথম টেস্ট সিরিজ জয়। এই জয় অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দশকের পর দশক ধরে চলা হতাশার অবসান ঘটিয়েছিল। ভারতকে বিদেশে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, জয়ের ক্ষমতাসম্পন্ন দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কোহলির দল টানা পাঁচ বছর আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল এবং ২০২১ সালে প্রথম বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছিল। কোহলির নেতৃত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তাঁর তীব্র প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব। দেশে বা বিদেশে, তিনি সবসময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাহসী ডিক্লারেশন, আক্রমণাত্মক ফিল্ড সেটিং এবং উদ্দীপনাময় উদযাপনের মাধ্যমে তিনি ম্যাচের ধারা নির্ধারণ করতেন। তিনি ঝুঁকি নিতে ভয় পাননি, দুর্বল পারফরম্যান্সের পরও খেলোয়াড়দের সমর্থন করেছেন এবং সমালোচনার মুখেও দলের কাছে আরও বেশি প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর নেতৃত্বের ধরন সবসময় সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মাঠে তর্ক-বিতর্ক এবং তাঁর উগ্র ব্যক্তিত্ব কখনও কখনও সমালোচনার মুখে পড়েছে। তবে কোহলি কখনও দায়িত্বে থেকে ২৩টি ম্যাচে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) ৭টি জয়, ১৩টি হার এবং ৩টি ড্র নিয়ে এগিয়েছে। তিনি সবসময় গর্বের সঙ্গে প্রত্যাশার ভার বহন করেছেন। ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটকে যেখানে পেয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে রেখে গেছেন। কোহলি যখন টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় নিচ্ছেন, তখন তাঁর যুগ কেবল জয়ের জন্য নয়, আধুনিক যুগে একজন ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটারের পরিচয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর অবদান ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল অমলিন থাকবে।

দিল্লি শিবিরে বড় ধাক্কা!

আইপিএলে ফিরবে না ১১.৭৫ কোটির বিদেশি তারকা পেসার?

নয়াদিল্লি, ১২ মেঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বর্তমানে স্থগিত হওয়ায় দিল্লি ক্যাপিটালসের অস্ট্রেলিয়ান পেসার মিচেল স্টার্ক-সহ শীর্ষ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের ভারতে ফেরা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক উত্তেজনার কারণে শুক্রবার আইপিএল এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়। বিসিসিআই-এর ঘনিষ্ঠ সূত্র খবর আইপিএল আগামী ১৬ মে থেকে পুনরায় শুরু হতে পারে, এবং ফাইনাল ২৫ মে থেকে সরিয়ে ৩০ মে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইপিএল স্থগিত হওয়ার পর শীর্ষ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা তাদের নিজ নিজ শহরে ফিরে গেছেন। মিচেল স্টার্ক তার স্ত্রী অ্যালিসা হিলির সঙ্গে সিডনিতে পৌঁছেছেন। যেখানে তিনি স্থানীয় গণমাধ্যমের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন। তবে, স্টার্কের ম্যানেজার পরে অস্ট্রেলিয়ার নাইন নিউজকে জানান, টুর্নামেন্ট পুনরায় শুরু হলেও স্টার্ক ভারতে ফিরতে নাও পারেন। দ্য এজ-এর খবর অনুযায়ী, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের খেলোয়াড়দের সমর্থন করবে যদি তারা আইপিএল-এ ফিরতে না চান। স্টার্ক একমাত্র ক্রিকেটার নন যার আইপিএল অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্যাট

কামিন্স এবং ট্রাভিস হেড, যাদের দল সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ ইতিমধ্যেই প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গেছে। তারা ১১ জুন থেকে লর্ডসে শুরু হতে যাওয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের প্রস্তুতির জন্য অস্ট্রেলিয়াতেই থাকতে পারেন। বিদেশি খেলোয়াড় এবং সাপোর্ট স্টাফদের, যারা স্থগিতাদেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভারত ছেড়েছেন। তাদের ফিরিয়ে আনার লজিস্টিক চ্যালেঞ্জও এই অনিশ্চয়তাকে আরও জটিল করেছে। নিউজিল্যান্ডের বেশিরভাগ খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে গেছেন। অন্যদিকে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা এখনও তাদের খেলোয়াড়দের ২৫ মে'র এনওসি সময়সীমার বাইরে থাকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়নি। রবিবার সিএসএ বোর্ড এ বিষয়ে আলোচনা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। যেখানে খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে। অন্যদিকে আরসিবি-র জন্য এই বিরতি জটিলতার পাশাপাশি কিছুটা স্বস্তিও এনেছে। অধিনায়ক রজত পটীদার, সিএসকে-র বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের সময় আঙুলে চোট পেয়েছিলেন, তাকে দুটি ম্যাচ মিস করতে হতো। এই অপ্রত্যাশিত বিরতি তাকে সুস্থ হওয়ার জন্য মূল্যবান সময় দিয়েছে। আরসিবি তার পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সতর্কতার সঙ্গে পরিচালনা করছে, যাতে তিনি প্লে-অফের জন্য এবং সম্ভাব্যভাবে ইংল্যান্ডে ভারত এ দলের আসন্ন সফরের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

১৬ মে শুরু ডায়মন্ড লিগ

দোহা, ১২ মেঃ ১৬ মে দোহায় শুরু হবে ডায়মন্ড লিগ। এই লিগে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই নতুন মরশুম শুরু করতে চলেছেন নীরজ চোপড়া। প্রতিযোগিতায় নীরজের নেতৃত্বে আরও তিন ভারতীয় অ্যাথলিটকে দেখা যাবে। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে ভারতের চার অ্যাথলিট অংশ নিতে চলেছেন এই ডায়মন্ড লিগে। দোহায় এই ইভেন্টে তারকাদের চাঁদের হাটে থাকবেন দু'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং প্যারিস অলিম্পিকের ব্রোঞ্জজয়ী গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স। অংশ নেবেন ২০২৪-এর বিজয়ী চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকব ভাদলেচ, জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার এবং ম্যাক্স ডেহনিং, কেনিয়ার জুলিয়াস ইয়েগো, জাপানের রডারিক গেঙ্কি ডিনের মতো তারকারা। নীরজের নেতৃত্বে নামতে চলা আরও ভারতীয় অ্যাথলিট হলেন গুলবীর সিং এবং পারুল চৌধুরী। গুলবীরের নামে রয়েছে জাতীয় রেকর্ড। পুরুষদের ৫০০০ মিটার রেস ইভেন্টে তিনি ডায়মন্ড লিগে অভিষেক ঘটাতে চলেছেন। অন্যদিকে, ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে অংশ নেবেন পারুল। তাঁর নামেও রয়েছে জাতীয় রেকর্ড।

দিমিত্রিস ডায়মান্তাকসের দিকে নজর বিদেশের এক ক্লাবের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে ভারতীয় ক্লাব ফুটবল মরসুম। বিগত কয়েক মরসুমের মতো এবারও কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সক্রিয়তা ব্যাপকভাবে দেখা গেলেও খুব একটা পিছিয়ে থাকেনি দেশের অন্যান্য ফুটবল ক্লাবগুলি। মরসুমের শুরুতেই সকলকে চমকে দিয়েছিল দেশের অন্যান্য ক্লাব। যার মধ্যে অন্যতম নর্থইস্ট ইউনাইটেড। সবুজ-মেরুন ব্রিগেডকে পরাজিত করে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড জয় করেছিল পাহাড়ের এই ফুটবল ক্লাব। তারপর যদিও দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলে অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স থাকে মেরিনার্সদের। আইএসএলের লিগ শিল্ডের পাশাপাশি এবার লিগ কাপ ও জয় করে সবুজ-মেরুন। যদিও সেই ধারা বজায় থাকেনি সুপার কাপে। গত কয়েকদিন আগে শক্তিশালী জামশেদপুর এফসিকে পরাজিত করে সুপার কাপ জয় করে এফসি গোয়া। যা নিঃসন্দেহে বিরাট বড় পাওনা গোয়ার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে। তবে মরসুম শেষ হলেও এখন থেকেই নয়া সিজনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে সকলে। আইএসএল হোক কিংবা আইলিগ ঘর গোছানোর কাজে বদ্ধপরিকর সকলেই। বর্তমানে সময় যত এগোচ্ছে এক্ষেত্রে ততই সক্রিয় হয়ে উঠছে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। বলাবাহুল্য, গতবছর ট্রফি জয়ের পর বহু প্রত্যাশা নিয়ে এবার শক্তিশালী দল সাজিয়েছিল ম্যানেজমেন্ট। যুক্ত করা হয়েছিল একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারকে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বরং প্রত্যেক

ক্ষেত্রেই হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে সকলকে। তাই এখন থেকেই নতুন মরসুমের জন্য খেলোয়াড় বাছাই করা শুরু করে দিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। দেশীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ও যে আমূল বদল আসতে চলেছে সেটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কোচের পছন্দকে গুরুত্ব রেখেই এবার সক্রিয় হয়েছে ম্যানেজমেন্ট। সেই অনুযায়ী এবার দল থেকে বাদ পড়তে চলেছেন একাধিক বিদেশি ফুটবলার। যাদের মধ্যে অন্যতম দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস। এবারের সিজন শুরুর আগে বিরাট অর্থের চুক্তিতে দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকসকে দলে টেনেছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি এই ফুটবলার। স্বাভাবিকভাবেই নয়া সিজনে তাঁর থাকার সম্ভাবনা খুব একটা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে তাঁর বিকল্প ফুটবলার নির্বাচনের পথেই হাঁটছে মশাল ব্রিগেড। অপরদিকে এই গ্রীক ফরোয়ার্ডকে নিয়ে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে সুইডিশ ক্লাব মালমো এফএফ। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছর পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। তবে তাঁকে দলে রাখতে আগ্রহী নয় ম্যানেজমেন্ট। সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই নাকি তাঁকে দুই বছরের চুক্তিতে দলে নিতে চায় সুইডেনের এই দল। যদিও এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত নয় বিষয়টি।

জাতীয় দলের দুই ডিফেন্ডারের দিকে নজর রয়েছে মশালবাহিনীর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

শেষ মরসুমটা খুব একটা ইতিবাচক থাকল না ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। আগের বছর ডুরান্ড কাপের ফাইনাল খেললেও এবার সেটা সম্ভব হয়নি। আইলিগের দলের কাছে পরাজিত হয়ে ছিটকে যেতে হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে। তা কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। সেই হতাশা কাটিয়ে দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ তথা আইএসএলে প্রথম থেকেই ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য থাকলে সেখানে ও মিলেছে হতাশা। হারতে হয়েছিল প্রথম ছয়টি ম্যাচ। দলের এমন বেহাল পরিস্থিতি দেখে শেষ পর্যন্ত কোচের পথ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। স্বাভাবিকভাবেই নতুন কোচের দায়িত্ব নিয়ে তৈরি হয়েছিল ধোঁয়াশা। শেষ পর্যন্ত অস্কার ব্রুজনের হাতে ওঠে দলের দায়িত্ব। এই নয়া কোচের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেও সেটা কার্যকরী হয়নি। বিশেষ করে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের গ্রুপ পর্বে ভালো পারফরম্যান্স করার পর দেশের প্রথম ডিভিশন লিগেও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য ছিল ময়দানের এই প্রধানের। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল খেলোয়াড়দের চোট আঘাতের সমস্যা। ছিটকে যেতে শুরু করেন একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলার। সেইসাথে কার্ড সমস্যার দরুন যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল দলকে। যার প্রভাব পড়েছিল ম্যাচের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে সাফল্য পাওয়া যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই বুঝতে পেরেছিলেন অস্কার। সবদিক মাথায় রেখেই তড়িঘড়ি করে দলের হাল ফেরাতে রিচার্ড সেলিসের পাশাপাশি রাফায়েল মেসি বাউলির মতো ফুটবলারদের দলে টানে মশাল ব্রিগেড। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গতবারের মতো এবার কলিঙ্গ সুপার কাপে নিজেদের আধিপত্য বজায়

রাখার লক্ষ্য থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি। ছিটকে যেতে হয়েছে প্রথম ম্যাচেই। এমন তথৈবচ পারফরম্যান্স নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন সমর্থকরা। তবে এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য ঘর গোছানোর কাজ শুরু করতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট। এক্ষেত্রে দলের রক্ষণভাগ মজবুত করাই অন্যতম লক্ষ্য ময়দানের এই প্রধানের। সেইমতো গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই বেশকিছু ডিফেন্ডারদের সই করানোর ক্ষেত্রে উঠে আসতে শুরু করেছিল লাল-হলুদের নাম। যার মধ্যে অন্যতম ছিল টেকচাম অভিষেক সিং। তবে নয়া তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র এই দুই ফুটবলার নন। বর্তমানে রাহুল ভেকের পাশাপাশি মেহতাব সিংয়ের মতো ফুটবলারদের দিকে ও নজর রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী বছর পর্যন্ত বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে ট্রান্সফার ফি দিয়ে তাঁকে দলে নিতে হবে লাল-হলুদের। অন্যদিকে একইভাবে মুম্বইয়ের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে মেহতাবের। যদিও প্রথম থেকেই তাঁকে দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এগিয়ে মোহনবাগান। শেষ পর্যন্ত আদৌ দল বদল করেন কিনা এই দুই ফুটবলার সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

রিয়াল-বার্সার দ্বৈরথ শুরুর ম্যাচের স্মৃতি ফেরালেন এমবাপে-রাফিনিয়ারা

এর আগে পর্যন্ত কোনো দ্বৈরথ ছিল না। নাহ, অন্তত ওই ম্যাচের আগে পর্যন্ত, বলছিলেন বার্সেলোনার রিজার্ভ গোলরক্ষক ফের্নান্দো আরগিলা। কোন ম্যাচ? এর জন্য পেছনে যেতে হবে আট দশক। সেই ১৯৪৩ সালে কোপা দেল রের ম্যাচে ১১-১ গোলে জিতেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ওই ম্যাচের পরই স্প্যানিশ ফুটবলে জমে ওঠে বার্সেলোনার সঙ্গে তাদের তুমুল লড়াই। যা পরিচিত এল ক্লাসিকো নামে। দুই দলের সবশেষ লড়াইয়ের পর সামনে এলো বিতর্কিত সেই ম্যাচ।

বার্সেলোনা, ১২ মেঃ লা লিগার মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রবিবার রিয়ালকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে শিরোপার পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছে বার্সেলোনা। পাগলাটে প্রথমার্ধেই হয়েছে ৬ গোল। ১৪ মিনিটের মধ্যে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে নেন রিয়াল ফরোয়ার্ড কিলিয়ান এমবাপে। এরিক গার্সিয়া ব্যবধান কমানোর পর সমতা ফেরান লামিনে ইয়ামাল। রাফিনিয়ার জোড়া গোলে ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় বার্সেলোনা। ক্লাসিকোয় এর আগে সবশেষ কোনো ম্যাচে প্রথমার্ধে ৬ বা এর বেশি গোল হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ১৩ জুন। কোপা দেল রের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে বার্সেলোনার মাঠে ৩-০ গোলে হেরেছিল রিয়াল। ফিরতি লেগে বিরতির আগেই ৮-০ গোলে এগিয়ে যায় তারা! শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জেতে ১১-১ গোলে। এখনও বার্সেলোনার বিপক্ষে যা রিয়ালের সবচেয়ে বড় জয়। ওই ম্যাচ নিয়ে বা ফল সেভাবে

আলোচনায় আনে না রিয়াল। তবে বার্সেলোনার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা নিয়ে আছে সেই ম্যাচ। ওই ম্যাচ দিয়ে রিয়ালকে চিত্রায়িত করা হয় স্বৈরশাসকের দল হিসেবে, বার্সেলোনাকে দেখানো হয় তাদের শিকার হিসেবে। এর আগে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে লা লিগার দুটি ম্যাচে বিরতির আগে হয় ৬ গোল। বার্সেলোনার জয়ের নায়ক রাফিনিয়া একটুর জন্য স্পর্শ করতে পারেননি লিওনেল মেসিকে। এক মরসুমে রিয়ালের বিপক্ষে সর্বোচ্চ আট গোলে অবদান রাখার কীর্তি এই ফুটবল জাদুকরের। ২০১১-১২ মরসুমে আটটি গোল করে ও করিয়ে চূড়ায় ওঠে বসেন তিনি। রাফিনিয়া ৫ গোলের পাশাপাশি দুটি অ্যাসিস্টে জায়গা করে নিলেন মেসির পরেই। রিয়ালের হয়ে অভিষেক মরসুমে সর্বোচ্চ গোলের কীর্তি গড়ার দিনে লা লিগার চলতি আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছেন এমবাপে। তার হাত ধরে একটি প্রথমের দেখা পেয়েছে রিয়াল। বর্তমান শতাব্দীতে দলটির প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ক্লাসিকোয় হ্যাটট্রিক করেছেন তিনি। বার্সেলোনার এমন হ্যাটট্রিক আছে তিনটি, দুটি করেছেন মেসি। অন্যটি লুইস সুয়ারেজ। ১৯৯৫ সালে সবশেষ রিয়ালের খেলোয়াড় হিসেবে বার্সেলোনার জালে কোনো ম্যাচে তিন গোল করেছিলেন ইবান সামোরানো। স্পেনের সফলতম দলটির হয়ে অভিষেক মরসুমে সর্বোচ্চ গোলের কীর্তি ছিল তারই। চলতি মরসুমে চারটি ক্লাসিকোতেই জিতল বার্সেলোনা। ১৯৮২-৮৩ মরসুমে প্রথমবার রিয়ালকে টানা চার ম্যাচে হারাতে পেরেছিল তারা। সেই কীর্তিতে ভাগ বসাল হান্সি ফ্লিকের দল। মাত্র দ্বিতীয় কোচ হিসেবে রিয়ালের বিপক্ষে দায়িত্বের প্রথম চার ম্যাচ টানা জিতলেন এই জার্মান কোচ। তার আগে এই কীর্তি গড়েন পেপ গুয়ার্দিওলা, তিনি জিতেছিলেন টানা পাঁচটিতে। টানা ১৮ ক্লাসিকোয় ফল হলো। এই সময়ে রিয়াল জিতেছে ১০টিতে, বাকি আটটিতে জিতেছে বার্সেলোনা।

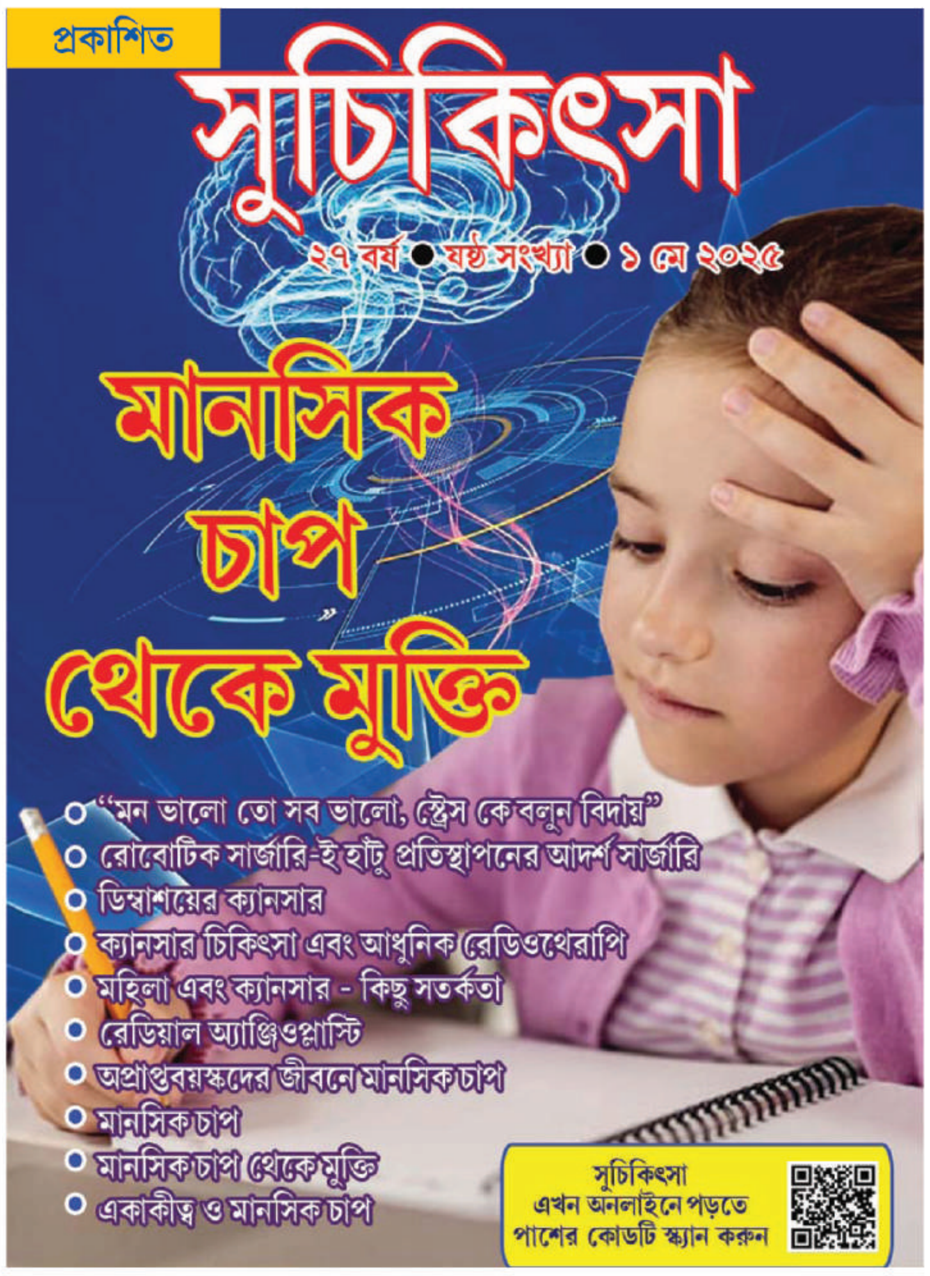

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com